দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা মঙ্গলবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-৩৫ ॥ ২১ মে ২০২৪ ॥ ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বাংলা ॥ ১২ জিলক্বদ ১৪৪৫ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

ভোটের হার কম হলে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই : ইসি আলমগীর

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচন কমিশনার (ইসি) মো. আলমগীর বলেছেন, ভোটের হার বেশি হলে আমরা খুশি। কিন্তু না হলে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নাই। গতকাল সোমবার নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন। এর আগে ৮ মে প্রথম ধাপের উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২১ মে। তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপে নির্বাচন হবে ২৯ মে ও ৫ জুন। প্রথম ধাপে ভোট শান্তিপূর্ণ হলে ভোট পড়ার হার ছিল ৩৬ দশমিক ১ শতাংশ। এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনার মো. আলমগীর বলেন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করবে। ভোটাররাও আগের নির্বাচন যেহেতু শান্তিপূর্ণ হয়েছে, তাই দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনে স্বাচ্ছন্দ্যে ভোট দিতে পারবে।

অটোরিকশা চালকদের নিয়মের মধ্যে আনা হবে: প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীসহ বিভিন্ন সড়ক-মহাসড়কে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচলে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি জানতেন না উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিকল্প ব্যবস্থা না করে তাদের জীবিকায় হাত দেওয়া উচিত হয়নি। তিনি বলেন, একটি বিধিমালার মাধ্যমে অটোরিকশা চালকদের নিয়মের মধ্যে আনা হবে। চালকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এসব যানবাহন চলাচলের জন্য রাস্তা এবং গতিসীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। গতকাল সোমবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এই নির্দেশনা দেন। এতে সভাপতিত্ব করেন শেখ হাসিনা। বৈঠক শেষে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেন সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান, রাজধানীসহ বিভিন্ন সড়ক ও মহাসড়কে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী জানতেন না। জীবন-জীবিকার স্বার্থে বিষয়টি অমানবিক হবে বলেও মনে করেন প্রধানমন্ত্রী। এ কারণেই প্রধানমন্ত্রী অটোরিকশা চলাচলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা উল্লেখ করে সচিব আরও বলেন, অটোরিকশা চলাচলে একটি নীতিমালা ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা (রেগুলেটরি বডি) গঠন করে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সেই সঙ্গে চালকদের প্রশিক্ষণ ও অটোরিকশার ডিজাইন করে দিতেও বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। এরআগে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী হাসিনা রাজধানীতে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালু রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। বিশ্ব পরিস্থিতি ও স্বল্প আয়ের মানুষের কষ্টের কথা বিবেচনা করে প্রধানমন্ত্রী শুধু ঢাকা শহরে ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচলের অনুমতি দিয়েছেন বলে জানান ওবায়দুল কাদের। একইদিন সোমবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে আওয়ামী ওলামা লীগ আয়োজিত *২-এর পাতায় দেখুন*

ইরানের অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মোখবার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইরানের অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মোখবারের নাম অনুমোদন করেছেন দেশটির সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনি। তিনি দুই মাস এ দায়িত্ব পালন করবেন। সোমবার পৃথক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা ও ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। ইরানের সংবিধান অনুসারে, প্রেসিডেন্টের মৃত্যু বা অক্ষমতার ক্ষেত্রে, সর্বাধিক ৫০ দিনের মধ্যে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ভাইস প্রেসিডেন্ট। এর আগে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় *২-এর পাতায় দেখুন*

ইরানের প্রেসিডেন্টের মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শোক

স্টাফ রিপোর্টার : হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আব্দুল্লাহিয়ানসহ সব আরোহীর মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল সোমবার পৃথক বার্তায় তারা শোক জানিয়েছেন। শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন ইরানের প্রেসিডেন্টের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। দেশটির নাগরিক ও প্রেসিডেন্টের স্বজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান তিনি। পৃথক এক শোকবার্তায় রাইসিকে একজন বড় মাপের নেতা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, তিনি সারাজীবন তার দেশের জন্য কাজ করে গেছেন। তার কাজের উপকার ভোগ করছেন দেশটির নাগরিকরা। ইরানের প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মৃত্যুতে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশের পাশাপাশি তিনি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। এর আগে, রোববার (১৯ মে) আজারবাইজানের সীমান্তবর্তী এলাকায় একটি অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে ইব্রাহিম রাইসিকে বহনকারী হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়। পরে দীর্ঘসময় উদ্ধার অভিযান চালানোর পর হেলিকপ্টারটির ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পায় তারা। এরপর হেলিকপ্টারে থাকা *২-এর পাতায় দেখুন*

ইরানের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলী বাঘেরি কানি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আব্দুল্লাহিয়ানের মৃত্যুতে দেশটির উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলী বাঘেরি কানিকে ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে ইরানের মন্ত্রিসভা। ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ইরনার বরাতে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল *২-এর পাতায় দেখুন*

ইসলামের জন্য শেখ হাসিনার মতো আর কোনো শাসক কাজ করেনি : কাদের

স্টাফ রিপোর্টার : ধর্মের নামে ব্যবসা চলবে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। গতকাল সোমবার দুপুরে গুলিস্তান ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউর আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ওলামা লীগের প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, ওলামা লীগে চাঁদাবাজের স্থান নেই। ধর্মের নামে ব্যবসা চলবে না। আওয়ামী লীগের সাথে কাজ করতে হলে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা জাতির পিতার আদর্শ মেনে চলতে হবে। শেখ হাসিনার সৎ রাজনীতিকে অনুসরণ করতে হবে। ফ্রি স্টাইলে যা খুশি বলবেন এই রকম লোকের আমাদের দরকার নেই। কাদের বলেন, বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা আমাদের পবিত্র ধর্ম ইসলামের জন্য এবং এর বিকাশে যে অবদান রেখেছেন, যে সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন বাংলাদেশে অন্য কোন শাসক কিছুই করেননি সে তুলনায়। ওলামা লীগের ইতিহাস আমাদের জন্য খুব সুখকর নয় বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, অতীতে যা দেখেছি কার সঙ্গে কারো মিল নাই। নেতায় নেতায় বিবেদ।

ব্যাটারিচালিত রিকশা নির্দিষ্ট এলাকায় চালানোর ব্যবস্থার নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ঢাকার নির্দিষ্ট এলাকায় চালানোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে এমন সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব মাহবুব হোসেন। এর আগে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভায় বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব মাহবুব হোসেন বলেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের (পারিতোষিক ও বিশেষাধিকার) আইন -২০২৪ এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। নতুন আইনে সিইসির বেতন ১০৫০০০ এবং অন্যান্য কমিশনারদের বেতন ৯৫০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আগে সিইসির বেতন বলা *২-এর পাতায় দেখুন*

দেশের ১১ অঞ্চলে ঝড়ের আভাস

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের ১১টি অঞ্চলের ওপর দিয়ে ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। তাই সেসব এলাকার নদীবন্দরগুলোয় তোলা হয়েছে সতর্ক সংকেত। গতকাল সোমবার এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদ মো. মনোয়ার হোসেন জানিয়েছেন, রাজশাহী, পাবনা, রংপুর, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, যশোর, কুষ্টিয়া, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলসমূহের ওপর দিয়ে পশ্চিম/উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দরসমূহকে ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। অন্য এক পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণপশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে। পরবর্তীতে এটি ঘনীভূত হতে পারে। এতে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছুকিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসঙ্গে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে *২-এর পাতায় দেখুন*

দ্রুত বাংলাদেশে চালু হচ্ছে ই-ভিসা

বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুত সময়ের মধ্যে সরকার ই-ভিসা প্রবর্তন করতে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আরব আমিরাতের সরকারি প্রতিষ্ঠান এমিরেটস টেকনোলজি সলিউশনস এলএলসি এবং এর কারিগরি সহযোগী প্রতিষ্ঠান সোসাইটিক ইন্টারন্যাশনাল ডি টেলিকমিউনিকেশনস অ্যারোনাটিকস-এর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সেবা ক্রয়ের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সূত্র জানায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে দেশের নাগরিকদের উন্নত পাসপোর্ট সেবা প্রদানের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ, পর্যটন, ক্রীড়া ইত্যাদি উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে ভ্রমণকারী বিদেশি নাগরিকদের যাতায়াত সহজ ও দ্রুত করার লক্ষ্যে ই-ভিসা প্রবর্তনের কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশ দেন। সূত্র আরো জানায়, বাংলাদেশে ই-ভিসা বাস্তবায়নের জন্য ২০১৯ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের *২-এর পাতায় দেখুন*

রাজশাহীতে বিএসটিআইয়ের উদ্যোগে বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস পালন

মোঃ আতিকুর রহমান আতিক, রাজশাহী: বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের (বিএসটিআই) রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের উদ্যোগে বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস পালিত হয়েছে। ওজন ও পরিমাপ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বহির্বিশ্বের সাথে মিল রেখে সারাদেশের ন্যায় রাজশাহীতে বর্ণাঢ্য আয়োজনে ২১তম বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস পালন করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো 'টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে আজকের পরিমাপ'। দিবসটি উপলক্ষ্যে সোমবার (২০ মে) সকালসাড়ে ৯ টায় বিএসটিআই'র রাজশাহী বিভাগীয় সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব) ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, ব্যবসা বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগণকে কাঙ্খিত সেবা প্রদান করতে হবে।টেকসই উন্নয়ন, টেকসই শিল্পায়ন ও বিদেশে পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে পণ্যের সঠিক পরিমাপ ও মান নিয়ন্ত্রণ অতীব জরুরী।রাজশাহী বিভাগীয় পেট্রোল পাম্প মালিক সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতির প্রশ্নের জবাবে বিভাগীয় কমিশনার অতি দ্রুততম সময়ে সিএনজি ও এলপিজি ডিস্পেন্সার ভেরিফিকেশন কার্যক্রম চালু করার জন্য বিএসটিআই'কে পরামর্শ প্রদান করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান (র্যাব-৫) এর কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মুনিম ফেরদৌস ও

রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সভাপতি মাসুদুর রহমান রিংকু। বক্তব্যে মুনিম ফেরদৌস খাদ্যে ভেজাল ও ওজনে কম প্রদানকারী সকলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহবান জানান এবং জনসাধারণকে সাথে নিয়ে এ ধরণের গুরুতর অনিয়ম প্রতিহত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। মাসুদুর রহমান রিংকু বলেন, আমরা স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে শামিল হয়েছি বিধায় আমাদেরকে ব্যবসা বাণিজ্যে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।ব্যবসায়ী সংগঠন হিসেবে ভেজাল ও ওজনে কারচুপি রোধে সরকারকে সহযোগিতা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ও বিশেষজ্ঞ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আরিফুল ইসলাম নাহিদ।তিনি তার বিশেষজ্ঞ বক্তব্যে, পরিবেশ সংরক্ষণ, শক্তি ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য সেবা এবং কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তায় পরিমাপের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেন। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব *২-এর পাতায় দেখুন*

শিল্পী সমিতির সম্পাদক পদে ডিপজলের দায়িত্ব পালনে নিষেধাজ্ঞা

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সদ্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে সাধারণ সম্পাদক পদে বিজয়ী ডিপজলের দায়িত্ব পালনের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি কাজী জিনাত হকের হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল সোমবার রুলসহ এ আদেশ দেন। আদালতে আবেদনের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী শাহ মনজুরুল হক ও পলাশ চন্দ্র রায়। পরে শাহ মনজুরুল হক বলেন, নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ তদন্তে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। আর সাধারণ সম্পাদক পদে মনোয়ার হোসেন ডিপজলের দায়িত্ব পালনের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন। তাকে দায়িত্ব পালনে বিরত রাখতে *২-এর পাতায় দেখুন*

বিএনপির হাত থেকে ইসলামকে রক্ষা করতে হবে : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির হাত থেকে ইসলামকে রক্ষা করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। গতকাল সোমবার দুপুরে গুলিস্তান ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউর আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ওলামা লীগের প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন। বিএনপির সমালোচনা করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বিএনপি ইসলামের কথা বলে অথচ গাজায় ইসরাইলের হামলার বিরুদ্ধে কথা বলে না। তারা ইসরাইলের দোসরে পরিণত হয়েছে। বিএনপির হাত থেকে ইসলামকে রক্ষা করতে হবে। ওলামা লীগকে বলবো ইসলামের জন্য কাজ করতে হবে। আলেমদের শতবর্ষের দাবি ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ইজতেমার মাঠ আওয়ামী লীগ দিয়েছে দাবি করে তিনি বলেন, বিএনপি আলেমদের জন্য কিছু করে নাই, শুধু ব্যবহার করেছে। শেখ হাসিনা সরকার আলেমদের ব্যবহার করে না বরং তাদের জন্য কাজ করে। তিনি বলেন, এই দেশে আলেমদের জন্য শেখ হাসিনা যা করেছেন বঙ্গবন্ধুর পরে আর কোন সরকার তা করে নাই। বায়তুল মোকাররম মসজিদের কোন মিনার ছিলো না, প্রধানমন্ত্রী উদ্যোগ গ্রহণ করে কাজ শুরু করেন। কোন আলেম-ওলামা দাবি না করা সত্ত্বেও এক লাখ বিশ হাজার মসজিদভিত্তিক মক্তব প্রতিষ্ঠা করেছে আওয়ামী লীগ সরকার জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রতিটি উপজেলায় মসজিদভিত্তিক মাদরাসা স্থাপন করেছেন যেখানে শিক্ষকরা সাড়ে ১২ হাজার করে ভাতা পান। প্রতিটি উপজেলা, জেলায় দৃষ্টি নন্দন মসজিদ বাইরে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়, ভিতরে গেলেও চোখ জুড়ে যায়। ওলামা লীগের প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। দলটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সভায় সভাপতিত্ব *২-এর পাতায় দেখুন*

বিএনপি ইসলামের কথা বলে অথচ গাজায় ইসরাইলের হামলার বিরুদ্ধে কথা বলে না। তারা ইসরাইলের দোসরে পরিণত হয়েছে

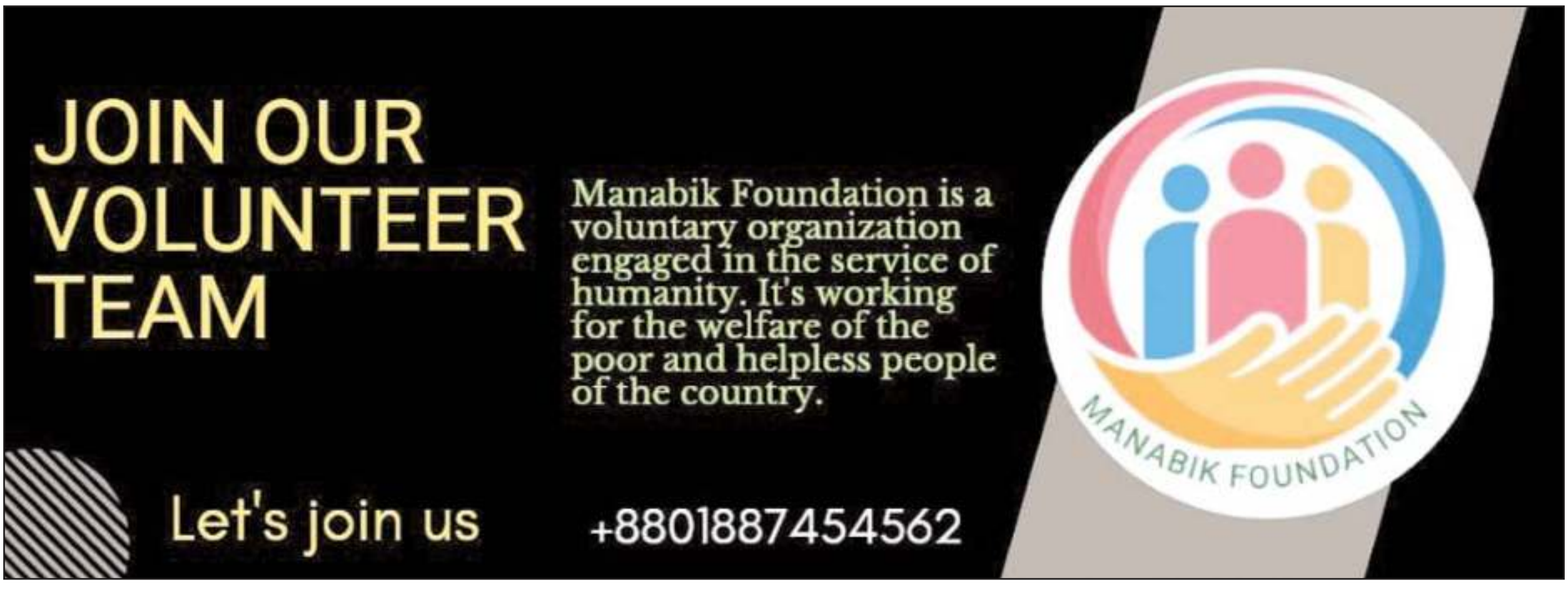

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা মঙ্গলবার ॥ ২১ মে ২০২৪ ॥ ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বাংলা

ইরানের প্রেসিডেন্টের হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত

ইরানের প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিহত

রাইসির হেলিকপ্টার বিধ্বস্তের ঘটনায় কি ইসরায়েল জড়িত?

রাইসিসহ সবার মরদেহ উদ্ধার ইরানে পাঁচ দিনের শোক

ইরানের প্রেসিডেন্ট রাইসির মৃত্যুতে বিশ্বনেতাদের শোক

রাইসির মৃত্যুতে কোন পথে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আব্দোল্লাহিয়ান। গতকাল সোমবার ইরানের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, হেলিকপ্টারে থাকা প্রেসিডেন্ট, পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ সব যাত্রী নিহত হয়েছেন। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দল পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় হেলিকপ্টারের ধ্বংসাবশেষ শনাক্ত করার পর, তাদের নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই কর্মকর্তা। রয়টার্সকে ওই কর্মকর্তা বলেন, পার্বত্য অঞ্চলে কুয়াশাপূর্ণ খারাপ আবহাওয়ার কারণে হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয়েছে। অবশ্য এখন পর্যন্ত হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্তের কারণ সম্পর্কে সরকারিভাবে কোনও তথ্য জানানো হয়নি। ইরানের মেহর নিউজ এজেন্সিও তাদের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছে, ইরানের প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বহনকারী হেলিকপ্টারের সব যাত্রীই শহীদ হয়েছেন। এর আগে এক ইরানি কর্মকর্তা রয়টার্সকে বলেছিলেন, রবিবারের দুর্ঘটনায় প্রেসিডেন্ট রাইসি এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমিরাবদুল্লাহিয়ানকে বহনকারী হেলিকপ্টারটি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। ইরানের রাষ্ট্রীয় টিভি জানিয়েছে,

৭-এর পাতায় দেখুন

নরসিংদীতে ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত

স্টাফ রিপোর্টার : নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার শ্রীনিধি রেলস্টেশনের আউটারে ঢাকাগামী একটি মালবাহী কন্টেইনার ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে রায়পুরার শ্রীনিধি ও মেথিকান্দা রেলস্টেশনের মাঝামাঝি মহিষমারা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন মেথিকান্দা রেলওয়ের স্টেশন মাস্টার আশরাফ আলী। জানা যায়, সকালে চট্টগ্রাম থেকে একটি মালবাহী কন্টেইনার ট্রেন ঢাকা যাচ্ছিল। ট্রেনটি রায়পুরার শ্রীনিধি রেলস্টেশনের আউটারের মহিষমারা এলাকায় পৌঁছালে দুটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। ফলে ওই আপ লাইন দিয়ে রেল চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে ডাউন লাইন দিয়ে শিডিউল বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে ট্রেন চলাচল করছে। খবর পেয়ে বগি দুটি উদ্ধারের জন্য আখাউড়া থেকে উদ্ধারকারী একটি ট্রেন ঘটনাস্থলে রওনা দেয়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দুপুরে বিকট শব্দ শুনতে পান তারা। তারপর দৌড়ে গিয়ে দেখতে পান যে একটি

৭-এর পাতায় দেখুন

শিক্ষামন্ত্রী মাহিবুল হাসান চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি এতিনিধিদল লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে ১৬-১৭ মে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ শিক্ষামন্ত্রীদেও ২২তম সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন -পিআইডি

চট্টগ্রামে ৫ হাজার ইয়াবার মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের লোহাগাড়া থানার ৫ হাজার পিস ইয়াবার মামলায় মো. শাহজাহান (৩০) নামে এক যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। গতকাল সোমবার চট্টগ্রামের ৭ম অতিরিক্ত দায়রা জজ আ স ম শহীদুল্লাহ কায়সারের আদালত এই রায় দেন। আদালতের বেঞ্চ সহকারী হাফেজ আহম্মেদ বলেন, ৮ জন স্বাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমাণে ৫ হাজার পিস ইয়ার মামলায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আসামি মো. শাহজাহানকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ১ বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। আসামি জামিনে গিয়ে পলাতক রয়েছে। সাজা পরোয়ানা মূলে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। মামলার নথি থেকে জানা যায়, ২০২১ সালের ১৫ জুন লোহাগাড়া থানার চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের উপজেলা কমপ্লেক্সের গেইট এলাকা থেকে মো. শাহজাহানকে

৭-এর পাতায় দেখুন

ইরানের প্রেসিডিন্টে রাইসির মৃত্যুতে ফখরুলের শোক

স্টাফ রিপোর্টার : ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আবদোল্লাহিয়ানসহ বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারে সিনিয়র কর্মকর্তাদের নিহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। গতকাল সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক শোকবার্তায় তিনি বলেন, 'গতকাল ইরানের পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশে পাহাড়ী তুষারাবৃত এলাকায় হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে

ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আবদোল্লাহিয়ানসহ সরকারের অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিহত হওয়ার ঘটনা বাংলাদেশের মানুষকে ব্যথিত করেছে। ইব্রাহিম রাইসির মৃত্যু মুসলিম বিশ্বের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি একজন অসাধারণ রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। ভ্রাতৃপ্রতিম দেশটির এই দুঃখের দিনে আল্লাহ তাআলা যেন তাদের ধৈর্য ধারণের শক্তি দান করেন।' মির্জা ফখরুল বলেন, 'আমি ইরানের রাষ্ট্রপতিসহ সিনিয়র কর্মকর্তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা এবং শোকাহত পরিবারবর্গ ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছি। মহান আল্লাহ তাআলা ইরানের জনগণ এবং প্রেসিডেন্ট রাইসিসহ নিহতদের পরিবারের সদস্যদের এই অপূরণীয় ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার শক্তি দেন। পাশাপাশি যারা আহত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাদের আশু সুস্থতা কামনা করছি।'

ক্যাপিটাল গেইনের ওপর করারোপ না করার অনুরোধ ডিএসই চেয়ারম্যানের

স্টাফ রিপোর্টার : ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে ক্যাপিটাল গেইনের ওপর নতুন করে কর আরোপ না করার অনুরোধ জানিয়েছেন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু। গতকাল সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বার্তায় তিনি এ আহ্বান জানান। ডিএসইর চেয়ারম্যান বলেন, করোনা মহামারি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে অন্যসব খাতের মতো অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি দেশের পুঁজিবাজারেও নেতিবাচক প্রভাব

৭-এর পাতায় দেখুন

সিটি ব্যাংকের নতুন এএমডি কাজী আজিজুর রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : সিটি ব্যাংক সম্প্রতি কাজী আজিজুর রহমানকে অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এএমডি) হিসেবে পদোন্নতি প্রদান করেছে। তিনি একই ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) ও চিফ ইনফরমেশন অফিসার (সিআইও) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২০০৭ সালে কাজী আজিজ এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে সিটি ব্যাংকে যোগ দেন। ২০১৯ সাল পযর্ন্ত ব্যাংকটির ডিএমডি ও সিআইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০২১ সালে তিনি স্বল্প সময় মেঘনা ব্যাংকে কাটিয়ে আবার সিটি ব্যাংকে ফেরেন। ৩৪ বছরের কর্মজীবনে তিনি বহুজাতিক কর্পোরেশন, স্বাস্থ্যসেবা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ বিদেশে গ্রবোস্কি অ্যান্ড পুওরট বি.ভি. নেদারল্যান্ডস-এর মতো

৭-এর পাতায় দেখুন

লক্ষাধিক পাসপোর্ট আটকে রেখেছে ভিএফএস গ্লোবাল

এর ফলে দেশের ক্ষতি হয়েছে ৪১ হাজার ২২০ কোটি টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : লক্ষাধিক বাংলাদেশির পাসপোর্ট আটকে রেখে ইউরোপের শ্রমবাজার ধ্বংসে গভীর ষড়যন্ত্রে মেতেছে বহুজাতিক ভিসা প্রোসেসিং সার্ভিস সংস্থা ভিএফএস গ্লোবাল। এক থেকে দেড় বছর ধরে এসব পাসপোর্ট আটকে রাখা হয়েছে। এর ফলে দেশের ক্ষতি হয়েছে ৪১ হাজার ২২০ কোটি টাকা। দীর্ঘদিন ধরে এসব পাসপোর্ট আটকে রাখার কারণ অনুসন্ধানে জানা গেছে, দালাল চক্রের সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাণিজ্য একটি বড় বিষয়। দিনের পর দিন অ্যাপয়েনমেন্টের নামে বিদেশ গমনেচ্ছু বাংলাদেশিদের কাছ থেকে বড় অংকে ফি আদায় করা হয়ে থাকে। ২০০১ সালে ইতালি সরকার বাংলাদেশিদের ওয়ার্ক পারমিট বন্ধ করে দেয়। পরে ২০২০ সালে আবার তা চালু হয়। ২০২১ সালের ১৮ নভেম্বর ভিসা প্রদানসহ যাবতীয় সেবা নির্দিষ্ট ফি-র বিপরীতে সম্পাদনের জন্য ইতালি দূতাবাসের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় ভিএফএস গ্লোবাল। ২০২৩ সালের ২৭ মার্চ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ইতালি সরকার বিশ্বের ২০-২২টি দেশে ৮২ হাজার ৭০৫ জনকে ওয়ার্ক পারমিট দেয়। এর মধ্যে শুধু বাংলাদেশিরা পায় ৩০ হাজারেরও বেশি। সূত্র জানায়, ওয়ার্ক পারমিট পাওয়ার পর ভিসা প্রদানের সাক্ষাৎকার এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমার সিরিয়াল পেতে আবেদনকারীরা ভিএফএসের দ্বারস্থ হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে প্রার্থীদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রদানে ভোগান্তি, দালাল চক্রের সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাণিজ্য, লক্ষাধিক পাসপোর্ট এক থেকে দেড় বছর ধরে আটকে রাখাসহ বিভিন্নভাবে হয়রানি করে যাচ্ছে ভিএফএস। বৈদেশিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশের সঙ্গে ইন্ডিয়াসহ অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতা রয়েছে। বাংলাদেশে ইতালিয়ান অ্যাম্বাসির নিয়ম অনুযায়ী ভিসার আবেদনের জন্য ভিএফএস

৭-এর পাতায় দেখুন

মিরপুরে অটোরিকশা চালকদের তাণ্ডব : থানায় ৪ মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : মোটরচালিত অটোরিকশা চলার দাবিতে রাজধানীর মিরপুরে চলে দিনভর অবরোধ। গত রোববার সেখানে দিনভর ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালকদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, দফায় দফায় বিভিন্ন স্থানে ভাঙচুর, পুলিশ বক্সে আগুন ও পুলিশের ওপরে হামলার ঘটনা ঘটে। এসব অভিযোগে আন্দোলনরত অটোরিকশা চালকদের বিরুদ্ধে তিন থানায় চারটি মামলা হয়েছে। পল্লবী থানায় দুইটি, কাফরুল থানায় একটি ও মিরপুর মডেল থানায় একটি মামলা করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মিরপুর বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মো. জসীম উদ্দীন মোল্লা। তিনি বলেন, গত রোববার দিবাগত রাতে মিরপুরের পল্লবী থানায় মামলা দুইটি দায়ের করা হয়। একটি মামলা পল্লবী থানা পুলিশ ও আরেকটি মামলা পল্লবী ট্রাফিক জোন থেকে করা হয়। অন্যদিকে কাফরুল থানা ও মিরপুর মডেল থানায় পৃথক দুইটি মামলা পুলিশের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। গত রোববার দিনভর আন্দোলন

৭-এর পাতায় দেখুন

তাপদাহে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন নির্দেশনা মাউশির

স্টাফ রিপোর্টার : মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তীব্র তাপপ্রবাহ চলাকালীন শ্রেণির কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশনা দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। এসময় বেলা ১১টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত শিক্ষক-কর্মচারী-শিক্ষার্থীরা যেন যথাসম্ভব সূর্যের আলো থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখে সে বিষয়টি নিশ্চিত করা এবং পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানির সুব্যবস্থা রাখাসহ নয়টি নির্দেশনা মানতে হবে। রোববার মাউশি'র সহকারী পরিচালক (মাধ্যমিক-২) এস এম জিয়াউল হায়দার হেনরীর সই করা এক চিঠিতে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নির্দেশনায় মাউশি'র আওতাধীন দেশের সরকারি-বেসরকারি সব মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজকে এসব নির্দেশনা যথাযথভাবে মেনে চলার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

নির্দেশনায় বলা হয়েছে-: প্রয়োজনীয় খাবার স্যালাইনের ব্যবস্থা রাখা; শিক্ষার্থীদের সার্বক্ষণিক শ্রেণিকক্ষে অবস্থান নিশ্চিত করা; বেলা ১১টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত শিক্ষক-কর্মচারী-শিক্ষার্থীরা যেন যথাসম্ভব সূর্যের আলো থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখে সে বিষয়টি নিশ্চিত করা। পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানির সুব্যবস্থা রাখা; শিক্ষক-কর্মচারী-শিক্ষার্থীদের প্রচুর পরিমাণ বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা; নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা, যেন কোন শিক্ষক-কর্মচারী বা শিক্ষার্থী হঠাৎ অসুস্থ্য হয়ে পড়লে তাৎক্ষণিক জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রদানের ব্যবস্থ্যা করা যায়; পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রাত্যহিক সমাবেশ বন্ধ রাখা; শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালীণ শ্রেণি কক্ষের সব দরজা ও জানালা খোলা রাখা; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈদ্যুতিক পাখা, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যদি থাকে তা সচল রাখা;

উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় যাতে ব্যাঘাত না ঘটে সে জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বয়ে যাওয়া

৭-এর পাতায় দেখুন

প্রবাসীর স্বর্ণ ছিনতাই বরখাস্ত এসআই ও সহযোগী রিমান্ড

স্টাফ রিপোর্টার : সৌদিফেরত আবদুল খালেক নামে এক প্রবাসীর কাছ থেকে ১৬ ভরি স্বর্ণ ছিনতাইয়ের মামলায় গ্রেপ্তার বরখাস্ত হওয়া পুলিশের এসআই আমিনুল ইসলাম ও তার সহযোগী শহীদুল ইসলাম জাহেদের এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল সোমবার বিকেলে চট্টগ্রামের মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাজী শরীফুল ইসলামের আদালত এই রিমান্ড মঞ্জুর করেন। রিমাণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলো, আমিনুল ইসলাম, যিনি নগরের খুলশী থানার এসআই কর্মরত ছিলেন। তার সহযোগী নগরের বাকলিয়া থানার রাহাত্তার পুলের কেবি আমান আলী সড়কের বাসিন্দা শহীদুল ইসলাম জাহেদ। চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপ পুলিশ কমিশনার (প্রশিকিউশন) মো. মফিজ উদ্দীন বলেন, প্রবাসী আবদুল খালেক থেকে ১৬ ভরি র্স্বণ ছিনতাইয়ের মামলায় গ্রেপ্তার বরখাস্তকৃত এসআই আমিনুল ইসলাম ও তার

৭-এর পাতায় দেখুন

স্নাতকস্তরে বাধ্যতামূলক ইন্টার্নশিপ চালুর পরামর্শ ইউজিসির

স্টাফ রিপোর্টার : শিল্প, বাণিজ্য, গবেষণাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা অর্জন করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকস্তরে শিক্ষার্থীদের জন্য কমপক্ষে এক সেমিস্টার বাধ্যতামূলক ইন্টার্নশিপের সুযোগ রেখে কারিকুলাম হালনাগাদ করার পরামর্শ দিয়েছেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আলমগীর। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানে যত সংখ্যক শিক্ষার্থীর ইন্টার্নশিপের সংযুক্তির সুযোগ রয়েছে সেটি বিবেচনায় এনে উচ্চশিক্ষাস্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি করার বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। সক্ষমতার চেয়ে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করলে মানসম্মত গ্র্যাজুয়েট তৈরি না হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ইউজিসির ২০২৩-২৪ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ পরামর্শ দেন। গতকাল সোমবার ইউজিসিতে দিনব্যাপী এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ইউজিসি সচিব ড. ফেরদৌস জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে রিসোর্স পারসন হিসেবে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের এমডিএস (আরএন্ডসি) ও অতিরিক্ত সচিব মো. মনিরুল ইসলাম। কমিশনের উপসচিব ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের ফোকাল পয়েন্ট মো. আসাদুজ্জামানের উপস্থাপনায় প্রশিক্ষণে ইউজিসির ৫৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর আলমগীর বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা অর্জনের বিকল্প নেই। আগামী ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে গতানুগতিক কাজের ৫০ শতাংশ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সম্পন্ন হবে। উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কাজেই কেবল জনসম্পৃক্ততার প্রয়োজন হবে। তাই সময়ের চাহিদা পূরণে বর্তমান উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসার পরামর্শ দেন তিনি। প্রফেসর আলমগীর বলেন, শুধু পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষাকার্যক্রম শেষ করলেই চলবে না। গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে

৭-এর পাতায় দেখুন

সুনামগঞ্জে বজ্রপাতে দুই শ্রমিক নিহত, আহত ৩

স্টাফ রিপোর্টার : সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় বজ্রপাতে দুই বালু শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও তিনজন। গতকাল সোমবার দুপুরে নরসিংপুর ইউনিয়নের চেলানদীর সোনাপুর-পূর্বচাইরগাঁও এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহতরা হলেন- ছাতক উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নের নোয়াগাঁও গণেশপুর গ্রামের আনছার উদ্দিনের ছেলে দুলন মিয়া (২৮) ও বাহাদুরপুর গ্রামের মুসলিম মিয়ার ছেলে কদ্দুস মিয়া। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল সোমবার সকালে নৌকা নিয়ে চেলানদীতে বালু উত্তোলন করতে আসে একদল শ্রমিক। এ সময় বৃষ্টিপাতের সঙ্গে বজ্রপাত শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত হয়। এতে শ্রমিক কুদ্দুস মিয়া ঘটনাস্থলে নিহত হন। বাকিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুলন মিয়াকেও

৭-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

সম্পাদকীয় কার্যালয়:
গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট-৩৫, রোড-০২,
সেকশন-০৬, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬

বিজ্ঞাপনের মূল্য তালিকা

সাধারণ বিজ্ঞাপন
প্রতি কলাম ইঞ্চি (রঙিন) ৪,০০০/-
প্রতি কলাম ইঞ্চি (সাদাকালো) ৪,০০০/-

স্পট বিজ্ঞাপন
১ম পৃষ্ঠা : ৩ কলাম ১ ইঞ্চি (সর্বোচ্চ) ১০,০০০/-
শেষের পৃষ্ঠা : ১ কলাম ১ ইঞ্চি (সর্বনিম্ন) ৮,০০০/-

প্রদর্শনী বিজ্ঞাপন
১ম পৃষ্ঠা সর্বনিম্ন ১২ ইঞ্চি (প্রতি কলাম ইঞ্চি) ৫,০০০/-
শেষ পৃষ্ঠা সর্বনিম্ন ৬ ইঞ্চি (প্রতি কলাম ইঞ্চি) ৪,০০০/-
ভিতরের পৃষ্ঠা (প্রতি কলাম ইঞ্চি) ৩,৫০০/-
বিশেষ ক্রোড়পত্র (পূর্ণ পৃষ্ঠা) আলোচনা সাপেক্ষে

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন
প্রথম ২০ শব্দের জন্য ৫০০/-
পরবর্তী প্রতি শব্দ ২০ টাকা হারে সর্বোচ্চ ৬০ শব্দ

হারানো বিজ্ঞপ্তি
অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে হারানো বিজ্ঞপ্তির জন্য টাকা নেয়া হয় না।

অন্যান্য বিজ্ঞাপন
নিখোঁজ, জন্মদিন, কৃতি ছাত্র-ছাত্রী, মৃত্যুবার্ষিকী, সন্ধান দিন, বৃত্তিপ্রাপ্তি, উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে যাত্রাসহ অন্যান্য ৫০০/-

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

রাজশাহীতে বিএসটিআইয়ের

করেন বিএসটিআই রাজশাহী বিভাগীয় অফিসের উপপরিচালক (সিএম) ও অফিস প্রধান ইঞ্জিঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম। সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য শিল্প খাতের উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ।তিনি বলেন, সমন্বিত উদ্যোগে সবাই মিলে একসাথে কাজ করলে টেকসই উন্নত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে। উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ, সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে অতিথিবৃন্দ রাজশাহী বিএসটিআই প্রাঙ্গনে অবস্থিত 'মুজিব কর্নার' পরিদর্শন করেন এবং পরিদর্শন বইতে স্বাক্ষর করেন। একই সাথে বিএসটিআই'র আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন রসায়ন ও পদার্থ পরীক্ষাগার পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য, বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস উদ্যাপন উপলক্ষে রাজশাহী মহানগরীসহ অত্র বিভাগের সকল জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিশ্ব মেট্রোলজি দিবসের শ্লোগান সম্বলিত ব্যানার, ফেস্টুন ও পোষ্টার টানানো হয়।

ইরানের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলী

জাজিরা। আলী বাঘেরি কানি ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে ২০০৭ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের ডেপুটি সেক্রেটারি ছিলেন। এর আগে ইরানের অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মোখবারের নাম অনুমোদন করেছেন দেশটির সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনি। তিনি দুই মাস এ দায়িত্ব পালন করবেন। ইরানের সংবিধান অনুসারে, প্রেসিডেন্টের অসুস্থতা, মৃত্যু, অভিশংসন বা সংসদ কর্তৃক অপসারণের ফলে দায়িত্ব পালন করতে অপারগ হলে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ভাইস প্রেসিডেন্ট। একই সঙ্গে সংসদ এবং বিচার বিভাগের প্রধানদের সাথে যৌথভাবে পরবর্তী সর্বোচ্চ ৫০ দিনের মধ্যে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আয়োজন করবেন তিনি।

এই সব কিছুই হতে হবে সর্বোচ্চ নেতার অনুমোদন সাপেক্ষে। কারণ ইরানের যেকোনো বিষয়ে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। প্রসঙ্গত, রবিবার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ পূর্ব আজারবাইজানের খোদা আফারিন অঞ্চলে একটি বাঁধ উদ্বোধনের পর ফিরে আসার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বহনকারী হেলিকপ্টারটি। সফরে তিনটি হেলিকপ্টার ছিল। বেশ কয়েকজন মন্ত্রী ও কর্মকর্তাকে বহনকারী দুটি হেলিকপ্টার নিরাপদে অবতরণ করে। তবে কুয়াশায় সমস্যায় পড়ার পরে প্রেসিডেন্টকে বহনকারী হেলিকপ্টারটি ক্র্যাশ ল্যান্ডিং করে। ইতোমধ্যেই হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আব্দুল্লাহিয়ান এবং অন্যান্য কর্মকর্তাসহ ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মরদেহগুলো উত্তর-পশ্চিম তাবরিজ শহরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ইরানের রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির (আইআরসিএস) প্রধান পীর হোসেন কোলিভান্দ।

ইসলামের জন্য শেখ হাসিনার মতো

মাওলানা কে এম আব্দুল মমিন সিরাজী ও সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মো. আমিনুল হক। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহমুদ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুস সোবহান গোলাপ, ধর্মবিষয়ক সম্পাদক সিরাজুল মোস্তফা প্রমুখ।

ব্যাটারিচালিত রিকশা নির্দিষ্ট এলাকায়

ছিল আপিল বিভাগের বিচারপতির সমান বেতন পাবেন। এখন একই সমান রাখা হয়েছে, তবে অংক নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সচিব। বিশেষ ভাতা মূল বেতনের ৫০ শতাংশ হবে। বৈশাখী ভাতা, নিয়ামক ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা আগের মতোই থাকছে। আগে ইংরেজিতে ছিল এখন বাংলাতে হবে বলে জানান তিনি।

দেশের ১১ অঞ্চলে

শিলাবৃষ্টি হতে পারে। রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর ও নীলফামারী জেলাসহ খুলনা ও বরিশাল বিভাগসমূহের ওপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা কিছুকিছু জায়গা থেকে প্রশমিত হতে পারে। রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগে দিন ও রাতের তাপমাত্রা ১-২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র তা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। মঙ্গলবার সকাল থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছুকিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে, সেইসঙ্গে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি হতে পারে। সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বুধবার সকাল থেকে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের দুএক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে, কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র আবহাওয়া প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। বর্ধিত পাঁচ দিনের আবহাওয়ায় বৃষ্টিপাতে প্রবণতা বাড়তে পারে।

রাজউক কর্মকর্তারাও বদলি হবেন

উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং সময় সময় আইনের ধারা প্রতিষ্ঠিত অনুরূপ কর্তৃপক্ষ।

দ্রুত বাংলাদেশে চালু হচ্ছে ই-ভিসা

মহাপরিচালককে আহ্বায়ক করে সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক ই-ভিসা সল্যুশন সম্পর্কে ধারণা গ্রহণের জন্য আগ্রহী একাধিক প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রাথমিক প্রস্তাব আহ্বান করা হয়। প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রস্তাব পর্যালোচনা করে কমিটি ২০২১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রতিবেদন দাখিল করে। এর মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাত, ফ্রান্স ও জার্মানির ৩টি প্রতিষ্ঠান ই-ভিসা বাস্তবায়নের প্রস্তাব করে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের এমিরেটস টেকনোলজি সল্যুশনস এলএলসি এবং এর কারিগরি সহযোগী প্রতিষ্ঠান সোসাইটি ইন্টারন্যাশনাল ডি টেলিকমিউনিকেশনস অ্যারোনটিকস), জার্মানির ভেরিডস জিএমবিএইচ এবং ফরাসি কোম্পানি থালেকস গ্রুপ থেকে পাওয়া তিনটি প্রস্তাবের উপর মতামত দেওয়ার জন্য বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহা পরিচালককে অনুরোধ জানানো হয়। সূত্র জানায়, ই-ভিসা সল্যুশনটি রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়ন করা হবে। কারণ বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ই-ভিসা সার্ভিস দেওয়ার মাধ্যমে রাজস্ব আয় করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি বছর ১০ লাখেরও বেশি বিদেশি যাত্রী আসে। ই-ভিসা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সহজতর ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়ার ফলে বিদেশিদের আগমন আরো বৃদ্ধি পাবে। ফলে, উক্ত রাজস্ব আয় ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়াও ই-ভিসা সল্যুশনের মাধ্যমে ভ্রমণকারী অনলাইনে ভিসা ফি পরিশোধ করে আবেদন দাখিল ও ভিসা লাভে সক্ষম হবেন। উল্লেখ্য সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন নাগরিক সেবা যেমন দ্বৈত নাগরিকত্ব, নিরাপত্তা ছাড়পত্র, পুলিশ প্রতিবেদন ইত্যাদি অনলাইনভিত্তিক করা হয়েছে। জিটুজি পদ্ধতিতে ২০২০ সালে ই-পাসপোর্ট চালু এবং বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ ছাড়া, ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সহজ ও দ্রুততর করার জন্য দেশের বিমান ও স্থল বন্দরগুলোতে ই-গেইট স্থাপন করা হয়েছে। ই-ভিসা সল্যুশন প্রবর্তন করা হলে বিদেশী নাগরিকদেও বাংলাদেশে ভ্রমণ আরও সহজ ও সুরক্ষিত হবে।

মোটরসাইকেলে ট্রাকের ধাক্কা

রশিদকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের লাশ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। এ ব্যাপারে ঘাতক পরিবহনটি শনাক্তের চেষ্টা চলছে এবং পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।

৮ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানকে ২ কোটি

এ.জি. মাহমুদ ও মো. সাইফ উল্লাহ। এ দুই ভাই সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৯ এর ধারা ১৭(ই)(ভি) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লঙ্ঘন করেছেন। তারা সিরিজ লেনদেনের মাধ্যমে ইনডেক্স অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ারের দাম বাড়াতে ভূমিকা রেখেছেন, যা বিএসইসির তদন্তে উঠে এসেছে। নিটল ইন্স্যুরেন্সের শেয়ার নিয়ে কারসাজির জন্য একেএম মনিরুল হককে ২০ লাখ টাকা, সালওয়া তাবাসসুম হককে ২০ লাখ টাকা, ওয়াসিফা তাবাসসুম হককে ২০ লাখ টাকা এবং তাদের প্রতিষ্ঠান উখতানি এন্টারপ্রাইসকে ২০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। তবে কারসাজিতে এদের জরিমানা করা হলেও আলোচিত বিনিয়োগকারী আবুল খায়ের হিরুকে জরিমানা করা হয়নি। যদিও হিরুর মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ডিআইটি কো-অপারেটিভ লিমিটেড। এছাড়াও রয়েছে একই সিন্ডিকেটের সদস্য প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল, এসবিএল ক্যাপিটাল, কারিব ট্রেডার্স, শিক্ষিত বেকার কেন্দ্রীয় সংঘ, মো. জসিম উদ্দিন, প্রিমিয়ার ব্যাংক ক্যাপিটাল, প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স, একেএম মনিরুল হক, সিরাজুল ইসলাম, হোসাম মো. সিরাজ, মরিয়ম নেসা ও উখতান এন্টারপ্রাইজ। বেশি শেয়ার বিক্রির তালিকায় রয়েছে ডিআইটি কো-অপারেটিভ, প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল, কারিব ট্রেডার্স, শিক্ষিত বেকার কেন্দ্রীয় সংঘ, মো. জসিম উদ্দিন, প্রিমিয়ার ব্যাংক ক্যাপিটাল, আইসিবি ইউনিট ফান্ড, আইসিবি, ওয়াসফিয়া তাবাসসুম হক, মাহমুদুল হক শামীম, সালওয়া তাবাসসুম হক, প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স ও সিরাজুল ইসলাম। এছাড়া সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা এবং পুঁজিবাজারে শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য গ্রামীণ ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক চৌধুরী খালেদ সাইফুল্লাহকে ১ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

বিএনপির হাত থেকে ইসলামকে

করেন আওয়ামী ওলামা লীগের সভাপতি মাওলানা কে এম আব্দুল মমিন সিরাজী ও সঞ্চালনা করে সাধারণ সম্পাদক মো. আমিনুল হক। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুস সোবহান গোলাপ, ধর্মবিষয়ক সম্পাদক সিরাজুল মোস্তফা প্রমুখ।

শিল্পী সমিতির সম্পাদক পদে

বলেছেন। এর আগে ১৪ মে ফলাফল বাতিল চেয়ে ও নতুন নির্বাচনের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট করেন চিত্রনায়িকা নাসরিন আক্তার ওরফে নিপুণ আক্তার। গত ১৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির ২০২৪-২০২৬ মেয়াদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ এপ্রিল ঘোষিত ফলাফলে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মিশা সওদাগর (২৬৫ ভোট)। তার প্রতিদ্বন্দ্বী মাহমুদ কলি ১৭০ ভোট পেয়ে পরাজিত হন। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন মনোয়ার হোসেন ডিপজল (২২৫ ভোট)। ১৭ ভোট কম পেয়ে পরাজিত হয়েছেন নিপুণ আক্তার (২০৯ ভোট)। নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন প্রযোজক খোরশেদ আলম খসরু। ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর ডিপজল ও মিশাকে ফুলের মালা পরিয়ে দেন নিপুণ। মিশা ও ডিপজল তাদের গলায় পরিয়ে দেওয়া মালা নিপুণকে পরিয়ে দেন। তবে ফুলের মালা দিয়ে বরণের ২৫ দিন পর এবারের নির্বাচিত কমিটির কার্যক্রম স্থগিত চেয়ে হাইকোর্টে রিট করেন নিপুণ। রিট নিয়ে নিপুণ গণমাধ্যমকে বলেন, নির্বাচন কমিশন বাতিল ভোটের সংখ্যা সঠিক দেননি। আমার জানামতে, ৮১টি ভোট বাতিল হয়েছে। কিন্তু তারা ৪০টি ভোট বাতিল দেখিয়েছে। এ নিয়ে স্পষ্ট করে কোনো কিছুই আমাদের প্যানেলকে জানায়নি নির্বাচন কমিশন। আবেদনে বিবাদী করা হয়েছে - সমাজ কল্যাণ সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার সচিব, সংস্কৃতি সচিব, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, ভলান্টারি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এজেন্সি,ঢাকার কর্তৃপক্ষ, শিল্পী সমিতি নির্বাচনের আপিল বোর্ড, শিল্পী সমিতির নির্বাচন কমিশন, মিশা সওদাগর ও মনোয়ার হোসেন ডিপজলকে।

যক্ষ্মায় মৃত্যু কমানোর লক্ষ্য

আরও প্রায় ১৮ শতাংশ যক্ষ্মা রোগী। এদিকে রোগী শনাক্ত করার বিষয়ে অগ্রগতি হলেও 'ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা রোগীশনাক্তে এখনো অনেক পিছিয়ে বাংলাদেশ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, দেশে প্রতিবছর ৪ হাজার ৯০০'র মতো রোগী যক্ষ্মার 'ওষুধ প্রতিরোধী' হয়ে ওঠেন। কিন্তু স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, ২০২৩ সালে দেশে ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা রোগী শনাক্ত করা গেছে ২ হাজার ৭২৯ জন। যাতে দেখা যায়, মোট রোগীর প্রায় ৫৫ শতাংশ এখনো শনাক্তের বাইরে রয়ে গেছে। ঢাকার জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সিনিয়র পালমোনোলজিস্ট ডা. কাজী সাইফুদ্দীন বেনন্নূর বলেন, যক্ষ্মা ধরা পড়লে চিকিৎসায় যেসব ওষুধ দেওয়া হয় তার মধ্যে রিফ-ামপিসিন এবং আইসোনিয়াজিড কিছুকিছু রোগীর ক্ষেত্রে অকার্যকর হয়ে গেছে। মানুষের অসচেতনতায় 'ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা' হয়। এটি মানবসৃষ্ট। তাই সচেতনতায় এ সমস্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব। যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করা প্রতিষ্ঠান আইসিডিডিআর,বির সিনিয়র সায়েন্টিস্ট সায়েরা বানু বলেন, যক্ষ্মারোগী এখন পর্যন্ত একটি ধারায় আছে। যেখানে একটা সময়ে শনাক্তের হার অনেক কম ছিল, তা এখন প্রায় ৮০ শতাংশ। তবে দেশে এখনো যক্ষ্মা রোগী অনেক বেশি। যক্ষ্মা প্রতিরোধ করতে আমাদের ধীরে ধীরে এ রোগে আক্রান্তের সংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে। কিন্তু সেটা এখনো পারা যাচ্ছে না। দেশে সক্ষমতা না থাকায় ও প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকায় এটি এখনো খুব বেশি সম্ভব হচ্ছে না বলে জানান সায়রা বানু। তিনি বলেন, এ জায়গায় পিছিয়ে থাকাটা ভালো বিষয় নয়। এ রোগীদের মাধ্যমে অন্য সাধারণ মানুষও আক্রান্ত হচ্ছে। যক্ষ্মা প্রতিরোধ করতে হলে আমাদের এদেরও শনাক্তের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। তবে সক্ষমতা আগের তুলনায় ধীরে ধীরে বাড়ছে। বর্তমানে আমাদের কাছে জিন এক্সপার্ট মেশিন এসেছে। যার মাধ্যমে দুই ঘণ্টার মধ্যে এ ধরনের রোগীকে শনাক্ত করতে পারি। বর্তমানে ৬০০-এর মতো জিন এক্সপার্ট মেশিন আছে। জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির তথ্যে জানা যায়, দেশের প্রতিটি উপজেলা হাসপাতাল, জেলা সদর হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বক্ষব্যাধি ক্লিনিক এবং নির্দিষ্ট এনজিও ক্লিনিকসহ সারাদেশে ৮৭১টি কেন্দ্রের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যক্ষ্মা রোগের পরীক্ষা ও চিকিৎসা পাওয়া যায়। ২০২২ সালে দেশে প্রথম এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর এক্স-রে মেশিনের মাধ্যমে যক্ষ্মা চিকিৎসা শুরু করেছে আইসিডিডিআর,বি। বিশ্বের যে কয়েকটি দেশে এআই এক্স-রে মেশিন প্রথম দিকে চালু হয়, তার মধ্যে বাংলাদেশ একটি। গত এক বছর দুই মাসে প্রায় ৬৬ হাজার ৬৭৪ জনকে এর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। যেখানে ২৫০০ জনের মতো যক্ষ্মারোগী শনাক্ত হয়। সাধারণত যক্ষ্মা ধরা পড়লে ছয় মাস পূর্ণ মেয়াদে ওষুধ খেতে হয়। এ সময় ধারাবাহিকভাবে ওষুধ খাওয়ার কথা থাকলেও অনেকে দুই থেকে তিন মাস পর বন্ধ করে দেন। এতে তাদের শরীরে যক্ষ্মার জীবাণুর ওষুধ প্রতিরোধ সক্ষমতা বাড়ে। এ ছাড়া একজন থেকে আরেকজনের মধ্যে ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মার জীবাণু সংক্রমিত হয়ে সাধারণ একজনকেও আক্রান্ত করতে পারে। যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে যুক্ত ব্যক্তিদের মতে, দেশে যক্ষ্মা মোকাবিলায় রোগীদের দ্রুত শনাক্ত করা প্রয়োজন। আর তার সঙ্গে চিহ্নিত রোগীদের কমিউনিটি পর্যায় থেকে ফলোআপ ও সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন।

সাংবাদিক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

প্রবেশাধিকার চাই। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা ও একাধিকবার চিঠি চালাচালি করা হয়েছে কিন্তু সমাধান হয়নি। যদি নিয়মতান্ত্রিক আলোচনায় প্রবেশাধিকার ফিরিয়ে দেওয়া না হয়, তাহলে কঠোর আন্দোলন করা হবে। ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মীরধা বলেন, প্রতিষ্ঠার ৩৩ বছরে কোনো বিষয়ে মাঠে নামেনি ইআরএফ। যদি দাবি না মানা হয়, তাহলে কঠোর আন্দোলনে মাঠে নামা ছাড়া উপায় নেই। আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। এখন দাবি না মানলে আন্দোলন ছাড়া উপায় নেই। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সাংবাদিক প্রবেশ করতে পারে কিনা, তা নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন জানিয়ে ইআরএফ সভাপতি বলেন, আমাদের জানতে হবে অন্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সাংবাদিক প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ, ব্যাংক অব ইংল্যান্ড, রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়াসহ বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওয়েবসাইট অনেক সমৃদ্ধ। সেখানে অর্থনীতির সব সূচকের নিয়মিত আপডেট ছাড়াও বোর্ড মিটিংয়ের কার্যবিবরণী, বিভিন্ন ব্যাংকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসহ সব ধরনের তথ্য প্রকাশ করা হয়। কোনো সাংবাদিক প্রশ্ন করলে দ্রুত রেসপন্স করা হয়। আবার এসব দেশের আর্থিক খাতের সুশাসনের মাত্রা অনেক উঁচুতে। পদ্ধতিগত কারণে সেখানে কোনো অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য আড়াল করা কঠিন। এ ছাড়া বেনামি ঋণ, ঋণখেলাপি, অর্থপাচারকারী বা অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত কেউ কোনো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে প্রবেশ করতে পারে বলে আমাদের জানা নেই। এখন বাংলাদেশে সবার জন্য উন্মুক্ত রেখে কেবল সাংবাদিক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে আসলে কী তথ্য আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে, আমরা সে প্রশ্ন রাখতে চাই। দাবি না মানলে কী কর্মসূচি হবে এমন প্রশ্নের জবাবে ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম জানান, আগামী জাতীয় বাজেটের আগে যদি বাংলাদেশ ব্যাংকে সাংবাদিক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা না হয়, তাহলে বাজেটের পর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সামনে অবস্থান ও সমাবেশ করা হবে। এ ছাড়া দাবি না মানা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর ও মুখপাত্রের সব ধরনের কর্মসূচি বর্জন করা হবে। লিখিত বক্তব্যে ইআরএফ সভাপতি বলেন, বর্তমান সরকার অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার কথা বলে আসছে। অথচ ৫৩ বছরের প্রথা ভেঙে হঠাৎ করে বাংলাদেশ ব্যাংক সাংবাদিক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, যা সরকারের অবস্থানের বিপরীত। গত ২১ মার্চ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক অলিখিতভাবে সাংবাদিক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। এ বিষয়ে সমাধান চেয়ে ইআরএফের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হয়েছে এবং দুদফা চিঠিসহ বিভিন্নভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রায় দুমাস হলেও সমস্যার সমাধান না করে এখন বিভিন্ন ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। এ রকম বাস্তবতায় আজকের এই সংবাদ সম্মেলন ডাকা হয়েছে। এখানে আমি একটি বিষয় পরিষ্কার করতে চাই। সাংবাদিকরা এর আগে নিজের কার্ড প্রদর্শন করে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রবেশ করতে পারতেন। এখন তা বন্ধ করা হয়েছে। হঠাৎ করে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ায় নানা গুজব ডালপালা মেলার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে কিনা সে প্রশ্ন উঠছে। বর্তমান গভর্নর কার স্বার্থে কেবল গণমাধ্যমের কাছে তথ্য আড়াল করার চেষ্টা করছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বলেও জানায় অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের এ নেতা।

ইরানের প্রেসিডেন্টের মৃত্যুতে

কোনো আরোহী বেঁচে নেই বলে নিশ্চিত করা হয়। এদিকে ইব্রাহিম রাইসির মৃত্যুর পর দেশটির অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন মোহাম্মদ মোখবের। তিনি বর্তমানে ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করছেন। ইরানের সংবিধান অনুযায়ী, ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট মারা গেলে বা কোনো কারণে দায়িত্ব পালনে সক্ষম না হলে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেবেন ভাইস প্রেসিডেন্ট। পরবর্তী ৫০ দিনের মধ্যে নতুন নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে এবং নতুন প্রেসিডেন্ট বেছে নিতে হবে। নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব সামলাবেন ভাইস প্রেসিডেন্ট। উল্লেখ্য, ইরানের অষ্টম প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি। তিন বছর আগে ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার আগে ইব্রাহিম রাইসিকে মনে করা হয় একদিন দেশটির সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনির উত্তরসূরি হবেন। প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে দেশটির প্রধান বিচারপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

ইরানের অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট

প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আব্দুল্লাহিয়ানসহ অন্যদের মৃত্যুর তথ্যটি নিশ্চিত করেছে ইরানের আধা-সরকারি বার্তা সংস্থা মেহর নিউজ ও সংবাদ সংস্থা তাসনিম। তবে এ বিষয়ে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়নি। ইরানের রাষ্ট্রীয় টিভি বলছে, প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারে প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই। ইরানের এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে রয়টার্সকে জানিয়েছে, 'প্রেসিডেন্ট রাইসির হেলিকপ্টারটি দুর্ঘটনায় সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে... দুর্ভাগ্যবশত, সব যাত্রী নিহত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।' এর আগে অনুসন্ধান দল ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসিকে বহনকারী হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হওয়ার স্থানটি খুঁজে পায়। এদিকে রাইসিকে বহনকারী হেলিকপ্টারের ধ্বংসাবশেষের ছবি-ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। ইরানের সরকারি টেলিভিশন চ্যানেল প্রেস টিভি এই ছবি ও ভিডিও প্রকাশ করেছে। প্রেস টিভি জানিয়েছে, ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি ও তার সঙ্গীদের নিয়ে বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারটির ধ্বংসাবশেষ দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খুঁজে পেয়েছে উদ্ধারকারী দল। এর আগে বার্তা সংস্থা আনাদোলু জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট রাইসির হেলিকপ্টারের অনুসন্ধানে সহায়তার জন্য তুরস্কের পাঠানো একটি ড্রোন তাপের উৎস চিহ্নিত করেছে। এজেন্সি দ্বারা প্রকাশিত উচ্চ-উচ্চতা দূরপাল্লার ড্রোন ব্যারাকটার আকিঞ্চি থেকে পাঠানো ফুটেজে রাতে একটি ল্যান্ডস্কেপের বায়বীয় দৃশ্য এবং একটি পাহাড়ের ধারে একটি অন্ধকার দাগ দেখায়। তাসনিম নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদনে বলা হয়, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ পূর্ব আজারবাইজানের খোদা আফারিন অঞ্চলে একটি বাঁধ উদ্বোধনের পর ফিরে আসার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। প্রতিবেশী দেশ আজারবাইজানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সীমান্ত এলাকায় যৌথভাবে একটি বাঁধ উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন রাইসি। খবরে আরও বলা হয়, সফরে তিনটি হেলিকপ্টার ছিল। বেশ কয়েকজন মন্ত্রী ও কর্মকর্তাকে বহনকারী দুটি হেলিকপ্টার নিরাপদে অবতরণ করে। আর প্রেসিডেন্টকে বহনকারী হেলিকপ্টারটি ঘন কুয়াশায় সমস্যায় পড়ার পরে ক্র্যাশ ল্যান্ডিং করে। এটিতে প্রেসিডেন্ট ছাড়াও ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আবদুল্লাহিয়ান এবং তাবরিজের জুমার নামাজের নেতা আয়াতুল্লাহ মোহাম্মদ আলী আল-ই-হাশেমও ছিলেন।

নরসিংদীতে ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত

মালবাহী ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। স্টেশন মাস্টার রেজুয়ান জানিয়েছেন, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মালবাহী ট্রেনটির দুটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। একটি লাইন দিয়ে ট্রেন চলাচল করছে, তবে সিডিউলে কিছুটা হেরফের হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে উদ্ধারকারী ট্রেন ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছাবে।

চট্টগ্রামে ৫ হাজার ইয়াবার মামলায়

মোটরসাকেলসহ গ্রেপ্তার করে লোহাগাড়া থানা পুলিশ। এ সময় তার কাছ থেকে সাদা রংয়ের প্লাস্টিকের বাজারের ব্যাগ থেকে ৫ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় তৎকালীন লোহাগাড়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) গোলাম কিবরিয়া বাদী হয়ে থানায় মামলা করেন। মামলার তদন্ত শেষে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করলে ২০২২ সালের ৩০ মে মো. শাহজাহানের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন।

ক্যাপিটাল গেইনের ওপর করারোপ

পড়েছে। পুঁজিবাজারকে অধিকতর বিকশিত ও গতিশীল করতে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ইতোমধ্যে আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটের অন্তর্ভুক্তির জন্য কর সংক্রান্ত কয়েকটি প্রস্তাবনা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে জমা দিয়েছি। কিন্তু সম্প্রতি বিভিন্ন গণমাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকর্তৃক পুঁজিবাজারে ব্যক্তি বিনিয়োগকারীদের ওপর ক্যাপিটাল গেইনের ওপর নতুন করে কর আরোপ সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হচ্ছে। এতে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট তথা বিনিয়োগকারীদের মাঝে এক ধরনের ভীতি ও আতঙ্ক দেখা দিয়েছে এবং এর প্রভাবে মার্কেট ক্রমাগত নিম্নমুখী হচ্ছে। পুঁজিবাজারের বর্তমানে এই ক্রান্তিকালে ডিএসইর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু বিনিয়োগকারী তথা পুঁজিবাজারের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে ক্যাপিটাল গেইনের ওপর নতুন করে কর আরোপ না করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

সিটি ব্যাংকের নতুন এএমডি কাজী

বৃহৎ কোম্পানিতে প্রযুক্তি উন্নয়ন বিভাগে কাজ করেছেন। ২০০৭ সালে একটি 'প্রবলেম ব্যাংক' থেকে সিটি ব্যাংকের যে রূপান্তর বা ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট শুরু হয়, সেই ট্রান্সফরমেশন টিমের অন্যতম শীর্ষ সদস্য হিসেবে ব্যাংকটিতে যোগদান করে আজিজ। এ ব্যাংকের বর্তমান উৎকর্ষে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তিনি। সিটি ব্যাংককে একটি পূর্ণাঙ্গ অনলাইন ব্যাংকে রূপান্তর করাসহ ২০১৩ সালে 'সিটিটাচ' ইন্টারনেট ব্যাংকিং চালুর মাধ্যমে ব্যাংকটির ডিজিটাল মাধ্যমে যাত্রা শুরুর পেছনে প্রধান ভূমিকা রাখেন। সিটি ব্যাংকের 'সিটিটাচ' বর্তমানে দেশের সবচায়ে জনপ্রিয় ইন্টারনেট ও ডিজিটাল ব্যাংকিং অ্যাপ হিসাবে স্বীকৃত।

লক্ষাধিক পাসপোর্ট আটকে রেখেছে

গ্লোবালের ওয়েবসাইট থেকে অনলাইনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয়। ভিএফএস গ্লোবাল গত বছর মে-র পর থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে চরম অব্যবস্থাপনা তৈরি করছে। কোনো ব্যক্তি দালাল এবং মোটা অঙ্কের টাকা ছাড়া অ্যাপয়েন্টমেন্ট পান না। এদিকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না পেয়ে হাজার হাজার মানুষ হতাশায় নিমজ্জিত হচ্ছেন। কেননা ইতালির আইন অনুযায়ী ওয়ার্ক পারমিটসহ ভিসার আবেদনপত্রটি ওয়ার্ক পারমিট বের হওয়ার দিন থেকে পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে অ্যাম্বাসিতে অবশ্যই উপস্থাপন করতে হবে। অথচ অ্যাম্বাসি সরাসরি আবেদন গ্রহণ করে না এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট জটিলতায় পড়ে অনেকেই ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ হারাচ্ছে। তাছাড়া বিগত সময়ে ওয়ার্ক পারমিটপ্রাপ্ত ৩০-৪০ হাজার আবেদনকারী পাসপোর্টসহ ভিসার আবেদন ভিএফএস গ্লোবালে জমা দিয়ে ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে অপেক্ষায় রয়েছেন। অথচ ইতালিয়ান সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী আবেদন দাখিলের ২০ দিন থেকে সর্বোচ্চ ৯০ দিনের মধ্যে ভিসা প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে। ভিএফএস গ্লোবাল বাংলাদেশ-এর মালিক নাহিদ নেওয়াজ। ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ বিষয়ে কিছু জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেন। ফয়সল আহমেদ নামে এক ভুক্তভোগী বলেন, কৃষিকাজের জন্য গত ৭ জানুয়ারি আমিসহ মোট তিনজনের 'ন্যু লস্তা' (ওয়ার্ক পারমিট) বের হয় ইতালি থেকে। বাকি দুজন ভারতীয়। তারা গত ফেব্রুয়ারি মাসেই ইতালিতে চলে গেছে। তবে আমি এখনো অ্যাপয়েন্টমেন্টই পাইনি। আমার ন্যু লস্তার মেয়াদ আর মাত্র ১১ দিন আছে। তিনি আরও বলেন, আমার মতো হাজার হাজার ভুক্তভোগী রয়েছেন। আমাদের কান্না কারও হৃদয় স্পর্শ করতে পারছে না। আমি ইতোমধ্যে ১০ লাখ টাকা দিয়ে দিয়েছি ভিসার জন্য। আমি জানি না আমার কপালে কী আছে! কারণ আমার ন্যু লস্তার মেয়াদই আছে মাত্র ১১ দিন। না হলে আমার পুরো টাকাটাই জলে যাবে। অনুসন্ধানে জানা যায়, ইতালিতে বাংলাদেশিদের ভালো অবস্থান এবং সুনাম থাকার পরও বর্তমানে মালিকরা বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য আবেদন করতে ইতোমধ্যেই অনাগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তারা বলছেন, বাংলাদেশে ভিসা প্রদানের জটিলতা হচ্ছে। আমরা ওয়ার্ক পারমিট বের করে দিলেও সময়মতো শ্রমিক এখানে আসতে পারে না। আমাদের কাজের ক্ষতি হয়। অর্থাৎ ইতালির শ্রমবাজারে বাংলাদেশের সুযোগ প্রায় ধ্বংসের মুখে। এই ক্ষতি অপূরণীয়। কেননা, ইউরোপে একমাত্র ইতালিতেই দক্ষ, অদক্ষ ও নিরক্ষর লোকও গিয়ে কাজ করার জন্য আবেদন করতে পারে। এই মানুষগুলো ইতালিতে যাওয়ার সুযোগ পেলে পরিবার এবং রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে এবং সে তার জীবনমান পরিবর্তন করতে পারে। জানা গেছে, ভিএফএস গ্লোবাল ভিসা প্রসেসিং খরচ বাবদ জনপ্রতি ১৯ হাজার ৭২০ টাকা থেকে ২২ হাজার টাকা নিয়ে থাকে। নিয়ম অনুযায়ী ভিসাপ্রত্যাশীরা কাগজপত্র জমা এবং সাক্ষাৎকারের জন্য ভিএফএস গ্লোবালের নিজস্ব ওয়েবসাইটে বুকিং বা অ্যাপয়েমেন্ট গ্রহণ করে থাকে। ২০২২ সাল থেকে এ অ্যাপয়েন্টমেন্ট সহজলভ্য হলেও ২০২৩ সালের শুরুর দিকে অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য কালোবাজারি এবং ভিএফএসের যোগসাজশে একটি কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা হয়। ভিসাপ্রত্যাশীরা নিজে চেষ্টা করে কোনোভাবেই ওয়েবসাইটে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে পারে না। ভিএফএসের নোটিশ মতে, প্রতি মাসের ২৫ তারিখ পরবর্তী মাসের অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রদান করা হবে। কিন্তু বাস্তবে ৯টায় অনলাইনে স্লট ওপেন করলে প্রথম তিন মিনিটে ৩ হাজার অ্যাপয়েন্টমেন্ট শেষ হয়ে যায়, যা কি না রীতিমতো আলাদিনের দৈত্যের মতো কাজ। কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে কতিপয় ভিএফএসের কর্মকর্তা এবং দালাল সিন্ডিকেট। অ্যাপয়েন্টমেন্ট কালোবাজারিদের হাতে তুলে দিয়ে ভিএফএস-এ জমাকৃত পাসপোর্ট সঠিক সময়ে ডেলিভারি বন্ধ করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা হয়। ফলে ভিসাপ্রত্যাশীরা প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে ২ লাখ টাকা করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্রয় করতে বাধ্য হয়। যা একদম বিনামূল্যে প্রদানের ঘোষণা দেওয়া থাকে। ভিসাপ্রত্যাশীরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট না পেলেও ভিএফএস কমকর্তা এবং দালালদের মাধ্যমে মোটা অঙ্কের বিনিময়ে সহজেই যখন-তখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ করে থাকে। সূত্র জানায়, ভিসাপ্রত্যাশীদের সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য সরবরাহ করা হয় না। আবেদন গ্রহণ করার পর কোনো আপডেট তারা আবেদনকারীকে প্রদান করে না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট কবে পাবে, তাদের পাসপোর্ট এতদিন আটকে রাখার কারণ, আদৌ ভিসা সরবরাহ করা হবে কি না ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব ভিএফএস বা দূতাবাস সরবরাহ করে না। এমনকি ভিএফএসের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য খুদেবার্তা ছাড়া আর কোনো মাধ্যম নেই। ফলে মাসের পর মাস এমন দোটানায় পড়ে নাজেহাল হয় আবেদনকারী বা তার পরিবার। সূত্র মতে, ভিএফএসের অ্যাপয়েন্টমেন্ট জটিলতার কারণে অনেক ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ শেষ হয়েছে এবং দীর্ঘ সময় পর টাকার বিনিময়ে জমা দিলেও রিজেক্ট হয়েছে। ফলে ভিসাপ্রত্যাশীদের ১৮-২০ লাখ টাকা ক্ষতি হচ্ছে এবং টাকাগুলো আন্তর্জাতিক মাফিয়াদের হাতে চলে যাচ্ছে বিভিন্ন উপায়ে। সরেজমিন অনুসন্ধানকালে দেখা যায়, ভিএফএসের ওয়েটিং রুমে ভিসাপ্রত্যাশী ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকলেও হরহামেশা বেশকিছু দালালের বিচরণ পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে ভিএফএসের জিজ্ঞাসাবাদে নিতান্তই দায়সারা গোছের জবাব পাওয়া যায়। সূত্র জানায়, গত ৩১ মার্চ থেকে ভিএফএস মেইলিং সিস্টেমের মাধ্যমে অ্যাপয়েনমেন্ট নেওয়ার ঘোষণা দিলেও মেইলিং সিস্টেমে সিরিয়াল মেনটেনের কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই। এতে একই অসংগতির পুনরাবৃত্তি ঘটে। গত ৯ মে ভিএফএস চিটাগাং থেকে মেইলিং অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া ২০ জন আবেদনকারীর ডকুমেন্ট জমা দেওয়ার কথা থাকলেও ৪০ জন মেসেজ পেয়েছেন বলে জানা যায়। যে অতিরিক্ত ২০ জন মেসেজ পেয়েছিলেন তাদের মেইলিং ডাটাবেজ চেক করে নানান ধরনের তথ্যের অসংগতি দেখা যায়। যার মধ্যে প্রধান অসংগতি হলো প্রটোকল ছাড়াই অতিরিক্ত ২০ জন অ্যাপয়েন্টমেন্টের কল পেয়েছিলেন। অনুসন্ধানে দেখা যায়, অফিস চলাকালীন নির্ধারিত সময়ে ভিসা স্লট ওপেনিংয়ের নিয়ম থাকলেও গভীর রাতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভিসা স্লট ওপেন করে ভিএফএস। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছে, ২০২২-২০২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ১ লাখ ১১ হাজার পাসপোর্ট ভিএফএস আটকে রাখে। এর মধ্যে ২০২২ সালে ৩৫ হাজার এবং ২০২৩ সালে ৭৬ হাজার পাসপোর্ট আটকে রাখা হয়। এতে করে ভিসার খরচ, ভিএফএস খরচ, দালাল খরচ, রেমিট্যান্স বঞ্চিতসহ দেশের ক্ষতি হয়েছে ৪১ হাজার ২২০ কোটি টাকা।

ভবন থেকে পড়ে কিশোরীর মৃত্যু

উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তিনি জানান, ভবনের ছাদে চার পাশে রেলিং রয়েছে। তারপরও কীভাবে সে নিচে পড়লো তা জানা নেই তাদের। চিকিৎসকের বরাত দিয়ে ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. বাচ্চু মিয়া ওই কিশোরীর মৃত্যু বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশকে জানানো হয়েছে। স্বজনা জানান, খাদিজার বাবা কাওসার আহমেদ ব্যবসায়ী এবং মা জায়েদা আক্তার গৃহিণী। তাদের বাড়ি মুন্সিগঞ্জে। যাত্রাবাড়ী শহীদ ফারুক সড়কের ওই বাড়িটির চতুর্থ তলায় সপরিবারে ভাড়া থাকতেন তারা।

সুনামগঞ্জে বজ্রপাতে দুই শ্রমিক

মৃত ঘোষণা করেন। দোয়ারাবাজার থানার ওসি বদরুল হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, নিহত দুইজনের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

স্নাতকস্তরে বাধ্যতামূলক ইন্টার্নশিপ

কিনা তা মানের সূচকে যাচাই করতে হবে। অন্যথায় গ্র্যাজুয়েটরা দক্ষতার ঘাটতি নিয়ে শিক্ষাজীবন শেষ করবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের বাজার চাহিদার উপযোগী দক্ষ করে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হওয়ায় উচ্চশিক্ষা নিয়েও অনেক শিক্ষার্থী কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে না। অথচ দেশের অনেক শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে সিনিয়র ও মিড লেভেলে ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে বিদেশি জনবল নিযুক্ত রয়েছে এবং তারা প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে, যা একটি স্বাধীন দেশে কোনোভাবেই কাম্য নয়। মেধা ও দক্ষতার পরনির্ভরশীলতা আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে বলে তিনি জানান। সভাপতির বক্তব্যে ড. ফেরদৌস জামান বলেন, দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে তদারকি ও এগিয়ে নেওয়ার জন্য ইউজিসির কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বাড়াতে হবে বলে তিনি জানান।

শূন্য পদে নতুন নেতৃত্ব আসছে

ছাত্রদলে নতুন নেতৃত্ব আনা হয়েছে। ছাত্রদল ছাড়াও যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, মহিলা দল, শ্রমিক দল, জাসাস, তাঁতী দল, মৎস্যজীবী দলেও পরিবর্তন আনা হবে। বিএনপির বিভিন্ন দলীয় সূত্রে জানা গেছে, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন কমিটিতে পরিবর্তন আনা হলেও সেটা কোনও কাউন্সিলের মাধ্যমে হচ্ছে না। ছাত্রদলের মতোই প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কমিটি ঘোষণা করা হবে। কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের যারা বিগত আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছেন, তাদেরই প্রাধান্য দেওয়া হবে। এদিকে, ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপিতে পরিবর্তনের আভাস পাওয়া গেছে। যদিও মহানগরের দুটি ইউনিটই ওয়ার্ড ও থানা পর্যায়ে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। মহানগরের কমিটিতে নবীন-প্রবীণের সমন্বয় করা হবে বলেও জানা গেছে। ইতোমধ্যে ছাত্রদলের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। শিগগিরই ঘোষণা করা হবে যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের কমিটিও। বিগত আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবক দলের শীর্ষ নেতৃত্ব অনেকের বিরুদ্ধে জোরালো ভূমিকা না রাখার অভিযোগও রয়েছে। সেক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবক দলে আসতে পারে ব্যাপক রদবদল। শ্রমিক দলের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে এক দশকেরও বেশি সময় আগে। দীর্ঘদিন সম্মেলন বা কমিটি পরিবর্তন না হওয়ায় অনেকটা ঝিমিয়ে পড়েছে এ সংগঠনটি। যদিও বিএনপি চেয়ারপার্সনের বিশেষ সহকারী শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাসের সার্বিক তত্ত্বাবধানে শ্রমিক দলকে চাঙা করার কাজ অব্যাহত রয়েছে।

তাঁতী দল দীর্ঘদিন আহ্বায়ক কমিটির মাধ্যমে চললেও সংগঠনের ভেতরের একটি অংশ মূল নেতৃত্বের বিরোধিতা করে আসছে। বিরোধিতা করা অংশটি একাধিক সভাতে অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটিয়েছে। এমনকি, তারা দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পোস্টার-ফেস্টুনও ছিঁড়ে ফেলেছেন। জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সভানেত্রী ও সাধারণ সম্পাদকের মধ্যকার বিরোধও বিএনপিতে ওপেন সিক্রেট। জাসাস একসময় শক্তিশালী সংগঠন হলেও বর্তমানে নেই কোনও কার্যক্রম। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির শূন্য পদ পূরণসহ কেন্দ্রীয় কমিটিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা রয়েছে। যার মধ্যে যুগ্ম মহাসচিব, সাংগঠনিক সম্পাদকসহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদে নতুনদের আনা হতে পারে বলে আভাস পাওয়া গেছে। বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটিতে বর্তমানে পাঁচটি পদ খালি আছে। এ ছাড়া, ভাইস চেয়ারম্যানের ১৭টি, উপদেষ্টা পরিষদের ১৭টি এবং সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক মিলে একশটির মতো পদ খালি রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোর মধ্যে আইন, যুব, জলবায়ু পরিবর্তন ও মহিলাবিষয়ক সম্পাদক এবং ছাত্রবিষয়ক, তথ্য ও গবেষণা এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক সহ-সম্পাদকের পদ খালি রয়েছে। এর মধ্যে যুব ও ছাত্রবিষয়ক সহ-সম্পাদকের দুটি পদ ৮ বছরেও পূর্ণ হয়নি। আর বাকিগুলো রদবদল, মৃত্যু, বহিষ্কার কিংবা পদত্যাগের কারণে শূন্য হয়েছে। বিএনপি সূত্র জানায়, বার্ধক্য, অসুস্থতাসহ নানা কারণে স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এখন ৮ থেকে ১০ জনের বেশি সদস্য উপস্থিত থাকেন না। নির্বাহী কমিটির অনেকে অসুস্থ ও বয়সজনিত কারণে নিষ্ক্রিয়। অনেকেই জেলা পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করায় কেন্দ্রে সময় দিতে পারেন না। আবার কেউ কেউ কেন্দ্রে থাকলে এলাকায় সময় দিতে পারেন না। ফলে নির্বাহী কমিটির শূন্য পদ পূরণ এবং 'এক নেতার এক পদ' নীতি কার্যকর করার প্রয়োজনীয়তাও বেড়েছে। বিএনপির গত কাউন্সিলের পর থেকেই স্থায়ী কমিটিতে দুটি পদ খালি ছিল। পরবর্তী সময়ে এম কে আনোয়ার, তরিকুল ইসলাম, আ স ম হান্নান শাহ ও মওদুদ আহমদ মারা যান। এ ছাড়া, সাবেক সেনাপ্রধান মাহবুবুর রহমান পদত্যাগ করেন। সব মিলিয়ে স্থায়ী কমিটিতে শূন্য পদের সংখ্যা বর্তমানে সাতটি। এর মধ্যে সেলিমা রহমান ও ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুকে স্থায়ী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তারপরও স্থায়ী কমিটিতে পাঁচটি পদ খালি রয়েছে। আবার স্থায়ী কমিটির সদস্যদের মধ্যে খালেদা জিয়া 'সাজাপ্রাপ্ত' ও অসুস্থ হওয়ার পাশাপাশি আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে রাজনীতিতে সক্রিয় নন। চিকিৎসাধীন থাকায় দলীয় কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারছেন না ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। রফিকুল ইসলাম মিয়া দীর্ঘদিন যাবত শয্যাশায়ী। নব্বইয়ের বেশি বয়সি জমির উদ্দিন সরকার বৈঠকে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করেন। বিদেশে অবস্থান করায় সরাসরি ভূমিকা রাখতে পারছেন না ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু ও সালাহউদ্দিন আহমেদ। এমতাবস্থায় সক্রিয় নেতাদের দিয়ে স্থায়ী কমিটির শূন্য পদ পূরণের জন্য দলের ভেতর দাবি উঠছে। স্থায়ী কমিটির শূন্য পদের জন্য বেশ কয়েকজন নেতা আলোচনায় আছেন। যাদের মধ্যে রয়েছেন ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল নোমান, মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দীন আহমদ, আব্দুল আউয়াল মিন্টু, বরকত উল্লাহ বুলু, শামসুজ্জামান দুদু, ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন, আলতাফ হোসেন চৌধুরী, জয়নুল আবেদিন, আবদুস সালাম, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, যুগ্ম মহাসচিব মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল ও হাবিব-উন-নবী খান সোহেল। যুগ্ম মহাসচিব পদের জন্য আলোচনায় আছেন সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, আসাদুল হাবিব দুলু, নজরুল ইসলাম মঞ্জু, প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম বকুল, প্রশিক্ষণবিষয়ক সহ-সম্পাদক অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান খান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সহ-সম্পাদক প্রকৌশলী আশরাফ উদ্দিন বকুলসহ কয়েকজন। বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক পদেও পরিবর্তন আনা হতে পারে বলে একাধিক সূত্র জানা গেছে। যাদের মধ্যে আলোচনায় আছেন যুবদল সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, কেন্দ্রীয় নেতা তাইফুল ইসলাম টিপু, আমিরুল ইসলাম খান আলিম, আবদুল কাদির ভূঁইয়া জুয়েল, বজলুল করিম চৌধুরী আবেদ, মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল, এবিএম মোশাররফ হোসেন, জি কে গউছ, শহীদুল ইসলাম বাবুল, সেলিমুজ্জামান সেলিম, আবদুল খালেক, মো. শরীফুল আলম, অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। এ বিষয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান বলেন, দলের গঠন এবং পুনর্গঠন নিয়মিত কার্যক্রম। বিএনপি একটি গণতান্ত্রিক দল হিসেবে আমরা মনে করি, কর্মীদের মতামত ও ভোটের মাধ্যম দলের বিভিন্ন কমিটি নির্বাচন করা হবে। আমরা জাতীয় কাউন্সিলসহ মেয়াদোত্তীর্ণ সকল কমিটি পুনর্গঠনের জন্য কাজ করছি। বিএনপির স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, সাংগঠনিক কাজ একটি চলমান প্রক্রিয়া। দলের কাউন্সিল করা এবং নেতৃত্ব পরিবর্তন এই প্রক্রিয়ারই অংশ। দলের নেতৃত্ব নির্ধারিত হবে নেতাদের ত্যাগ, অতীত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ব্যক্তিগত যোগ্যতার ওপর। ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেন, সাংগঠনিক বিষয়টা একটা রেগুলার প্রসেস। সম্মেলন বা নতুন কমিটি সংগঠনকে গতিশীল এবং নেতাকর্মীদের মনোবল চাঙা করতে ভূমিকা রাখবে। সে লক্ষ্যেই দল কাজ করছে। সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, সংগঠন তার নিজস্ব গতিতে চলছে, চলবে। কখন কোন কমিটি পরিবর্তন হবে, তা দিনক্ষণ মেনে করা সম্ভব হয় না। আমরা সরকারবিরোধী চলমান আন্দোলনে আছি। আন্দোলনের পাশাপাশি আমার সাংগঠনিক কার্যক্রমও অব্যাহত রয়েছে।

পহেলা বৈশাখে যৌন হয়রানির

আসামি করে মামলা করেন। শাহবাগ থানার পুলিশ মামলাটি কয়েক দিন তদন্তের পরই তদন্তভার ডিবি পুলিশকে দেওয়া হয়। ২০১৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকার তিন নম্বর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল মামলাটি পুনঃতদন্তের আদেশ দেন। পুনঃতদন্ত শেষে ২০১৬ সালের ১৫ ডিসেম্বর পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) পরিদর্শক আবদুর রাজ্জাক একমাত্র আসামি কামালকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। ২০১৭ সালের ১৯ জুন মামলাটিতে আসামি কামালের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়। এ মামলায় ৩৪ সাক্ষীর মধ্যে ৯ জনের সাক্ষ্য নিয়ে সাক্ষ্যগ্রহণ সমাপ্ত করা হয়। তবে আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনে নিজেকে নির্দোষ দাবি করে ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করেন আসামি। পরে ২৩ জানুয়ারি যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে আদালত ৩১ জানুয়ারি রায়ের তারিখ ধার্য করেন। তবে ওইদিন রায় ঘোষণা পিছিয়ে ১৩ ফেব্রুয়ারি ধার্য করা হয়। ১৩ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপক্ষ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণের আবেদন করে। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মামলাটি রায় থেকে উত্তোলন করে সাক্ষীর জন্য রাখেন। মামলার একমাত্র আসামি কামাল জামিনে আছেন। হাইকোর্ট থেকে জামিন পান তিনি।

প্রবাসীর স্বর্ণ ছিনতাই

সহযোগী শহীদুল ইসলাম জাহেদের ৫ দিনের রিমান্ড আবেদন করে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। আদালত শুনানি শেষে একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। আদালত সূত্রে জানা গেছে, সৌদিপ্রবাসী আবদুল খালেক চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ফিরছিলেন। তাঁকে বহনকারী গাড়ি নগরের খুলশী থানার টাইগারপাস এলাকায় পৌঁছালে তার গতি রোধ করেন এসআই আমিনুল ইসলাম। দুই সহযোগীকে নিয়ে তিনি প্রবাসী আবদুল খালেকের কাছ থেকে ১৬ ভরি স্বর্ণ ছিনিয়ে নেন। এরপর ওই গাড়িসহ প্রবাসীকে নিয়ে নগরের কয়েকটি জায়গায় ঘোরেন। একপর্যায়ে গত রোববার বিকেল তিনটার দিকে আখতারুজ্জামান চৌধুরী উড়ালসড়কে নিয়ে প্রবাসীকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিতে চেষ্টা করেন এসআই আমিনুল ইসলাম ও তার সহযোগীরা। গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়ার সময় প্রবাসী আবদুল খালেক পুলিশ কর্মকর্তার কাপড় ধরে রাখেন। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি হয়। এরইমধ্যে সেখানে লোকজন ভিড় জমান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে এসআই আমিনুল ইসলাম ও তার সহযোগী শহীদুলকে গ্রেপ্তার করে। দ্বিতীয় সহযোগী পালিয়ে যান। এ ঘটনায় প্রবাসী আবদুল খালেক বাদী হয়ে নগরের খুলশী থানায় মামলা করেন।

তাপদাহে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য

তাপপ্রবাহের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুস্থ্যতার দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের নিরাপদে ও সুস্থ থাকার জন্য মাউশি'র নয়টি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

মিরপুরে অটোরিকশা চালকদের

অবরোধের নামে পুলিশের কর্তব্য কাজে বাধা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, নাশকতা ও পুলিশের ওপরে হামলার ঘটনায় এসব মামলা করা হয়। মামলায় আসামি করা হয়েছে প্রায় দেড় হাজারের বেশি অটোরিকশা চালকদের। এসব মামলায় চার থানায় পৃথক অভিযানে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। জসীম উদ্দীন মোল্লা বলেন, গত রোববার দুপুরের পর থেকে রাজধানীর কালশী এলাকায় তাণ্ডব চালায় অটোরিকশা চালকরা। তারা নিচে রাস্তাসহ কালশী ফ্লাইওভার অবরোধ করে রাখে। একপর্যায়ে তারা বিকেলের দিকে কালশীর রাস্তা অবরোধ করে আগুন ধরিয়ে দেন। এ সময় তারা বিভিন্ন পরিবহনের একাধিক বাসে ভাঙচুর করেন। এ ছাড়া সর্বশেষ কালশী মোড়ে অবস্থিত ট্রাফিক পুলিশ বক্সে আগুন ধরিয়ে দেন আন্দোলনরত অটোরিকশা চালকরা। যে বা যারা পুলিশের ওপর হামলা, অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও নাশকতার চেষ্টা করেছেন দায়ের করা মামলায় তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পল্লবী থানায় করা দুইটি মামলার নথিতে দেখা যায়, পল্লবী থানার পক্ষ থেকে করা মামলার বাদী উপপরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ আলী। দেশীয় অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেআইনী জনতাবদ্ধে দাঙ্গা সৃষ্টি, সরকারী কর্তব্য কাজে বাঁধাদানসহ পুলিশের ওপর আক্রমণ ও অপরাধমূলক বল প্রয়োগে সাধারণ ও গুরুতর জখম,

সম্পাদকীয়

সড়ক দুর্ঘটনা
প্রতিরোধে প্রয়োজন সদিচ্ছা

২০১৪ থেকে ২০২৩ সাল-এই ১০ বছরে সড়কে ৫৬ হাজার ৩৬০টি দুর্ঘটনায় ৭৮ হাজার ১০৭ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১ লাখের বেশি মানুষ। সম্প্রতি এ পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি। সমিতির মতে, সড়ক দুর্ঘটনা বৃদ্ধির মূল কারণ বেপরোয়া গতি, বিপজ্জনক ওভারটেকিং, সড়কের নির্মাণত্রুটি, ফিটনেসবিহীন যানবাহন অবাধে চলাচলের সুযোগ, যাত্রী ও পথচারীদের অসতর্কতা, চালকের অদক্ষতা, যানবাহন চালক ও মালিকের বেপরোয়া মনোভাব, চলন্ত অবস্থায় মোবাইল বা হেডফোন ব্যবহার ইত্যাদি। সংগঠনটি এমন ১০১টি কারণ উল্লেখ করে সমস্যাগুলোর সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অন্যদিকে বেসরকারি সংগঠন রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের এক গবেষণা থেকে জানা যায়, এপ্রিলে দেশে ৬৭২টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এসব দুর্ঘটনায় ৬৭৯ জন নিহত এবং ৯৩৪ জন আহত হয়েছেন। সংগঠনটির মতে, এপ্রিলের সড়ক দুর্ঘটনায় যে পরিমাণ মানবসম্পদের ক্ষতি হয়েছে, এর আর্থিক মূল্য ২ হাজার ১১৯ কোটি ১১ লাখ ৯৬ হাজার টাকা। ইন্টারন্যাশনাল রোড অ্যাসেসমেন্ট প্রোগ্রাম পদ্ধতিতে আর্থিক ক্ষতির এ হিসাব বের করা হয়েছে। বস্তুত সড়ক দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষয়ক্ষতি এত বেশি যে, তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। সংগঠনটির মতে, অতিরিক্ত গতির কারণে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটছে। তাই গতি নিয়ন্ত্রণে প্রযুক্তির মাধ্যমে নজরদারি বাড়ানো দরকার এবং দক্ষ চালক তৈরির জন্যও পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। বস্তুত অতিরিক্ত গতি এবং চালকের বেপরোয়া মনোভাবের জন্যই বেশির ভাগ দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। কাজেই দক্ষ চালক তৈরির পাশাপাশি তাদের পর্যাপ্ত বিশ্রামের সুযোগ দিতে হবে। ক্লান্ত-শ্রান্ত চালক গাড়ি চালালে স্বভাবতই তাতে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বেড়ে যায়। পরিবহন শ্রমিকদের জীবনমানের উন্নয়নেও নিতে হবে যথাযথ পদক্ষেপ। সড়ক দুর্ঘটনার কারণগুলো চিহ্নিত, কী করণীয়, তাও বহুল আলোচিত। সড়ককে নিরাপদ করতে বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে নানা পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান করা হলেও তা যে অরণ্যে রোদনে পর্যবসিত হচ্ছে, দেশে প্রতিদিন ঘটা দুর্ঘটনাগুলোই এর প্রমাণ। দুর্ঘটনা রোধে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা জরুরি। ফিটনেসবিহীন যানবাহনের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনাসহ সড়ক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে লোকবল কম, এ তথ্য আমরা জানি। তবে দুর্নীতি রোধে কর্তৃপক্ষ কঠোর হলে কম লোকবল দিয়েও বিভিন্ন অভিযানে কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া সম্ভব। যেহেতু সারা দেশের সড়ক-মহাসড়কে নৈরাজ্য ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, সেহেতু সমস্যার সমাধানে দ্রুত কর্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। সড়ককে নিরাপদ করার লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হলেও কেন সেসবের সুফল মিলছে না। আমরা মনে করি সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সবার সম্মিলিত চেষ্টা ও সদিচ্ছার বিকল্প নেই।

নার্স সংকটের অবসান চাই

দেশে নার্স-সংকট নতুন নয়, তাই বলে জোড়াতালি দিয়ে সংকটের সমাধান করাও কাম্য নয়। একজন চিকিৎকের বিপরীতে তিনজন রেজিস্টার্ড নার্স প্রয়োজন। তবে বাংলাদেশে মোট ১ লাখ ৩৬ হাজার জন নিবন্ধিত চিকিৎসকের বিপরীতে রেজিস্টার্ড নার্স রয়েছেন মাত্র ৯৫ হাজার ১৬৮ জন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চিকিৎসকের অনুপাতে বর্তমানে নার্স থাকার কথা ৪ লাখ ১৪ হাজার। অর্থাৎ দেশে নার্সের ঘাটতি বর্তমানে ৩ লাখ ১২ হাজার ৮৩২ জন। একজন রোগীকে আদর্শ ও মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা দিতে হলে একটি মেডিকেল টিম প্রয়োজন। সেই টিমে একজন চিকিৎসকের বিপরীতে তিনজন নার্স থাকতে হয়। সেখানে বাংলাদেশে নার্সে সংখ্যা এত কম যে, গড়ে দুজন চিকিৎসকের বিপরীতে একজন নার্স রয়েছেন। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি পাঁচ চিকিৎসকের বিপরীতে দুজন নার্স রয়েছেন। ফলে সেবা দেওয়ার যে টিমওয়ার্ক সেটি হচ্ছে না। আর মানসম্মত সেবা গড়ে উঠছে না বলেই চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে মানুষের এত প্রশ্ন উঠছে। শুধু চিকিৎসক ও কারখানা তৈরি করে কোনো লাভ নেই, যদি দেশের মানুষকে মানসম্মত সেবা দিতে হয় তা হলে নার্সের সংখ্যা বাড়াতে হবে। তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। যথাযথ পদায়নের জায়গা নিশ্চিত করতে হবে। নার্সরা হলেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের হৃৎপিণ্ড। একজন রোগীর সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি থাকেন নার্স। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নার্সরা দিন-রাত নিজের ঘাম ঝরা পরিশ্রম দিয়ে একজন রোগীকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তোলেন। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক বৈরিতা ও অস্বচ্ছতা, উপযুক্ত কাজের পরিবেশের অভাব, রোগীর স্বজনদের দুর্ব্যবহার, পদোন্নতির ঘাটতিসহ কর্মক্ষেত্রে নানা অবজ্ঞা-লাঞ্ছনা সহ্য করে কাজ করতে হয় তাদের। ফলে নার্সদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নানামুখী প্রভাব ফেলে। এ ছাড়াও আমলাতান্ত্রিক জটিলতাসহ কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতনদের নানা অযাচিত হস্তক্ষেপের কারণে অতিরিক্ত রোগীর চাপ নিয়ে কাজ করতে হয় নার্সদের। ফলে নার্সরা যেমন কাজের সঠিক মূল্যায়ন পাচ্ছেন না তেমনি রোগীরাও মানসম্মত এবং কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এমতাবস্থায় মানসম্পন্ন চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে রোগী, ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যাগত সমন্বয় করা জরুরি। কারণ নার্সরা ভালো না থাকলে রোগী ভালো সেবা পাবে না। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নার্সরা ভূমিকা রাখলেও নার্সদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সবাই উদাসীন। আমাদের দেশে নার্স সংকটের কারণে রোগীরা তাদের কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই নিরবচ্ছিন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে এবং নার্স ও নার্সিং পেশার মান্নোনয়নে নার্সিং খাতে বাজেট বাড়াতে হবে এবং নার্সদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

ফলে সেবা দেওয়ার যে টিমওয়ার্ক সেটি হচ্ছে না। আর মানসম্মত সেবা গড়ে উঠছে না বলেই চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে মানুষের এত প্রশ্ন উঠছে। শুধু চিকিৎসক ও কারখানা তৈরি করে কোনো লাভ নেই, যদি দেশের মানুষকে মানসম্মত সেবা দিতে হয় তা হলে নার্সের সংখ্যা বাড়াতে হবে। তাদের প্রশিক্ষণ দিতে

রাজধানীতে প্রয়োজনের চেয়েও অপ্রয়োজনীয় গাছ বেশি

দেশে প্রচণ্ড দাবদাহ চলছে। এই দাবদাহ থেকে স্বস্তির জন্য মানুষ নানান কৃত্রিম প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন। তবে নানান প্রক্রিয়া অবলম্বন করেও যখন স্বস্তির দেখা না মিলে তখন কেমন হয়? তখন মানুষ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল থাকে। প্রচণ্ড তাপদাহে তাপমাত্রা কমানোর জন্য কেবল গাছ-পালার গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের প্রয়োজন গাছের সঠিক পরিচর্যা করা এবং সঠিক জায়গায় সঠিক গাছ লাগানো, তাহলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাবে। যেহেতু গাছ আমাদের প্রকৃত বন্ধু সেহেতু আমরা সঠিক জায়গায় সঠিক গাছ লাগানোটাই আমাদের উঠিত। আর যদি গাছ লাগানোতে আমরা বিপরীত পথ অবলম্বন করি তাহলে বিষয় টা কেমন দাঁড়ায়? বলছি রাজধানী ঢাকা শহরের কথা। রাজধানী ঢাকায় দিন দিন গাছপালা কমছে। কমছে জলাভূমি। গাছপালা কাটা হলেও লাগানো হচ্ছে কম। ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ বিভাগ (সওজ) কিছু কিছু গাছ লাগালেও বেশির ভাগই বিদেশি এবং আগ্রাসী প্রজাতির। পরিকল্পনা রয়েছে চরাঞ্চলের ঝাউজাতীয় গাছ লাগানোর। এসব গাছ ঢাকার পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, সেটি বিবেচনার চেয়ে সৌন্দর্যবর্ধনকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ফলে এসব গাছ ঢাকার তাপমাত্রা কমাতে সহায়তা করছে না। অথচ ঢাকার লাল মাটিতে শাল, চালতা, সিন্দুরির মতো প্রজাতির গাছ ভালো হয়। পরিবেশের সঙ্গেও মানানসই। কিন্তু গত এক দশকে এসব প্রজাতির একটি গাছও কেউ লাগায়নি। ভবিষ্যতেও লাগানোর কোনো পরিকল্পনা নেই। প্রকৃতিবিদ ও উদ্ভিদবিদেরা বলছেন, দেশজুড়ে চলছে দাবদাহ। রাজধানীতে এর প্রভাব অনেক বেশি। ঢাকায় গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে তা স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, ভবিষ্যতে এটি কতটুকু ফল বয়ে আনবে-এসব বিবেচনা করতে হবে। ভবিষ্যতে ঢাকার পরিবেশে আরও বেশি প্রভাব পড়তে পারে। গবেষণায় দেখা যায়, রমনা পার্ক, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পরিচালিত এসব এলাকার ৫৮ শতাংশ গাছই বিদেশি প্রজাতির। শোভাবর্ধক উদ্ভিদ আছে ৩৩ শতাংশ। উদ্ভিদবিদেরা বলছেন, যেসব গাছের ডাল প্রসারিত হবে, বড় পাতা থাকবে, নগরে সেসব গাছ লাগানো উচিত। কারণ, বড় পাতা থাকলে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, রাজধানীতে গাছের সৌন্দর্যকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, অথচ এই গণ-বসতির শহরে গাছের উপকারিতার দিকটি বিবেচনা করা হচ্ছে না। পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হওয়ার আগেই সঠিক পরিকল্পনা করতে হবে পরিবেশ অধিদপ্তরকে। জায়গা বেদে উপযোগী গাছ লাগাতে হবে।

গরমে খাদ্যাভাস ও জীবনযাপন

আলকামা সিকদার

বাংলাদেশের বুক চিরে চলছে তীব্র তাপ প্রবাহ। অসহ্য এই গরমে জনজীবনসহ প্রাণিকুলও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাই এ সময়ে আমাদের মানবদেহে ঘাটতি ঘটে নানা রকম উপাদানের। এসব উপদানের ঘাটতি পূরণ করার জন্য খানাখাদ্যের জন্য আমরা হন্যে হয়ে পড়ি চেনাঅচেনা নানা প্রকার মুখোরোচক খাবারে। কিন্তু গরমের এই তীব্রতার মধ্যে যা ইচ্ছে তাই খাবার খাওয়া যাবে না। খাবার দাবারে আনতে হয় নানা পরিবর্তন। তাই এই গরমের মধ্যে খেতে হয় সচেতনভাবে খাবার। যদিও সব খাবারই শরীরের জন্য কিছু না কিছু উপকারি। কিন্তু আবার কিছু আছে ক্ষতিকরও। তাই খানাখাদ্যে যাতে আমরা এই দেহকে ক্ষতির মধ্যে না ফেলি তার দিকেও নজর রাখতে হবে। খাবারে অসচেতনতার কারণে মানুষ যে ক্ষতির মধ্যে পড়ছে তা নিয়ে গণমাধ্যমে প্রায় প্রতিদিন-ই খবর আসছে যে, দেশজুড়ে ডায়রিয়ার প্রকোপ বেড়েই চলেছে। তবে বছরের এ সময়ে ডায়রিয়া আসলে কেন হয়? ডায়রিয়ার মূল কারণ কিন্তু খাবারে গন্ডগোল থেকে। এ পরিস্থিতিতে ডায়রিয়ার মতো অসুখ এড়াতে এবং নিজেদের সুস্থ রাখতে খাবার-দাবারে সতর্কতা অবলম্বন করা অতীব জরুরি। কেননা, অসতর্কতার কারণে ঘটতে পারে মৃত্যু পর্যন্ত। তাই এই গরমে অহেতুক যে কোনো খাবারই আমরা খাব না। কোনো খাদ্য গ্রহণের পূর্বে অন্তত একশতবার ভেবে দেখব এটা এ সময়ের জন্য উপযোগী কিনা? চিকিৎসকরা মনে করেন, প্রচন্ড গরমের কারণে শরীর থেকে রিতিমত যে ঘাম বের হয় তার কারণে শরীরের পানি কমে যাওয়ায় শরীর দুর্বল হয়ে নানা রোগ বাসা বাঁধতে পারে। বিশেষ করে পানিশূন্যতা, এছাড়াও গরমের কারণে পেটে সমস্যা, হঠাৎ সর্দি লেগে যাওয়ার মতো সমস্যা, ত্বকের সমস্যায় দেখা যায়। হাত, পা বা পায়ের গোড়ালি বা ঠোঁট ফেটে যায়। শরীরের চামড়া শুষ্ক হয়ে যায়, তাই এ সময় শরীরের ভেতর এবং বাইরে থেকে নিতে হবে যত্ন। এ সময় নিজেকে কিছু অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আনতে হবে। যেমন এই গরমে ঠান্ডা লাগার কারণে যারা কুসুম গরম পানি পান করেন তাদের এই অভ্যাস পরিহার করতে হবে। কেননা, এমনিতেই শরীর যে পরিমাণ গরম হচ্ছে তাতে করে গরম পানি পান করলে শরীরের অবস্থা আরো ভয়াবহ হবে। প্রয়োজন হলে মৌরি ও মেথি ফুটিয়ে সেই পানি ঠান্ডা করে পান করুন। ফলে শরীর ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করবে। এ ছাড়াও বিশেষ নজর রাখতে হবে যেন সে পানি নিরাপদ ও বিশুদ্ধ হয়। বিশেষ করে এ মৌসুমে ঠান্ডা জাতীয় খাবার বেশি বেশি খান। পান করুন ডাবের পানি, আখের রসসহ এ জাতীয় পানীয়। শুকনা জাতীয় খাবার থেকে বিরত থাকুন। প্রয়োজনে যদি শুকনা খাবার খেতেই হয় তাহলে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা পানি পান করুন। যাতে কোনো অবস্থাতেই শরীর শুষ্ক না হয়। বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষ বেশি বেশি ঠান্ডা ও বিশুদ্ধ পানি পান করুন। কেননা, শ্রমজীবীদের কাজ করতে যেয়ে প্রচুর পরিমাণে শরীর থেকে ঘাম ঝরে গিয়ে পানির পরিমাণ কমে যায়। এটা পূরণ করতে না পারলে ধীরে ধীরে পানি শূন্য হয়ে শরীর দুর্বল হয়ে কাজের অনুপযোগী হয়ে পড়তে পারে। তাই কাজে কর্মের সময় সচেতন থাকতে হবে বিশেষ ভাবে। রান্না বান্নায় মুখোরোচক তরকারি খাবারে মসলার ব্যবহার কিছুটা কমিয়ে দিন। অতিরিক্ত তেল, টক, কিংবা অ্যাসিড জাতীয় খাবার খাবেন না।

মরিচ, আদা, রসুনের পরিমাণ কমিয়ে রান্না করুন। গরমের সময়ে অল্প মসলায় রান্না করা খাবার খাওয়ার অভ্যাস করুন। কেননা, মসলা, তেল জাতীয় খাবার এমনিতেই গরম জাতীয়। এ ছাড়াও ডিম জাতীয় খাবার ও ভাজা পোড়া খাবার থেকে বিরত থাকতে হবে। ঠান্ডা মনে করে আইসক্রিম ও বরফ জাতীয় কোমল পানীয় খাবার থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা, এই কোমল পানীয় শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে শরীরের শুষ্কতা তৈরি করে। ফলে শরীরে পানির পরিমাণ কমে শূন্যতা তৈরি হতে পারে। বার্গার, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, ফ্রায়েড চিকেন, পিৎজা ইত্যাদি খাবার খাওয়া উচিত নয়। কারণ এসব খাবারে প্রচুর পরিমাণ শর্করা ও চর্বি থাকায় হজম করতে সময় লাগে। ফলে, এগুলো রক্তচাপকে প্রভাবিত করে, প্রদাহ বাড়ায়। এই গরমে উচ্চ রক্তচাপ হলে মৃত্যুর আশঙ্কাই বেশি থাকে। তাই যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে এসব খাবারে তারা আরও বেশি মনোযোগী হোন এবং সতর্কতা অবলম্বন করুন। শীতকালে যে চা-কফি আমরা শরীর গরম করার জন্য পান করি তাহলে এই গরমে আমরা সেই পানীয় কেন পান করে নিজের দেহের ক্ষতি করি? তাই যথা সম্ভব, গরম জাতীয় পানীয় যতপারি পরিমাণে কম পান করব। দুগ্ধজাতীয় খাবার, স্টেক, তেল-চর্বি জাতীয় খাবার, অতিরিক্ত চিনি ও লবণ খাওয়া থেকে বিরত থাকব। চিনি ও লবণ এমনিতেই শরীরের জন্য ক্ষতিকর। তাই যত পারি এসব খাবার পরিহার করে চলব। গরমে যেসব খাবার খাওয়া যাবে, এমন খাবার সম্বন্ধেও আমাদের জেনে রাখা ভালো। আর সে মতো যদি আমরা চলতে পারি তাহলে আমাদেরই উপকার হবে। যেমন কম মশলা জাতীয় খাবার, কারণ এগুলো সহজে হজমযোগ্য। শাকসবজি ঝিঙে, চালকুমড়া, লাউ, চিচিঙ্গা, সজনেডাঁটা, শাকের ডাঁটা ইত্যাদি পাতলা ঝোল করে রান্না করে খাওয়া হয়, তাহলে এগুলো একদিকে যেমন পুষ্টির চাহিদা জোগাবে, অপরদিকে শরীরের গরম অনুভব থেকে নিজেকে রক্ষা করা হবে। এ ছাড়া সবুজ জাতীয় সবজি ও প্রচুর গরম সহনীয় ফল যা শরীরের জন্য শীতল এগুলো খাওয়া এবং পাতলা স্যুপ, নিরাপদ পানি, ডাবের পানি, লেবু পানি, ফলমূল, কাঁচা আমের শরবত, টকদই, ডিটক্স খাবার খাওয়া যেতে পারে। ডিটক্স ওয়াটার হলো- পানি, লেবুর রস, শশা, গাজর, পুদিনা ইত্যাদির রসের সমন্বয়ে তৈরি এক ধরনের পানীয়। এ জাতীয় খাবার শরীরের জন্য যেমন উপকারী তেমন নিরাপদও। আর আমরা যে খাবার খাব তার জন্য পাত্রও থাকতে হবে নিরাপদ। বিশেষ করে এই গরমের সময়ে আমরা পস্লাস্টিক বা স্টিলের পাত্রের বদলে মাটির পাত্রে খাবার ও পানি খাওয়ার অভ্যাস করব। এতে শরীর ঠান্ডা থাকবে। মাটির কলসিতে পানি রাখলে তা ফ্রিজ ছাড়াই আপনাকে ঠান্ডা পানি দেবে। শরীর রোগবালাই মুক্ত ও নিরাপদ থাকবে। তাই আমরা এই গরমে যেমন নিয়ম মেনে চলব। খাবার গ্রহণেও তেমন সতর্কতা অবলম্বন করব। যেখানে সেখানে খাবার খাবনা। বিশেষ করে ফুটপাতের জার্মফুড খাওয়া থেকে বিরত থাকব। পানি পানেও সতর্ক থাকব। যদি পারি ফুটানো পানি পান করব। আর সামর্থ থাকলে মিনারেল ওয়াটার কিনে পান করব। সর্বশেষ কথা হচ্ছে আমাদের এই মৌসুমে সব কাজকর্মেই সতর্ক থেকে চলা ফেরা করতে হবে। না হলে অল্প সময়েই ঘটে যেতে পারে যে কোনো দুর্ঘটনা। আর নিশ্চই আমরা চাই না অসতর্কতার কারণে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যাক।

(আলকামা সিকদার : গণমাধ্যমকর্মী)

ডলারের মূল্যবৃদ্ধি : দীর্ঘমেয়াদে সুফল মিলতে পারে

রেজাউল করিম খোকন

দেরিতে হলেও ডলারের দাম বাজারের বাস্তব দামের কাছাকাছি নেয়া হয়েছে। ঋণের সুদের হারও বাজারভিত্তিক করা হয়েছে। স্বল্পমেয়াদে এসব সিদ্ধান্ত ব্যবসায় চাপ তৈরি করবে; কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি এর ভালো সুফল মিলতে পারে। ডলারের দাম বাড়ানোর ফলে সরকারের রাজস্ব আদায় বাড়বে ১৫-১৬ হাজার কোটি টাকা। সেই বাড়তি রাজস্বের একটি অংশ জ্বালানি আমদানির বাড়তি খরচ মেটাতে ব্যয় করা হলে জ্বালানি ও বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রয়োজন না-ও হতে পারে। নতুন করে ব্যবসার খরচ না বাড়লে দীর্ঘমেয়াদে এ সিদ্ধান্তের সুফল মিলবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিদ্ধান্ত অর্থনীতির ওপর কমবেশি নেতিবাচক প্রভাব রাখবে, তবে অর্থনীতির স্বার্থে এসব সিদ্ধান্ত আরও আগেই নেয়া উচিত ছিল। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিদ্ধান্তগুলো বিলম্বিত সিদ্ধান্ত। সুদের হার বাজারভিত্তিক করার কারণে অর্থ ধার করার খরচ বাড়বে। এর ফলে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানে প্রভাব পড়বে। ব্যবসা করার ক্ষেত্রে নানারকম খরচ আছে। ঘুষ-দুর্নীতির কারণেও ব্যবসার খরচ বাড়ে। তবে দক্ষতা, সুশাসন, জবাবদিহি, দুর্নীতি হ্রাস– এসব নিশ্চিত করতে পারলে এর বিরূপ প্রভাব অনেক কমানো সম্ভব। বাংলাদেশ ব্যাংক যে সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছে, সেগুলো সঠিক ও ইতিবাচক সিদ্ধান্ত। বেশ অনেক আগে থেকে এসব নিয়ে কথা হচ্ছিল। অর্থনীতির স্বার্থে সবকিছু সঠিক পথে থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ পদক্ষেপের পর এখন কস্ট অব ডুয়িং বিজনেস বা ব্যবসার খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ ব্যবসার খরচ বেড়ে গেলে পণ্যমূল্য আরেক দফা বাড়বে। তাতে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে, ফলে সাধারণ মানুষ আরও চাপে পড়বে। প্রায় দেড় বছর ধরে বাংলাদেশ ব্যাংক ডলারের দাম নির্ধারিত একটি সীমার মধ্যে ধরে রাখলেও বাস্তবে কাঁচামালসহ বিভিন্ন পণ্য আমদানিতে আমদানিকারকদের ১১৭ থেকে ১২০ টাকায় ডলার কিনতে হয়েছে। ব্যাংককে তাদের অতিরিক্ত দাম পরিশোধ করতে হতো ভিন্ন পন্থায়। এখন ডলারের দাম বাজারভিত্তিক হওয়ায় ভিন্ন পন্থায় আর বেশি দাম পরিশোধ করতে হবে না। ফলে ডলারের দাম বৃদ্ধি আপাতত তাদের খুব বেশি চাপে ফেলবে না। তবে ব্যাংকগুলো ডলারের দাম নির্ধারণের নতুন ব্যবস্থা কিভাবে কার্যকর করছে, তার ওপর নির্ভর করবে এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব। ঋণের ক্ষেত্রে স্মার্ট বা সিক্স মান্থস মুভিং অ্যাভারেজ রেট অব ট্রেজারি বিলভিত্তিক সুদহার নির্ধারণ পদ্ধতি বাতিল করে বাজারভিত্তিক করা হয়েছে। একই সঙ্গে বেড়েছে নীতি সুদহার। তবে ব্যাংকগুলোকে বলা হয়েছে, সুদ বাজারভিত্তিক হলেও তা যেন বর্তমানের চেয়ে ১ শতাংশের বেশি না বাড়ে। গত মাসে ব্যাংক ঋণের সুদহার বেড়ে সাড়ে ১৩ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। একবারে ডলারের বড় মূল্যবৃদ্ধির সুফল অবশ্য দ্রুতই পাবেন রপ্তানিকারকেরা। যদি ব্যবসার খরচ নতুন করে আর না বাড়ে তাহলে ডলারের বাড়তি দামের সুবিধা রপ্তানিকারকদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে দেবে। তাতে দীর্ঘ মেয়াদে অর্থনীতি লাভবান হবে। নতুন এই সিদ্ধান্তের ফলে রপ্তানি আয় যেমন বাড়বে, তেমনি বৈধ পথে প্রবাসী আয় বৃদ্ধিরও বড় সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। যদি ব্যবসার অন্যান্য খরচ বাড়ে তাহলে হয়তো কিছুটা চাপ তৈরি হবে। ডলারের মূল্যবৃদ্ধি ও ঋণের সুদ বাজারভিত্তিক করার সিদ্ধান্ত ব্যবসার ওপর কতটা প্রভাব ফেলবে, তা বুঝতে আরও কয়েক দিন সময় লাগবে। বিষয়টি নির্ভর করবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কিভাবে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করছে, তার ওপর। ডলার-সংকটের এ সময়ে রপ্তানি ও প্রবাসী আয় বাড়লে তা সংকট কাটাতে কাজে লাগবে। ডলারের দাম একলাফে ৬ দশমিক ৩৬ শতাংশ বেড়ে যাওয়ায় জ্বালানি আমদানির খরচ বেড়ে যাবে । তাতে বিদ্যুৎ-জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। এ চাপ মোকাবিলায় সরকারকে ভিন্ন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ডলারের দাম বাড়ানোর ফলে বাড়তি যে রাজস্ব আদায় হবে, তা থেকে জ্বালানি আমদানির বাড়তি খরচ সমন্বয় করা যেতে পারে। সেটি করা গেলে বিদ্যুৎ-জ্বালানির দাম না বাড়িয়েও পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাবে। ডলারের দামে বড় বৃদ্ধি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকে প্রভাবিত করবে। এছাড়া মুনাফা প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রেও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কারণ বাংলাদেশ থেকে মুনাফা প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে এখন কম অর্থ পাবেন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা। ডলার-সংকটের কারণে বিমান পরিবহন সংস্থার অর্থ এবং বিদেশি বহুজাতিক একাধিক কোম্পানির ঘোষিত লভ্যাংশ ও মুনাফা লম্বা সময় ধরে আটকে আছে। এসব অর্থ প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে বেশি দামে ডলার কিনতে হবে। ফলে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আয় কমবে। গত এপ্রিল পর্যন্ত বিদেশি বিভিন্ন বিমান পরিবহন সংস্থার প্রায় ৩২ কোটি ৩০ লাখ ডলার বাংলাদেশ আটকে রয়েছে। ডলার-সংকটের কারণে এ অর্থ সংশ্লিষ্ট দেশে নিতে পারছে না বৈশ্বিক বিমান পরিবহন সংস্থাগুলো। এখন এ অর্থ নিতে বেশি দামে ডলার কিনতে হবে তাদের। তবে ডলারের মূল্যবৃদ্ধি বড় সুবিধা দেবে রপ্তানিকারকদের। যদি ব্যবসার অন্যান্য খরচ না বাড়ে, তাহলে প্রতি ডলারে ৬ থেকে ৭ টাকা বেশি আয় হবে রপ্তানিকারকদের। এতে তাদের বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বাড়বে। বর্তমানে বিশ্ববাজারের যে পরিস্থিতি তাতে ডলারের এ মূল্যবৃদ্ধি বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় আমাদের সক্ষমতা বাড়াবে; কিন্তু ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণে যদি পরিবহন, বিদ্যুৎ, জ্বালানি খরচ বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে রপ্তানিকারকেরা এর সুফল পাবেন না। ডলারের মূল্যবৃদ্ধির ফলে ব্যবসার অন্যান্য খরচ যাতে না বাড়ে, সেই জন্য সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। এত দিন প্রবাসী আয়ের ডলার নিজেদের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশে আনতে সরকারি প্রণোদনার পাশাপাশি ব্যাংকগুলো নিজেদের উদ্যোগে বাড়তি আড়াই শতাংশ অর্থ দিয়ে আসছিল। এখন ডলারের দাম নির্ধারণে নতুন পদ্ধতি চালু হওয়ায় নিজেদের দেওয়া প্রণোদনা বন্ধ করে দিয়েছে ব্যাংকগুলো। গত এপ্রিল মাসে দেশে ২০৪ কোটি ৩০ লাখ ডলার প্রবাসী আয় এসেছে। এর আগে মার্চে প্রবাসী আয় এসেছিল ১৯৯ কোটি ৬৮ লাখ মার্কিন ডলার। চলতি বছরের প্রথম মাস জানুয়ারিতে ২১০ কোটি ডলার ও ফেব্রুয়ারিতে ২১৬ কোটি ৬০ লাখ ডলার প্রবাসী আয় দেশে এসেছিল। ডলারের দামের ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি চালু হওয়ায় ব্যাংকগুলোকে নিজেদের দেওয়া প্রণোদনা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের। সরকারি প্রণোদনা বহাল থাকবে। এ বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। ডলারের বড় মূল্যবৃদ্ধির সুফল পেতে সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। [লেখক : অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে

ড. অজয় কান্তি মন্ডল

নাগরিক জীবনে যন্ত্রের ন্যায় সারাদিনের কর্মময় ব্যস্ততা নগরবাসীর প্রতিটি দিনকে অনেকখানি বিষিয়ে তোলে। এই ব্যস্ততা থেকে একটু অবসরের জন্য সপ্তাহের ছুটির দিনগুলোর বিকেলে অন্য সবার মতো আমিও বাইরে বের হওয়ার চেষ্টা করি। এজন্য ছুটির দিনের বিকেল পুরোপুরি পরিবারের সাথে কাটানোর জন্য রেখে দিই। চেষ্টা করি বাসার আশপাশের উদ্যান, লেক, পার্ক বা বিনোদন কেন্দ্রে যাওয়ার। যদিও ঢাকা শহরের ডাইরিতে এমন ফাঁকা জায়গা খুঁজে পাওয়া দুর্লভ। তারপরেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি), রমনা পার্ক, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ধানমন্ডি লেক বাসা থেকে খুব বেশি দূরে অবস্থিত না হওয়ায় ছুটির দিনের বিকেল কাটাতে তেমন একটা বেগ পেতে হয় না। তবে উক্ত স্থানগুলোর মধ্যে ঢাবি সর্বদা অধিকতর পছন্দের। এমনটা হতেই হবে। কেননা ছাত্রজীবনের অনেকখানি সময় কেটেছে এখানে। স্মৃতি বিজড়িত ক্যাম্পাস সব সময় সবারই মনে টানে। তাই যে

নাইজেরিয়ায় মসজিদে ধরিয়ে দেওয়া হলো আগুন, ১১ মুসল্লি নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়ায় নামাজের সময় মসজিদে ধরিয়ে দেয়ায় আগুনে পুড়ে নিহত হয়েছেন ১১ মুসল্লি। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অনেকেই। ঘটনার সময় মুসল্লিরা ফজরের নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে জড়ো হয়েছিলেন। গত বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। দেশটির কানো প্রদেশের একটি মসজিদে বাইরে থেকে তালা আটকে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার পর হতাহতের এই ঘটনা ঘটে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় কানো প্রদেশের একটি মসজিদে এক ব্যক্তির হামলায় অন্তত ১১ জন মুসল্লি নিহত এবং আরও অনেকে আহত হয়েছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। তারা বলেছে, এক ব্যক্তি মসজিদে পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন লাগানোর আগে দরজা বন্ধ করে দেয় এবং এতে মসজিদের ভেতরে প্রায় ৪০ জন মুসল্লি আটকা পড়েন। বিবিসি বরাত দিয়ে জান যায়, উত্তরাধিকার তথা সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে পারিবারিক বিরোধের জেরে এ হামলার সূত্রপাত হয়। পুলিশ বলছে, তারা এই ঘটনায় ৩৮ বছর বয়সী সন্দেহভাজন একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। কানো প্রদেশের গেজাওয়া এলাকায় বুধবার মুসল্লিরা ফজরের নামাজে অংশ নেওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে। বাসিন্দারা জানান, হামলার পর মসজিদে আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় মুসল্লিদের কান্নার আওয়াজ শোনা যায় এবং তারা ভেতর থেকেই তালাবদ্ধ দরজা খুলতে চেষ্টা করেন। অবশ্য বিস্ফোরণের শব্দ শোনার পর প্রতিবেশীরা ভেতরে আটকে পড়াদের সাহায্য করতে ছুটে আসেন বলে স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে।

২০৫০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক গড় আয়ু ৫ বছর বাড়বে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: ২০৫০ সালের মধ্যে মানুষের বৈশ্বিক গড় আয়ু পাঁচ বছর বাড়বে। তবে একই সঙ্গে মোটা হওয়া ও উচ্চ রক্তচাপের মতো রোগও বাড়বে। নতুন এক গবেষণা এমন তথ্য জানানো হয়েছে। গবেষণায় একদিকে যেমন গড় আয়ু বাড়ার বিষয়ে ভালো খবর দেওয়া হয়েছে, তেমনি কয়েকটি রোগ বাড়বে ও মানুষকে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে বলেও জানানো হয়েছে। এই রোগের মধ্যে অন্যতম হলো মোটা হওয়া ও উচ্চ রক্তচাপ। দ্য ল্যানসেট পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিভিন্ন কারণে বর্তমান জীবনধারার সঙ্গে ভবিষ্যতের জীবনযাপনের অনেকটাই পরিবর্তন হবে। ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অব হেলথ ম্যাট্রিকস অ্যান্ড অ্যাডিকশনের প্রধান গবেষক ও বৈজ্ঞানিক লিয়ানে ওং জানিয়েছেন, মানুষের মধ্যে আসক্তি ও মোটা হওয়ার প্রবণতা দুইই বাড়বে। গবেষকদলের মতে, বিশ্বজুড়েই মানুষের আয়ু বাড়বে। পুরুষদের গড় আয়ু ৭১ দশমিক এক থেকে ৭৬ দশমিক দুই হবে ও নারীদের গড় আয়ু ৭৬ দশমিক দুই থেকে ৮০ দশমিক পাঁচ হবে। গবেষক সংস্থার ডিরেক্টর ক্রিস মারে জানিয়েছেন, সবচেয়ে বেশি আয়ের দেশ ও কম আয়ের দেশের মধ্যে বৈষম্য থাকবে, তবে ব্যবধান কমবে।

ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় 'রেমাল'

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় 'রেমাল', যা মে মাসের শেষের দিকে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে। ২০০৯ সালের ২৫ মে সুন্দরবনে আঘাত হেনেছিল ঘূর্ণিঝড় আইলা। ১৫ বছর পর চলতি মে মাসের শেষের দিকে ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতের আবহাওয়া অধিদপ্তর। তাদের মতে, বঙ্গোপসাগরে তৈরি হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় 'রেমাল'। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সংবাদ প্রতিদিনের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য দেয়া হয়। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের বরাতে প্রতিবেদনে বলা হয়, মে মাসে বঙ্গোপসাগরে দুটি নিম্নচাপ সৃষ্টি হতে পারে।

২০ মে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে তৈরি হতে পারে ঘূর্ণাবর্ত। এরপর সেটি ক্রমে উত্তর দিকে হয়ে শক্তি বাড়িয়ে ২৪ মে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। তবে সেই ঝড়ের গতিবেগ কতটা থাকবে, বা কতটা ক্ষয়ক্ষতি হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড় 'রেমাল'-এর নামকরণ করেছে ওমান। আরবি-তে যার অর্থ বালি। অবশ্য এই নামে গাজা থেকে ১.৭ কিলোমিটার দূরে একটি শহরও রয়েছে। এবার বাংলার ধেয়ে আসতে পারে সেই 'রেমাল'। এদিকে, হিন্দুস্তান টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, আগামী ২০ মে থেকে এই সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ স্পষ্ট হতে পারে। তবে কোথায়, কত গতিতে এই ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানতে পারে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। অনুমান করা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশের মধ্যে কোথাও এটি আছড়ে পড়তে পারে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, এই ঘূর্ণিঝড়ের জেরে ২৪ মে রাত থেকে বৃষ্টি শুরু হতে পারে উপকূল এলাকায়।

ইসরাইলি হামলায় একই পরিবারের ২৬ সদস্য নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার দক্ষিণে রাফায় সামরিক অভিযানের পাশাপাশি উত্তরেও ব্যাপক হামলা চালাচ্ছে ইসরাইল। হামলায় অবকাঠামো ধ্বংসের পাশাশি ঘটছে প্রাণহানিও। এর মধ্যে উত্তর গাজায় একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ সদস্য নিহত হয়েছেন। আল জাজিরা। গাজার উত্তরে জাবালিয়া শহরের মাঝ দিয়ে জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরের দিকে দুটি রাস্তা চলে গেছে। যার একটি আস-সিক্কা স্ট্রিট যা একটি রেলপথের পাশ ঘেঁষে গেছে। রেলপথটি ইসরাইল সৃষ্টিরও আগে গাজা অতিক্রম করত ব্যবহার হতো। রাস্তাটি গাজাকে ইরাক, তুরস্ক, মিশর ও সৌদি আরবের পবিত্র শহর মক্কার সাথে সংযুক্ত ছিল। আস-সিক্কা স্ট্রিটের সমান্তরালে আরেকটি ছোট রাস্তা রয়েছে যা আসালিয়া নামে পরিচিত। যা পাশেই বসবাসকারী সম্ভ্রান্ত আসালিয়া পরিবারের নামে নামকরণ করা হয়েছে। গত সপ্তাহের শেষের দিকে আস-সিক্কা স্ট্রিটে ব্যাপক হামলা চালায় ইসরাইল। তাতে আসালিয়া পরিবারের ২৬ জন সদস্য নিহত হন এবং রাস্তার পাশে তাদের ছয়টি বাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

খারকিভে 'কঠিন লড়াই' চলছে: জেলেনস্কি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: ইউক্রেনের খারকিভ শহর ঘিরে 'কঠিন লড়াই' চলছে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তিনি বলেন, পরিস্থিতি 'অত্যন্ত কঠিন', তবে তা 'নিয়ন্ত্রণে' রয়েছে। গত বৃহস্পতিবার খারকিভের শীর্ষস্থানীয় সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপের পর জেলেনস্কি এসব কথা বলেন। খবর বিবিসির। এর আগে গত সপ্তাহে ইউক্রেনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় খারকিভ সীমান্তে আকস্মিক অভিযান শুরু করে রুশ বাহিনী। ইতোমধ্যে তারা বেশ কিছু এলাকা নিজেদের দখলে নিয়েছে, যা গত ১৮ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ বলে মনে করা হচ্ছে। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বার্তা আদান-প্রদানের অ্যাপ টেলিগ্রামে জেলেনস্কি লিখেছেন, 'ইউক্রেনের সেনারা রুশ বাহিনীর।

স্কুলে শিশুর মৃতদেহ, পাটনায় তুলকালাম

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: ভারতের পাটনায় একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন স্কুলে তিন বছরের একটি শিশুর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়ার পর উত্তেজিত জনতা সড়কে বিক্ষোভ, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে। প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, গতকাল শুক্রবার শিশুটি স্কুল থেকে বাড়িতে না ফেরায় তার পরিবার তাকে খুঁজতে শুরু করে। এনডিটিভি জানায়, শিশুটির পরিবার স্কুলে গিয়ে সে কোথায় জানতে চাইছে স্কুল কর্তৃপক্ষ তার সদুত্তর দিতে পারেনি। বরং তারা বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

তাদের এ আচরণে পরিবারের সন্দেহ হয়। তারা মরিয়া হয়ে শিশুটিকে খুঁজতে থাকে এবং স্কুল চত্বরের ভেতর একটি নর্দমার ড্রেনে তার মৃতদেহ দেখতে পায়। তখন মৃত শিশুটির পরিবার ও স্বজনদের সঙ্গে স্থানীয় উত্তেজিত জনতা বিচারের দাবিতে সড়কে বিক্ষোভ এবং ভাংচুর শুরু করে। তারা সড়কে কয়েকটি যানবাহনে এবং স্কুলের একাংশে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে। পাটনা পুলিশের মহাপরিদর্শক চন্দ্র প্রকাশ বলেন, বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। তারা সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখেছেন। সেখানে শিশুটিকে স্কুলে প্রবেশ করতে দেখা গেলেও বের হতে দেখা যায়নি। "আমরা হত্যাকাণ্ড ধরেই বিষয়টি তদন্ত করবো। কারণ, তারা মৃতদেহটি লুকানোর চেষ্টা করেছিল এবং এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে তাদের অপরাধমূলক উদ্দেশ ছিল। আমরা তিনজনকে আটক করেছি, তদন্ত চলছে।"

এবার নেপালেও নিষিদ্ধ ভারতের মসলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ের পর এবার প্রতিবেশী দেশ নেপালেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে ভারতের দুই কোম্পানির মসলা। নিরাপত্তাজনিত কারণে কোম্পানি এমডিএইচ এবং এভারেস্টের ওই ব্র্যান্ড দুটির মশলা খাওয়া, কেনা ও বিক্রি করা যাবে না নেপালে। সংবাদ সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, ওই দুই কোম্পানির বিভিন্ন মশলার উপাদান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছে নেপালের খাদ্য প্রযুক্তি এবং মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা। নেপালের খাদ্য প্রযুক্তি এবং মান নিয়ন্ত্রক বিভাগের মুখপাত্র মোহনকৃষ্ণ মহার্জন এএনআইকে বলেছেন, এভারেস্ট ও এমডিএইস ব্র্যান্ডের মশলায় ক্ষতিকারক রাসায়নিক পাওয়ার খবর আসার পরই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। মশলাগুলোতে ক্ষতিকারক রাসায়নিক রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তাই এমন পদক্ষেপ। মশলাগুলোতে ক্যানসার সৃষ্টির উপাদান ইথিলিন অক্সাইডের উপস্থিতি খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে নেপালের খাদ্য প্রযুক্তি ও মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগ।

জাহাজের ধাক্কায় সেতু ধস

দেড় মাস ধরে পানিতে আটকা ২০ ভারতীয়

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: গত মার্চে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের বন্দর বাল্টিমোরে জাহাজের ধাক্কায় ভেঙে পড়ে একটি সেতু। ঘাতক জাহাজটিতে ২০ জন ভারতীয় এবং একজন শ্রীলঙ্কার নাগরিক ছিলেন। ঘটনার পর দেড় মাস পরও জাহাজ থেকে উদ্ধার করা যায়নি তাদের। পানিতে জাহাজের মধ্যেই আটকে আছেন তারা। গত ২৬ মার্চ বাল্টিমোরের গুরুত্বপূর্ণ সেতু ভেঙে পড়েছিল। তাতে মৃত্যু হয় ছয়জনের। সেই থেকে ওই বন্দর এলাকায় জাহাজ যাতায়াতও প্রায় স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। প্যাটাপসকো নদীর ওপর ওই সেতুর নাম ফ্রান্সিস স্কট কি ব্রিজ। সেতুটি ভেঙে পড়ার পর থেকে ওই এলাকায় যাতায়াতে সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ। সিঙ্গাপুরের ওই মালবাহী জাহাজে কর্মরত ছিলেন ২০ ভারতীয়। জাহাজটির নাম এম ভি ডালি। এখনও এম ভি ডালিকে পানি থেকে সরানো সম্ভব হয়নি। ৯৮৪ ফুট উঁচু জাহাজ ডালির ধাক্কায় মুহূর্তের মধ্যেই ভেঙে পড়েছিল ২.৬ কিলোমিটার লম্বা সেতুটি। প্রেসিডেন্ট বাইডেন দ্রুত সেতু পুনর্নির্মাণের আশ্বাস দিয়েছেন। কীভাবে ভেঙে পড়ল জাহাজটি, তার তদন্ত চলছে আমেরিকায়। জাহাজের মধ্যেকার কারও গাফিলতি এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সেই তদন্তের স্বার্থেই এখনও জাহাজের মধ্যে আটকে রয়েছেন কর্মীরা। আমেরিকার ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) এবং ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ড (এনটিএসবি) তদন্তের মাধ্যমে দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে। তদন্তের স্বার্থে

আটকে দেওয়া হয়েছে জাহাজের কর্মীদের ভিসাও। গ্রেস ওসান প্রাইভেট লিমিটেডের জাহাজ ডালি। ওই সংস্থার মুখপাত্র জিম লরেন্স সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, জাহাজের মধ্যে ভালো অবস্থাতেই রয়েছেন ভারতীয়রা। তারা তদন্তে সহযোগিতাও করছেন।

বিনোদন

যে সিনেমার জন্য টাকা নেবেন না প্রভাস

বিনোদন ডেস্ক : ভারতের তেলেগু সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা প্রভাস। 'বাহুবলি' সিনেমার সাফল্যের পর রীতিমতো তারকা বনে যান। তারপর বেড়ে যায় প্রভাসের পারিশ্রমিকও। যদিও এরপর হিট সিনেমা উপহার দিতে পারেননি এই নায়ক। তারপরও প্রভাসের শিডিউল পাওয়া মুশকিল। পরিচালক মুকেশ কুমার সিং নির্মাণ করছেন 'কানাপা' সিনেমা। তেলেগু ভাষার এ সিনেমায় ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনি। কিন্তু এ সিনেমার জন্য কত টাকা পারিশ্রমিক নেবেন প্রভাস? সিয়াসাত ডটকমের তথ্য অনুসারে, 'বাহুবলি'-এর মতো ব্লকবাস্টার সিনেমা উপহার দিয়েছেন প্রভাস। 'কানাপা' সিনেমায় অভিনয় করবেন তিনি। এ সিনেমার জন্য এক টাকাও পারিশ্রমিক না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রভাস। কারণ সিনেমাটির প্রযোজক মোহন বাবুর সঙ্গে প্রভাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তার প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা থেকেই প্রভাসের এই সিদ্ধান্ত। 'কানাপা' সিনেমার নাম ভূমিকায় অভিনয় করছেন বিষ্ণু মাঞ্চু। অন্যান্যি চরিত্রে অভিনয় করছেন- অক্ষয় কুমার, মোহন লাল, মধু প্রমুখ।

নিপুণকে মানসিক ডাক্তার দেখাতে বললেন জায়েদ

বিনোদন ডেস্ক : বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির ২০২৪-২৬ মেয়াদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় গত ১৯ এপ্রিল। এতে জয়ী হয় মিশা-ডিপজল প্যানেল। ইতোমধ্যে কাজও শুরু করেছেন তারা। এর মধ্যেই কমিটি বাতিল চেয়ে বুধবার হাইকোর্টে রিট করেছেন পরাজিত সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী নাসরিন আক্তার নিপুণ। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন চিত্রনায়ক জায়েদ খান। দেশের একটি গণমাধ্যমকে তিনি বলেন, নিপুণ অসুস্থ। তার মানসিক ডাক্তার দেখানো জরুরি। গত নির্বাচন থেকে নিপুণ এমন নোংরামি করে যাচ্ছেন। এরপর থেকেই দর্শকদের কাছে চলচ্চিত্রের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। চলচ্চিত্রের স্বার্থে শিল্পী, কলাকুশলী সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিপুণ-হোসেনদের বয়কট করা উচিত। দুই বছর আগেও শিল্পী সমিতির এই নির্বাচন নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন নিপুণ। সেবার তার আপত্তি ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জায়েদ খানকে নিয়ে। এবার পুরো শিল্পী সমিতির কমিটির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন এই অভিনেত্রী।

বাংলাদেশে আসছেন কুরুলুস উসমানের নায়ক

বিনোদন ডেস্ক : তুরস্কের বেশ কয়েকটি ইসলামিক সিরিজ বাংলাদেশে তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে। যার মধ্যে সুলতান সুলেমান বা কুরুলুস উসমান অন্যতম। এই সিরিজের নায়ক বুরাক অ্যাজিভিট বাংলাদেশে আসছেন। আর বিষয়টি তিনি নিজেই নিশ্চিত করেছেন। বৃহস্পতিবার একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের ফেসবুক পেজে এক ভিডিওবার্তায় বাংলাদেশে আসার কথা জানিয়েছেন অভিনেতা বুরাক অ্যাজিভিট। ভিডিওতে তাকে বাংলায়ও কথা বলতে দেখা গেছে। তিনি বলেন, সালাম বাংলাদেশ, কেমন আছেন আপনারা? খুব শিগগিরই আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। জানা গেছে, একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে নায়ক বুরাক অ্যাজিভিট বাংলাদেশে আসতে যাচ্ছেন। তবে ঠিক কবে আসবেন, সেটি এখনো জানানো হয়নি। প্রসঙ্গত, বুরাক অ্যাজিভিট একজন তুরস্কের অভিনেতা। উসমানী সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট উসমানের ভূমিকায় অভিনয় করে বিশ্বজুড়ে খ্যাতি লাভ করেছেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় তার ভক্ত-অনুসারীর সংখ্যা অনেক।

অনুরাধার সঙ্গে আসিফের প্রথম গান

বিনোদন ডেস্ক : উপমহাদেশের নন্দিত শিল্পী অনুরাধা পাড়োয়ালের সঙ্গে গাওয়া গায়ক আসিফ আকবরের যৌথ গানটি মুক্তি পেয়েছে। গানের শিরোনাম 'চিরদিনের জীবন সঙ্গিনী'। এটি আসিফ-অনুরাধার প্রথম দ্বৈত আয়োজন; যা এরইমধ্যে একাধিক মিউজিক স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মসহ দুই শিল্পীর অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ করা হয়েছে। এর আগে ১৫ মে আনুষ্ঠানিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট হাউস অব কমন্স থেকে গানটি প্রকাশ করা হয়। 'চিরদিনের জীবন সঙ্গিনী'-এর গীতিকথা লিখেছেন কবির বকুল। সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন রাজা কাশেফ। সৌমিত্র ঘোষ ইমনের পরিচালনায় গানের ভিডিওতে মডেল হয়েছেন সাবাহ বশির ও শিল্পী আসিফ নিজে। প্রযোজনা করেছে ফরাসি প্রতিষ্ঠান বিলিভ আর্টিস্ট সার্ভিসেস। এ বিষয়ে আসিফ বলেন, 'যে বয়সে মানুষ গান থেকে সরে যায়, সে বয়সে আমি বলিউডে গান শুরু করেছি।

আবারও আলোচনায় ফারিয়া

বিনোদন ডেস্ক : ঢাকাই সিনেমার চিত্রনায়িকা নুসরাত ফারিয়া। প্রায়ই নতুন লুকের ছবি দিয়ে নেট দুনিয়ায় জয় করেন মানুষের মন। সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন তেমনই কিছু ছবি। সেখানে দেখা গেছে, অস্ট্রেলিয়ার সিডনির পথে পথে হেঁটে বেড়াচ্ছেন ফারিয়া। পরনে আবেদনময়ী পিংক কালারের ফুল খচিত ড্রেস। নিজের ফেসবুক আইডিতে ছবিগুলো শেয়ার করে তিনি একটি ক্যাপশন লিখেছেন। যার অর্থ দাঁড়ায়, সেই শেষ দিন আমি মন দিয়ে কাঁদব বলে ঠিক করলাম। সেই সকালের পর, আমি এই ফুলের মতোই ফুটেছিলাম। ছবিগুলো পোস্টের পরপরই সহকর্মী থেকে ভক্ত-অনুরাগী সবাই

তার রূপের প্রশংসা করছেন। উপস্থাপক, মডেল ও অভিনেত্রী শান্তা জাহান লিখেছেন, অ্যাবসোলিউটলি স্টানিং, লাইক এ ফ্লাওয়ার। জান্নাতুল ফেরদৌস নামে এক ভক্ত লিখেছেন, তুমি সুহাসিনী, তুমি মায়াবতী। সুজন মাঝি নামের আরেকজন লিখেছেন, তুমি ফুলের মতো সুন্দর নুসরাত। প্রসঙ্গত, সবশেষ বঙ্গবন্ধুর বায়োপিক 'মুজিব: একটি জাতির রূপকার'-এ দেখা গেছে নুসরাত ফারিয়াকে। শ্যাম বেনেগাল পরিচালিত সিনেমাটিতে শেখ হাসিনার চরিত্রে অভিনয় করেছেন এই অভিনেত্রী।

'শাহরুখও শিল্পী সমিতির সদস্য হতে পারবে, যদি নিয়ম মানে'

বিনোদন ডেস্ক : চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির নব-নির্বাচিত সভাপতি মিশা সওদাগর বলেন, সমিতিতে এখন কোনো বিভাজন নেই। নিয়ম মানলে (ক্রাইটেরিয়া) যে কেউ সমিতির সদস্য হতে পারবে। এমনকি শাহরুখ খানও যদি নিয়ম মানে সেও এসে সদস্য হতে পারবে! বৃহস্পতিবার বিকেলে এফডিসিতে এক সংবাদ সম্মেলনে এমন মন্তব্য করেন মিশা সওদাগর। এ সময় তাকে প্রশ্ন করা হয় সাবেক সেক্রেটারি জায়েদ খানের সদস্যপদ বাতিল করা হয়েছে, জায়েদ কি সদস্য পদ ফিরে পাবেন? প্রশ্নের উত্তরে মিশা সোজাসাপ্টা উত্তর দেন, নিয়ম মানতে পারলে অবশ্যই পাবে। শুধু জায়েদ কেন, শাহরুখ খানও পাবেন। 'শিল্পীরা সবাই ভাই-ভাই' উল্লেখ করে মিশা বলেন, এখানে যারা আছে 'আমরা সবাই রাজা'। এটা আমাদের বড় সৌন্দর্য্য। আর যে ১০৩ জনের সদস্যপদ বাতিল হয়েছিল সেগুলো আবার ফেরত দেয়া হয়েছে। কেন বাদ দেয়া হয়েছিল সেই অতীত টানতে চাই না। নির্বাচনী ইশতিহারে বলেছিলাম যা ওয়ান্স অ্যা মেম্বার, লাইফটাইম মেম্বার। যদি সরকারী কোনো ক্রাইম না করে তাহলে তারা আজীবন সদস্য হয়ে থাকবে। আমাদের মধ্যে অতীতে যে ভেদাভেদের সৃষ্টি হয়েছিল তার আর আছে বলে মনে হয় না। আমরা সবাই এক। সকলের তরে সকলে আমরা। পরাজিত সাবেক সেক্রেটারি নিপুণ সমর্থিত শতাধিক শিল্পীরা মিশা-ডিপজলকে এফডিসিতে সংবর্ধনা দিয়েছে। মিশার কথা, এই সদস্যপদ ফিরে পাওয়া মানুষগুলো না থাকতো আমাদের এত বড় বিজয় আসতো না। যে ১০৩ জন সদস্যপদ পেয়েছেন আপনারা এখন আলাদা করে ১০৩ ভাববেন না। ভাববেন আমরা সবাই মিলে ৫৪০ জন শিল্পী। আমি মনে করি আমাদের প্যানেল ৯৫% সফল। এতে আমরা সবাই গর্বিত। কঠোর কণ্ঠে হুশিয়ারি দিয়ে মিশা বলেন, কেউ যদি সংবিধান পরিপন্থী কাজ করে তাহলে নিশ্চিত তাকে সাজা ভোগ করতে হবে। যে সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়ে দেব শিল্পী সমিতির সংবিধান ও সংগঠন কি জিনিস, ক্যাবিনেটে কারা আছে। গেল ১৯ এপ্রিল চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে হেরেছেন নায়িকা নিপুণ আক্তার। তিনি হেরেছেন ডিপজলের কাছে, তাও ১৬ ভোটে। ভোটের ফলাফলও মেনে নিয়েছিলেন নিপুণ! এমনকি ফলাফল ঘোষণার সময় নব নির্বাচিতদের ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নিয়েছিলেন! তবে মাস পূর্তির আগেই শিল্পী সমিতি

বিজয়ী মিশা সওদাগর ও মনোয়ার হোসেন ডিপজল প্যানেলের নির্বাচিত কমিটির (২০২৪-২৬ মেয়াদের নির্বাচন) ফলাফল বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে একটি রিট করেছেন নিপুণ। রিটে তিনি মিশা-ডিপজলের নেতৃত্বাধীন কমিটির দায়িত্ব পালনে নিষেধাজ্ঞা চাওয়ার পাশাপাশি তদন্ত চেয়েছেন। নিপুণ বলেছেন, নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমার হাতে যেহেতু কারচুপির প্রমাণ আছে, সঠিক বিচার আদালত করবেন। এ মাসের শেষে ঢাকা ফিরবো। আমার কাছে থাকা যথেষ্ঠ প্রমাণ আলাদতে তুললেই সব পরিস্কার হয়ে যাবে। আর এতে করে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছেন সভাপতি ও সেক্রেটার মিশা-ডিপজল। বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে সাংবাদিকদের সাথেও কথা বলেন মিশা সওদাগর ও ডিপজল। এ সময় রিটের বিষয়টি নিয়ে কথা উঠলে নিপুণের উদ্দ্যেশ্যে বাংলা সিনেমার এই 'ভয়ংকর বিষু' বলেন, 'কেস খেলবা, আসো! যেটা খেলার মন চায় সেটাই খেলো। আমরা চাই ভদ্রতা ও নম্রতা। আমরা চাই চলচ্চিত্রকে কীভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়, সেদিকে কাজ করার। আমরা ঝামেলা চাই না।'

কানে দ্যুতি ছড়ালেন ঐশ্বরিয়া

বিনোদন ডেস্ক : কান উৎসব মানেই ঐশ্বরিয়ার গ্ল্যামার আর মোহময়ী লুকে বাজিমাত। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েও কানের লাল গালিচায় দ্যুতি ছড়ানোর দৌড়ে ঐশ্বরিয়া আজও সবার আগে। ৭৭তম কান চলচ্চিত্র উৎসবের দ্বিতীয় দিনে লাল গালিচায় সম্মোহনী জাদু দেখালেন বলিউডের গ্ল্যামার কুইন। ভাঙা হাত নিয়েই ছুটেছেন রেড কার্পেটে। ফাল্গুনি শেন পিককের ডিজাইন করা কালো গাউনে কানের গালিচায় আলো ছড়ালেন ঐশ্বরিয়া। কান চলচ্চিত্র উৎসবের সঙ্গে বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়ার সম্পর্কটা অনেক গভীর। ২০ বছরের বেশি সময় ধরে কানে অংশ নিচ্ছেন এই সাবেক বিশ্বসুন্দরী। প্রতি বছরের মতো এবারেও ঐশ্বরিয়ার পোশাকে ছিল আকর্ষণের কেন্দ্রে। রেড কার্পেটে অভিনেত্রী হেঁটেছেন ফাল্গু-নি-শেন পিককের কালো-সোনালি গাউন পরে। গাউনের লম্বা টেইল নজর কাড়ল সবার। কালো গাউনের সঙ্গে তাঁর ক্যাটস আইলাইনার এবং বোল্ড লিপ ছিল এক্কেবারে মানানসই। সোনালি স্টেটমেন্ট দুলও চোখ টানল। গাউনের টেইল (লেজ) জুড়ে সোনালি ফুল যেন বিকশিত হয়েছে।

এদিন ঐশ্বরিয়ার পোশাকে অন্যমাত্রা যোগ করল তাঁর সাদা রঙা ফোলা স্লিভস। কম্পিটিশন সেকশনের ছবি মেগালোপলিশের স্ক্রিনিংয়ে দেখা মিলল ঐশ্বরিয়ার। মেয়ে আরাধ্যার হাত ধরেই ফ্রান্সে হাজির হয়েছেন বচ্চন বধূ। প্লাস্টার জড়ানো হাতে তাঁকে মুম্বাই এয়ারপোর্টে দেখে চমকে গিয়েছিলেন অনেকেই। রেড কার্পেটেও প্লাস্টার হাতেই দেখা মিলল তাঁর। গত কয়েক মাস ধরেই ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খবরের শিরোনামে ঐশ্বরিয়া। অভিষেকের সঙ্গে ডিভোর্স জল্পনায় ইতি টেনে গত মাসেই বরকে বিবাহবার্ষিকীর আদুরে শুভেচ্ছা জানান নায়িকা। মেয়ের জন্মের পর থেকেই নিজের ক্যারিয়ারে লাগাম টেনেছেন ঐশ্বরিয়া। তবে কান চলচ্চিত্র উৎসবে নিয়মিত হাজির হন তিনি। এক আন্তর্জাতিক বিউটি ব্র্যান্ডের মুখ হিসাবে কানে অংশ নেন ঐশ্বরিয়া। যদিও এর আগে বহুবার কানের পোশাক নিয়ে সমালোচিত হয়েছেন ঐশ্বরিয়া। তবে চলতি বছরে ঐশ্বরিয়ার প্রথম কান লুক কিন্তু সুপারহিট। ভক্ত অনুরাগী থেকে শুরু করে সিনেমাপ্রেমীরা রুপের প্রশংসায় ভাসাচ্ছেন অভিনেত্রীকে।

তালতলীতে তিন ফসলি জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদে মানববন্ধন

তালতলী, বরগুনা প্রতিনিধি : বরগুনার তালতলীতে আরেকটি বিদ্যুৎ প্রকল্প করার জন্য তিন ফসলি কৃষিজমি ও বসতভিটা অধিগ্রহণের চলমান প্রক্রিয়া বন্ধের দাবিতে ঘন্টা ব্যাপী মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী। শুক্রবার বেলা ১১ টার দিকে উপজেলার বড়বগী ইউনিয়নের আগাঠাকুর পাড়া গ্রামে সহস্রাধিক নারী পুরুষ এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন শেষে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, আমরা আমাদের তিন ফসলি কৃষি জমি হারাতে চাই না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি, দেশের উন্নয়ন করতে গিয়ে ১ ইঞ্চিও কৃষি জমি যাতে নষ্ট করা না হয়। আমাদের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা, বিভিন্ন ধর্মীয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কবরসহ শত বছরে পুরোনো বসতভিটা আমরা কোন মূল্যেই হারাতে চাই না। কোন ধরনের যাচাই-বাছাই ছাড়াই এসব জমি অধিগ্রহণ করা হলে এ এলাকার সাধারণ মানুষসহ কৃষক পরিবারগুলো অপূরণীয় ক্ষতির মুখে পড়বে। সরকারের এক শ্রেণির কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে মিথ্যা ও ভুল প্রতিবেদন দাখিল করে এসব জমি অধিগ্রহণ করার পাঁয়তারা চালাচ্ছে। এই জমির অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বন্ধ করা না হলে যেকোনো ধরনের প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তারা। মানববন্ধনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, তালতলী উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মিয়া মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক, বড়বগী ইউপি চেয়ারম্যান আলমগীর মিয়া আলম মুন্সী, কৃষক নেতা শাহজাহান টুকু ও কুদ্দুস মৃধা প্রমুখ। উল্লেখ্য, উপজেলার নিশানবাড়িয়া ইউনিয়নের জয়াল ভাঙ্গায় ২০২২ সালে ৩৬০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনের পর চলমান রয়েছে।

মতলব উত্তরে চরাঞ্চলে রাসেল ভাইপার আতঙ্ক

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার মেঘনা নদীর তীরবর্তী ও চরাঞ্চলে বসবাসরত মানুষ রাসেল ভাইপার (চন্দ্রবোড়া) সাপের আতঙ্কে রয়েছেন। একের পর এক রাসেল ভাইপারের দেখা মিলছে এ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায়। এতে চারদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎ করেই মতলব উত্তরের বোরচরে এই সাপের উপস্থিতি বেশ আতঙ্ক তৈরি করেছে। ভয়ে ধান কাটতে জমিতে যেতে চাইছে না শ্রমিক। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারত থেকে বাংলাদেশে ঢুকছে এই সাপ। বিশেষ করে বন্যা ও নদীর পানিতে ভাসতে ভাসতে বাংলাদেশে ঢুকছে। আর অতিদ্রুত এটি বংশবিস্তার করে চলছে। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার বোরচরে কৃষক সুমন বেপারী তার জমিতে ধান কাটতে গিয়ে দেখা মিলে রাসেল ভাইপার। পরে সবাই মিলে মেরে ফেলে এই বিষধর সাপটিকে। এর আগে ফেব্রুয়ারি মাসে গফুর বাদশার অলুর জমিতে দেখা মিলেছিল ২টি রাসেল ভাইপার। কৃষক সুমন বেপারী জানান সকালে আমার জমিতে ধান কাটতে গিয়ে দেখি ধানের মুঠির নিচে একটি সাপ শুয়ে আছে। সবাই মিলে সাপটিকে মেরে ফেলি, পড়ে দেখি এটি একটি বিষধর রাসেল ভাইপার। এখন ভয়ে কোন শ্রমিক জমিতে ধান কাটতে চাচ্ছে না। বোরচর এলাকার সানাউল্লাহ মাষ্টার জানান, গত কয়েক মাস ধরে বোরচর এলাকার রাসেল ভাইপারের দেখা মিলছে। এতে জমিতে ফসল করতে ভয় পাচ্ছে শ্রমিকরা। উপজেলার এখলাসপুর ইউপি চেয়ারম্যান মো. মফিজুল ইসলাম মুন্না ঢালী বোরচর এলাকার সাপের দেখা মিলছে। সকল কৃষদের সাবধানে ধান কাটার জন্য বলা হয়েছে। মতলব উত্তর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. হাসিবুল ইসলাম জানান, রাসেল্স ভাইপার সাপ অত্যন্ত বিষধর। এর কামড়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। যদিও এর প্রতিষেধক রয়েছে। সময়মতো চিকিৎসা নেওয়া হলে এ থেকে বাঁচা সম্ভব। মতলব উত্তর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ ফয়সাল মোহাম্মদ আলী বলেন, মতলবের চরাঞ্চলে রাসেল ভাইপার সাপের উপদ্রব অনেক বেড়েছে। এখলাসপুর ইউনিয়নের বোরচর এই সাপের উপদ্রব বেশী। এখন কৃষকরা পায়ে বুট পড়ে ধান কাটবেন। আর ধানকাটা সকল শ্রমিকদের বুট দেয়াও অনেকের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আমাদেরকে জানালে ধানকাটা মেশিন দিয়ে সহায়তা করা হবে বলে জানান এই কর্মকর্তা।

বরিশালের দুই উপজেলার ৬০ শতাংশ ভোটকেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ন

বরিশাল প্রতিবেদক : দ্বিতীয় ধাপের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জেলার নদীবেষ্টিত মুলাদী ও হিজলা উপজেলায় ভোটগ্রহণ করা হবে আগামী ২১ মে। ইতোমধ্যে ওই দুটি উপজেলার ৬০ শতাংশ ভোটকেন্দ্রকে অতিগুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা গেছে, হিজলা উপজেলার ৪৯টি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে ১৯টি এবং মুলাদী উপজেলার ৭২টি কেন্দ্রের মধ্যে ৫৪টি অতি গুরুত্বপূর্ণের তালিকায় রয়েছে। এসব কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতে থাকবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

বাগানের আনারস নৌকায় নিয়ে রাঙামাটি শহরে এসেছেন পাহাড়ি নারীরা। কলেজ গেটের নদী ঘাট, রাঙামাটি।

কালীগঞ্জসহ এলাকার নীলকুঠি ও অভিশপ্ত নীল চাষ

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : শত শত বছরের শোষক গোষ্ঠী ইংরেজদের পতন ঘটেছে বহু পূর্বেই। তবে তাদের শোষণের নানা স্মৃতি চিহ্ন,অস্তিত্ব আজও বহন করে চলছে এদেশের বিভিন্ন এলাকা।এসব এলাকার মধ্যে ঝিনাইদহ অঞ্চল অন্যতম।অনুসন্ধানে জানা গেছে, ঝিনাইদহের মাটি চাষাবাদ তথা নীল চাষের জন্য তৎকালীন সময়ে সর্বাধিক উপযুক্ত ছিল।ফলে এখানে প্রত্যক্ষভাবে আগমন ঘটে ইংরেজদের।বিভিন্ন স্থানে গড়ে তোলে নীল কুঠি।আর আজও সেই নীল চাষের স্বাক্ষ্য বহনকরছেএলাকারএনায়েতপুর,নগরবাথান,মধুপুর,ঝিনাইদহ,হাজরাতলা,কলোমনখালী,কালীগঞ্জ ,শিকারপুর,শৈলকুপারবিজুলিয়া,হরিণাকুন্ডুরজোড়াদহ,ধুলিয়া,ধাইনা,সোনাতনপুর,মহেশপুরেরনদীতীরবর্তীএলাকা ও কোটচাঁদপুরের বিভিন্ন জায়গা। এসব এলাকায় রয়েছে অভিশপ্ত নীল চাষের সাঁওতাল সম্প্রদায় সহ আদিবাসী সেই সব শ্রমিক গোষ্ঠী ও কুঠির ধবংসাবশেষ। নীল চাষে ইংরেজ নীলকর সাহেবদের মধ্যে যাদের নাম জানা যায় তাদের মধ্যে মধুপুরের নীল কুঠির কুঠিয়াল টিসিটুইডি,কোটচাঁদপুরের নীল কুঠিয়াল সিনোলব ম্যাকলিউড,ডাম্বল,ব্রীজবেন,নিউ হাউজ সাহেবদের নাম উল্লেখযোগ্য।নীল চাষের সুবিধার্থে ইংরেজরা এ অঞ্চলের রাস্তা ঘাটের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটায়। কলকাতা থেকে ট্রেনে চুয়াডাঙ্গা ও চুয়াডাঙ্গা থেকে ঝিনাইদহ সড়ক উন্নতি ও পাকা করণ করা হয়। নীলকর সাহেবেরা বেশির ভাগ সময় এ অঞ্চলে ঘোড়ার যাতায়াত ও চলাফেরা করত। ব্যাপক কষ্টদায়ক ও নির্যাতনমূলক নীলচাষ করতে কৃষকেরা একপর্যায়ে অনাগ্রহ প্রদর্শন শুরু করে। ১৮৬০ সালের দিকে এ অঞ্চলে নীল চাষের বিরুদ্ধে নির্যাতিত কৃষকেরা বিদ্রোহ করে। লঞ্চ যোগে সফরের সময় হাজার হাজার কৃষক ইংরেজ ছোট লাট গ্রান্ট সাহেবকে কুমার ও কালী নদীতে ঘেরাও করে এবং নীল চাষ বন্ধের প্রতিশ্রুতি আদায় করে।সরকার ১৮৬০ সালেই নীল কমিশন গঠন করতে বাধ্য হয়।কিন্তু কয়েকবছর যেতে না যেতেই নীলকর সাহেবেরা নির্যাতনমূলক চাষ আবারও শুরু করে। ১৮৮৯ সালে শৈলকুপা উপজেলার বিজুলিয়া নীল কুঠির আশপাশের ৪৮ টি গ্রামের কৃষক একত্র হয়ে নীল চাষ বন্ধ করে দেয় এবং নীল কুঠি আক্রমণ করে। এ সময় বিজুলিয়া কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন ডাম্বল সাহেব। নীল চাষের জন্য নীলকর সাহেবেরা এ অঞ্চলে অনেকগুলো যৌথ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিল। এসব প্রতিষ্ঠানকে বলা হতো কনসার্ন। হাজরাপুর বা পোড়াহাটি কনসার্নের অধীনস্থ ১৪ টি নীল কুঠির অধিকারে ভূমির পরিমাণ ছিল ১৬ হাজার বিঘা। আর হরিণাকুন্ডুর জোড়াদহ কনসার্নের অধীনস্থ ৮ টি কুঠির অধিকার ভূক্ত জমির পরিমাণ ছিল ৯ হাজার ৪'শ বিঘা। জোড়াদহ কুঠির ম্যনেজার ছিলে ম্যাকুলোয়ার। 'নীলচাষ' শব্দটি শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে কোনো ইংরেজ সাহেবের হাতে চাবুক,অসহায় কৃষকের চোখে জল,নিরুপায়ের আহাজারি ও ক্ষুধার হিংস থাবা।এখনও বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে সময়ের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনেক নীলকুঠি। ভারতবর্ষে ও বাংলায় নীলচাষের উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও আরও ভেতরের কথাগুলো নিয়েই এই লেখা। দেশীয় আদি পদ্ধতিতে তৈরি এই নীলই ইউরোপের বাজার থেকে সরিয়ে দেয়।

লালমনিরহাটে কুখ্যাত মাদক কারবারি র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তার

লালমনিরহাট প্রতিনিধি : লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলায় ৪১০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ কুখ্যাত মাদক কারবারি জয়নুল আবেদীন (৩৫) কে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। শুক্রবার সকালে হাতীবান্ধা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম মাদকসহ কুখ্যাত মাদক কারবারি জয়নুল আবেদীনকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে র‍্যাব-১৩ এর একটি টহল দল হাতীবান্ধা উপজেলার ভোটমারী বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেন। গ্রেপ্তারকৃত জয়নুল আবেদীন হাতীবান্ধা উপজেলার পূর্ব বিছনদই গ্রামের আজিম উদ্দিনের ছেলে। র‍্যাবের তথ্য অনুযায়ী, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে র‍্যাব-১৩ রংপুরের একটি টহল দল ভোটমারী বিছনদই বাজারে অভিযান চালায়।

নতুন চাল বিক্রি করতে সড়কের পাশে পসরা সাজিয়ে বসেছেন পাহাড়ি নারীপুরুষেরা। ঘিলাছড়ি বাজার, নানিয়ারচর, রাঙামাটি।

কালীগঞ্জে কৃষি জমি ভরাটের দায়ে তিনজনকে ছয় মাসের কারাদন্ড

কালীগঞ্জ, গাজীপুর প্রতিনিধ : হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও কালীগঞ্জের নাগরী ইউনিয়নের গলান মৌজায় 'সিআইভিআইসি' নামে একটি আবাসন কোম্পানি মাটি ও বালু ফেলে কৃষি জমি ভরাট করার দায়ে তিনজনকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এর আগে গত ৪ মে অবৈধভাবে কৃষি জমি থেকে মাটি কেটে বিক্রির দায়ে জড়িত পাঁচজনকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়।বৃহস্পতিবার দিবাগত মধ্যরাতে রাতে কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস এম ইমাম রাজী টুলুর নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করে তাদের এ দন্ডাদেশ দেয়া হয়েছে। দন্ডপ্রাপ্তরা হলো, কালীগঞ্জের পাড়াবর্তা এলাকার সিরাজুলের ছেলে রমজান মিয়া (৩০), নওগাঁর অর্জুনপুর এলাকার আমজাদ হোসেনের ছেলে সেলিম রেজা (৩০) এবং পটুয়াখালীর চাঁনপাড়া এলাকার আবদুল জলিলের ছেলে রাশেদুজ্জামান (৫৫)।জানা গেছে, ২০১৯ সালের ২৭ জানুয়ারি উচ্চ আদালতের বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি আশরাফুল কামালের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এক রিট আবেদনের শুনানি শেষে কালীগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় খাল-বিল, নদী-পুকুর, কৃষি জমি-জলাশয় ভরাট এবং অবৈধ দখলের উপর স্থিতাবস্থা জারি করেছেন। এরপরও আদালতের এই আদেশ অমান্য করেই বিভিন্ন হাউজিং কোম্পানি অনুমোদন ছাড়াই বিভিন্ন এলাকায় কৃষি জমি ও জলাশয়ে ভরাট কার্যক্রম পরিচালনা করে চলছে। বৃহস্পতিবার এমন সংবাদ পেয়ে নাগরী ইউনিয়নের গলান এলাকায় মধ্যে রাতে অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস এম ইমাম রাজী টুলু।

চন্দনাইশে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি প্রকল্পের সঞ্চয়কৃত অর্থের চেক বিতরণ

চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম : চট্টগ্রামের চন্দনাইশে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় সড়ক রক্ষাণাবেক্ষণ কর্মসূচি-৩ (আরই আর এমপি-৩) শীর্ষক প্রকল্পের নারী কর্মীদের সঞ্চয়কৃত অর্থের চেক ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার সকালে উপজেলা হলরুমে নির্বাহী অফিসার মাহমুদা বেগমের সভাপতিত্বে সঞ্চয়কৃত চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, ভারপ্রাপ্ত উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এড.কামেলা খানম রুপা, উপজেলা প্রকৌশলী জুনাইদ আবছার চৌধুরী।

চাঁদপুর জেলা হাসপাতালে ভোক্তার অধিদপ্তরের অভিযান

চাঁদপুর প্রতিনিধি : আড়াইশ শয্যা বিশিষ্ট চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালে রোগীদের দেয়া খাবার ওজনে কম ও বিভিন্ন অনিয়ম করায় ক্যান্টিন মালিককে ৩০ হাজার টাকা এবং আরেকটি বিস্কুট তৈরী কারখানাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চাঁদপুর জেলা কার্যালয়ে বাজার তদারকি টিম। বৃহস্পতিবার দুপুরে নিয়মিত বাজার তদারকির অংশ হিসেবে তদারকি অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চাঁদপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক নুর হোসেন। নুর হোসেন জানান, চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালের ভিতরে ব্যক্তিমালিকানাধীন সঞ্জীব পোদ্দারের ক্যান্টিন। এই ক্যান্টিন থেকে রোগীদেরকে ৩ বেলা খাবার সরবরাহ করা হয়। সরকারি নিয়মানুযায়ি তিন বেলা আহারে যে পরিমাণ খাবার সরবরাহ করার কথা তার চেয়ে অনেক কম পরিমাণে খাবার দেয়া হচ্ছে। সকালে পাউরুটি দেয়ার কথা ২০০ গ্রাম (২৮টাকা) কিন্তু দেয়া হচ্ছে ২০ টাকার পাউরুটি। রুই মাছ দেয়ার কথা ২৩০ গ্রাম করে, তারা দিচ্ছে মাত্র ৮০ থেকে ৯০গ্রাম। তালিকানুযায়ি দেখা যায় যেখানে যা দেয়ার কথা পরিমাণে তার চেয়ে অনেক কম দেয়া হচ্ছে। ওজন পরিমাপক মেশিনও নষ্ট। এ ছাড়া রান্নায় অনিয়ম ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। যা রীতিমত আইন বিরুদ্ধ এবং রোগী অর্থাৎ ভোক্তাদের সাথে স্পষ্টত প্রতারণা। এসব অনিয়মের কারণে সঞ্জীব পোদ্দারের ক্যান্টিনকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া শহরের চিত্রলেখা মোড়ে এবং সদর হাসপাতালের ভিতরে সঞ্জীব পোদ্দারের ক্যান্টিনে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় শহরের চিত্রলেখার মোড়ে হংকং বেকারিতে ক্ষতিকর ক্যামিকেল দিয়ে বিস্কুট তৈরি ও অগ্রিম উৎপাদনের তারিখ দেয়ার অপরাধে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সর্বমোট দুটি প্রতিষ্ঠানকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অভিযানের সহযোগিতায় ছিলো জেলা আনসার ব্যাটালিয়নের একটি চৌকস দল।

কলমাকান্দা গারো পাহাড়ে বনজবৃক্ষ বিলুপ্তির পথে প্রায়

কলমাকান্দা; নেত্রকোনা প্রতিনিধি : কেবল এক যুগ আগেও কলমাকান্দার গারো পাহাড় ছিল গভীর অরন্য বনজবৃক্ষে ঘেরা সৌন্দর্যের আধার। বনসম্পদে ঠাসা ছিল। কিন্তু তৎকালিন বন কর্মকর্তা বন কর্মচারী ও কাঠ চোরদের যোগসাজশে সীমাহীন দূর্নীতির ফলে ব্যাপক বৃক্ষনিধন, লোকবল সংকট, উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার অভাবে বিলুপ্তির পথে এই বনজবৃক্ষ ও বনজসম্পদ। ওই সময়ে গারো পাহাড়ে ছিল শিল্পের কাঁচামাল, ঔষধি, দামি শাল গজারি কাঠ ও ফলদ উদ্ভিদসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন উদ্ভিদ। কিন্তু এখন সেই গারো পাহাড় বিরান ভুমিতে পরিনত প্রায়। এ উপজেলায় ২০১২-১৪ সালের জরিপে উঠে আসে সীমান্তঘেষে প্রায় ২৭৬৫ টিলা ভুমি, ১৯৫ কিলো রোড বাগান, ৭২ সমতল বর্ডার রোড কিলো একর বনভূমি রয়েছে। কিন্তু বন বিভাগের সীমাহীন দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতির কারণে ব্যাপক বৃক্ষ নিধন ও বন কর্মকর্তা কর্মচারী ও চোরাইকাঠ ব্যবসায়ী,লোকবল সংকট, উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার অভাবে বিলুপ্তির পথে বনজবৃক্ষ এই বনজসম্পদ। এখন এই পাহাড়ে শোভা পাচ্ছে পরিবেশ বিধ্বংসী বিদেশী ইউক্লিপটাস, একাশিয়াসহ নানা প্রজাতি গাছ। তৎকালীন সময়ে করা হয়েছে প্রকৃতিক বন কেটে এসব পরিবেশ বিধ্বংসী বিদেশী কাঠের বনায়ন। তখনও সাংবাদিকরা লিখেছিল, বন কেটে বনায়ন শিরোনামে। তাতে কিছুই হয়নি। বর্তমানে সামান্য কিছু বনায়ন যা নিত্যান্তই লোক দেখানোর জন্য। বন কেটে বনায়নেও বন কর্মকর্তাদের ব্যাপকভাবে পকেট ভারী হলেও সৌন্দর্য হারাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী গারো পাহাড়! বন সৃষ্টির নামে আখের গোছায় বনমালীগণেরা। মূল্যমান গাছ গাছড়া কেটে কেন এসব অকাঠ্য পরিবেশ বিধ্বংসী বৃক্ষ রোপন করা হয় তা বনবিভাগই ভালো জানেন। তবে এতে যে পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শুধু তাই নয়, এই জরাজীর্ণ বনাঞ্চলে খড়া মৌসুমে আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয় প্রকৃতিক নানা ঔষধি গাছ। প্রায় সময় অভিযোগ ওঠে, যেসব বাগান করা হয়েছে বা হয়ে থাকে তাতেও কাঠ চোরদেরকেও ওইসব বাগানের অংশীদার করা হয়! যাদের মাধ্যমে উজার করে চোরি হয়ে যাচ্ছে নানা প্রজাতির কাঠ। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন বাগান পুড়িয়ে, সৃজনকৃত কাগজ পত্রাদি তৈরি করে সরকারি বনের শত শত একর জমি দখলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগও রয়েছে। অপরদিকে বাগান করা হলেও তা সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। নানা দুর্লভ প্রজাতির গাছ ছিল গোটা গারো পাহাড়জুড়ে, আজ আর ঐসব বনজবৃক্ষ ঔষধি গাছগুলো বিলুপ্তির পথে। অনেক দূষপ্রাপ্য উদ্ভিদে যেখানে ঠাসা ছিল, বর্তমানে বলতে গেলে সেখানে বৃক্ষশূন্য প্রায়। জেলার রেঞ্জ অফিসার রফিকুল ইসলাম জানান, এখনও জনবল সঙ্কট রয়েছে এখানে। ফলে গারো পাহাড় সামাল দেয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।

গফরগাঁওয়ে ৩৬ বছর শিক্ষকতার পর রাজকীয় বিদায় সংবর্ধনা

গফরগাঁও, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : অবসরজনিত বিদায়কে চিরস্মরণীয় করে রাখতে পুস্পসজ্জিত সাজানো প্রাইভেটকার গাড়িতে করে সহকারী শিক্ষক মোঃ লিয়াকত আলী খানকে রাজকীয় বিদায় সংবর্ধনায় জানিয়েছেন গফরগাঁও উপজেলায় শাঁখচূড়া উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা। গত বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় স্কুল হলরুমে শিক্ষকের অবসরজনিত বিদায় উপলক্ষে 'বিদায়ী সংবর্ধনা' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান শিক্ষক মোঃ জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সহকারী প্রধান শিক্ষক শাহ মোঃ আকবর হোসাইনের পরিচালনায় সদ্য অবসরে যাওয়া শিক্ষক মোঃ লিয়াকত আলী খানকে ফুলেল শুভেচ্ছায় সংবর্ধিত করা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শুরুতেই পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও মানপত্র পাঠ করেন শিক্ষার্থী রাব্বি খান ও জেরিন নাহার। পরে বিদায়ী শিক্ষকের বিভিন্ন স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক মাহমুদুল হাসান, ফারজুল ইসলাম, আশরাফুল আলম, ২০২২ ব্যাচের শিক্ষার্থী জান্নাতুল ইসলাম ও ২০২৪ ব্যাচের শিক্ষার্থী মাহমুদুল হাসান মাসুমসহ বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা প্রমুখ। অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায়ী শিক্ষক মোঃ লিয়াকত আলী খান তার বক্তব্যে বলেন, আমার কর্মজীবনে সেরা সঞ্চয় পেয়েছি আজ আপনাদের ভালোবাসায়। আজকে আমাকে দেওয়ার রাজকীয় এ সংবর্ধনা-সম্মান বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও এলাকার সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে উৎসর্গ করলাম। আপনাদের ভালোবাসায় আমি ধন্য। এ সম্মান আজীবন মনে রাখবো। বিদায় নিচ্ছি ঠিকই, কিন্তু আমার মন আজীবন আপনাদের সেবক হয়েই থাকবে।অনুষ্ঠানে বিদায়ী সহকারী শিক্ষক লিয়াকত আলী খানকে নগদ দশ হাজার টাকা, ক্রেষ্ট, বিভিন্ন উপহার সামগ্রী দেয়া হয়। বেলা আড়াইটায় বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ব্যবস্থাপনায় পুস্পসজ্জিত সাজানো প্রাইভেটকার গাড়ি করে সহকারী শিক্ষক মোঃ লিয়াকত আলী খান হাতে ফুলে তোড়া, সম্মাননা স্মারক ও নানা ধরনের উপহার নিয়ে উপজেলার উস্থি ইউনিয়নের ধাইরগাঁও গ্রামে বাড়ি ফিরলেন। দীর্ঘ ৩৬ বছরের কর্মজীবনের শেষ কর্ম দিবসে বিদায় বেলায় চোখে ছিলো পানি, তবুও স্নিগ্ধ হাসি দিয়ে সহকর্মী, শিক্ষার্থী ও সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলেন তিনি। উল্লেখ্য, মোঃ লিয়াকত আলী খান ১৯৮৮ সালের ১৫ অক্টোবর ওই বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছিলেন।

সাতক্ষীরায় অন্ত:কক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সাতক্ষীরায় অন্ত:কক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার সকাল ৯টায় সাতক্ষীরা অফিসার্স ক্লাবে জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভানেত্রী ও জেলা প্রশাসক পত্নী জেসমিন জাহানের সভাপতিত্বে ও সদস্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নুসরাত জাহান অনন্যার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ফারহা দীবা খান সাথী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট ফরিদা আক্তার বানু, জেসমিন নাহার, শাহিনুর আক্তার টুম্পা, মহসেনা শেখ, সদস্য নাসরিন খান লিপি, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মিসেস করিমুন নেছা, জেসমিন আক্তার চন্দন, সদস্য শাহানা মহিদ বুলু, মারুফা আক্তার স্বপ্না, ইসমত আরা, রুপালি খান, মমতাজ খাতুন মীরা, জ্যোৎস্না দত্ত, লাবনী দত্ত প্রমুখ।

আমে ভরা সাতক্ষীরার বাজার

এফএনএস (সাতক্ষীরা) : সাতক্ষীরা শহরের সুলতানপুর বড়বাজারে গ্রাম থেকে আসছে শতশত ভ্যানভর্তি পরিপক্ব আম। বাগানের গাছ থেকে পেড়ে এসব আম এনে রাখা হচ্ছে আড়তে। সেখান থেকে কিনছেন ক্রেতারা। জেলার বাইরে রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হচ্ছে এসব আম। গত ৯ মে থেকে শুরু হয়েছে আম পাড়া। জাত ভেদে আম পাড়া চলবে জুন মাস পর্যন্ত। ইতোমধ্যে বাজারে উঠেছে গোবিন্দভোগ, গোপালভোগ, গোলাপখাস, সরিষাখাস জাতের আম। স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় এসব আম কিনতে আসছেন ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জেলার ক্রেতারা। এসব ক্রেতারা আবার অনলাইনের অর্ডার নিয়ে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠাচ্ছেন সাধারণ খুচরা ক্রেতার কাছে। কাকডাকা ভোর থেকেই জমে উঠছে আমের হাট। শুক্রবার সকালে দেখা গেছে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে আসছে সারি সারি আমভর্তি ভ্যান। যতদূত দৃষ্টি যায় ততদূর শুধু আমের ভ্যান। আমের বাজারে তিল ধারণের জায়গা নেই। ক্রেতার ভিড়ও লক্ষ্যণীয়। আমে সয়লাব সুলতানপুর বড়বাজার। যেদিকে তাকানো যাবে, সেদিকেই আম আর আম! নাগরিক নেতা অধ্যক্ষ আশেক-ই-এলাহী বলেন, আবহাওয়া, জলবায়ু ও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে আগেভাগে বাজারে আসে সাতক্ষীরার আম। সাতক্ষীরা বড় বাজার ঘুরে দেখা যায়, সাতক্ষীরা ডেনাইট কলেজ মোড় থেকে শুরু করে বড় বাজার পর্যন্ত বড় লম্বা লাইন। সারি সারি আমভর্তি ভ্যান ঢুকছে আর বের হচ্ছে। এদিকে, আমের বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে চলছে দর কষাকষি। আম ব্যবসায়ী হুমায়ুন কবির জানান, সাইজ ও রকম ভেদে গোবিন্দভোগ আম ২ হাজার ৭শ্ব থেকে ২ হাজার ৮শ্ব টাকা মণ, গোপালভোগ ২ হাজার ৫শ্ব থেকে ২ হাজার ৬শ টাকা মণ দরে বিক্রি হচ্ছে। তবে অনেকেই বলছেন, আমের সাইজ এবং রঙ অনুযায়ী দামের হেরফের হচ্ছে। যে আমের সাইজ অনেক ভালো, তার দর বেশি।এদিকে, সাতক্ষীরার সুমিষ্ট আম ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ভোক্তার হাতে পৌঁছে দিচ্ছেন অনেক যুব উদ্যোক্তা। তাদের মধ্যে একজন অপূর্ব রায়। তিনি বলেন, প্রতিবছর আমরা এই সময় আমের ব্যবসা করি। আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে আমের দামদর নিয়ে পোস্ট করি এবং মার্কেটিং করি। তারপর ক্রেতা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে আমরা তাদের ঘরে আম পৌঁছে দিই। আমরা শুধু মাধ্যম হয়ে কাজ করি, যার ফলে আমাদের কিছু লাভ থাকে। এই সময়টা সাতক্ষীরাসহ বাইরের অনেক উদ্যোক্তা এখানে অবস্থান করে অনলাইনে আমের ব্যবসা করেন।

সোমালিয়

কোপা আমেরিকার আগে আর্জেন্টিনার দুই ম্যাচের সূচি নির্ধারণ

স্পোর্টস ডেস্ক : কোপা আমেরিকার বেশিদিন বাকি নেই। আগামী ২০ জুন থেকে গড়াবে ফুটবলের এই জমজমাট আসরটি। প্রথম দিনই মাঠে নামবে কোপার বর্তমান চ্যাম্পিয়ন তথা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। তবে, কোপা আমেরিকায় নিজেদের মিশন শুরুর আগেও দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে লিওনেল স্কালোনির দল। ওই দুই ম্যাচের প্রতিপক্ষ ও সূচি নির্ধারণ হয়ে গেছে। এক বিবৃতিতে বিষয়টি জানিয়েছে আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। কোপা আমেরিকার আগে যুক্তরাষ্ট্রে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। যার মধ্যে একটিতে প্রতিপক্ষ লাতিন আমেরিকার ইকুয়েডর, আরেকটিতে মধ্য আমেরিকার দল গুয়েতেমালা। বিবৃতি অনুসারে প্রথম ম্যাচে ৯ জুন শিকাগোর সোলজার ফিল্ড স্টেডিয়ামে ইকুয়েডরের বিপক্ষে খেলবেন লিওনেল মেসিরা। পরের ম্যাচে ১৪ জুন ওয়াশিংটন ডিসিতে মোকাবিলা করবে গুয়েতেমারাকে। মূল পর্বে ২০ জুন কানাডার মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। ওই ম্যাচটি হবে আটালান্টার মার্সিডিজ বেঞ্জ স্টেডিয়াম। এরপর ২৫ জুন নিউজার্সিতে চিলির মুখোমুখি হবে মেসির দল। তৃতীয় ম্যাচ হবে মায়ামিতে। সেটি হবে পেরুর বিপক্ষে।

কলাবাগানের জয়, জেসিয়ার সেঞ্চুরি, সাবেকুনের ৫, ফারজানার ৯৪

স্পোর্টস ডেস্ক : নতুন মৌসুমে জেসিয়া আক্তার ফিরলেন সেই আগের রূপেই। গত আসরে অসাধারণ পারফর্ম করা ব্যাটার এবারও জ্বলে উঠলেন প্রথম ম্যাচেই। মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ভারতীয় ওপেনার উপহার দিলেন ঝড়ো এক সেঞ্চুরি। পরে সাবেকুন নাহারের দুর্দান্ত বাঁহাতি স্পিনে বড় জয়ে তারা লিগ শুরু করল বড় জয়ে। ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন উইমেন'স ক্রিকেট লিগের উদ্বোধনী দিনে সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগান ফারজানা হকও। শেষ পর্যন্ত তিন অঙ্ক ছুঁতে না পারলেও ৯৪ রানের অপরাজিত ইনিংসে রূপালী ব্যাংক ক্রীড়া পরিষদকে জেতান অভিজ্ঞ ওপেনার। দিনের আরেক ম্যাচে মেহেরুন নেসার বাঁহাতি স্পিনে অনায়াস জয় পায় কলাবাগান ক্রীড়া চক্র। **জেসিয়ার সেঞ্চুরি, সাবেকুনের ৫ উইকেট** বিকেএসপির ১ নম্বর মাঠে জাবিদ আহসান ক্রিকেট ক্লাবকে ২৫৪ রানে হারায় মোহামেডান। ৩০৫ রানের পুঁজি নিয়ে প্রতিপক্ষকে ৫১ রানে গুটিয়ে দেয় গতবারের রানার্স-আপরা। গত লিগে মোহামেডানের হয়ে দুটি বিধ্বংসী সেঞ্চুরি করা জেসিয়া এবার প্রথম ম্যাচে খেলেন ৬৯ বলে ১০২ রানের ইনিংস। ১৬ চারের সঙ্গে ৩ ছক্কায় ম্যাচ সেরার পুরস্কার জেতেন কাশ্মীরের ৩৫ বছর বয়সী ক্রিকেটার। জাতীয় দলের বাঁহাতি ওপেনার মুর্শিদা খাতুনের সঙ্গে উদ্বোধনী জুটিতে ১৪০ রান যোগ করেন জেসিয়া। ৪৫ বলে ৩৭ রান করে ফেরেন মুর্শিদা। তিন নম্বরে নেমে ৪৬ বলে ৩১ রানের ইনিংস খেলেন আন্তর্জাতিক মঞ্চে এখনও নিজের সামর্থ্য প্রমাণের অপেক্ষায় থাকা সোবহানা মোস্তারি। অনেক দিন ধরে জাতীয় দলের বাইরে থাকা অভিজ্ঞ রোমানা আহমেদের ব্যাট থেকে আসে ৪১ রান। পরে সাবেকুনের বাঁহাতি স্পিনের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি জাবিদ আহসান ক্রিকেট ক্লাব। ৩ ওভারে মাত্র ৪ রান খরচায় ৫ উইকেট নেন সাবেকুন। জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক সালমা খাতুন ১৪ রানে নেন ২ উইকেট। **ফারজানার অপরাজিত ৯৪, লতার ৫৯** গত ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে সেঞ্চুরির পর থেকে ঠিক আপন চেহারায় ছিলেন না ফারজানা হক। ছন্দে ফেরার অভিযানে লিগের প্রথম ম্যাচেই তিনি খেললেন ৯৪ রানের ইনিংস। জাতীয় দলে জায়গা ফিরে পাওয়ার লড়াইয়ে থাকা লতা মন্ডল করলেন ৫৯ রান।

ফোর্বসের তালিকায় সর্বোচ্চ আয় করা ক্রীড়াবিদ রোনালদো, তিনে মেসি

স্পোর্টস ডেস্ক : গত এক বছরে ২৬ কোটি মার্কিন ডলার আয় করেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তাতেই যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত ম্যাগাজিন ফোর্বসের সর্বোচ্চ আয় করা ক্রীড়াবিদের তালিকায় চতুর্থবারের মতো শীর্ষে থাকলেন ৩৯ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। গত বছরে এই তালিকায় শীর্ষে ছিলেন তিনি।

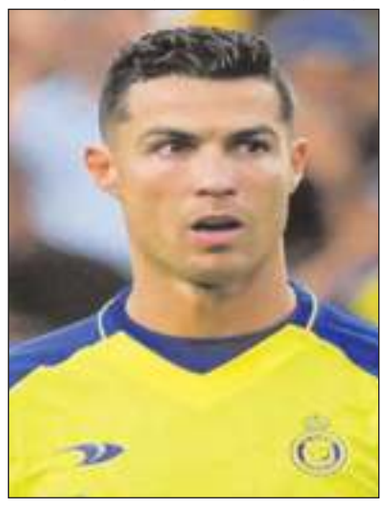

তবে পেছনে নেমেছেন রোনালদোর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসি। তাকে টপকে দুইয়ে আছেন স্প্যানিশ গলফার জন রাম। বছরে তার আয় ২১.৮ কোটি মার্কিন ডলার। সে তুলনায় অনেকটাই কম মেসির। গত এক বছরে সাড়ে ১৩ কোটি ডলার আয় করেছেন তিনি। ফোর্বসের তালিকায় এই প্রথম সেরা দশে থাকা সব অ্যাথলেটই বছরে ১০ কোটি ডলারের বেশি আয় করেছেন। তাদের সম্মিলিত আয় ১৩৮ কোটি মার্কিন ডলার। রোনালদো-মেসি ছাড়াও এই তালিকায় যথাক্রমে ছয়, সাত ও আটে আছেন- কিলিয়ান এমবাপ্পে (১১ কোটি ডলার), নেইমার (১০.৮ কোটি) ও করিম বেনজেমা (১০.৬ কোটি)। রোনালদো ২৬ কোটির মধ্যে ২০ কোটি ডলারই পেয়েছেন আল নাসরের কাছ থেকে। মাঠের বাইরে বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য কিছু তাকে তার আয় ছিল ৬ কোটি ডলার। মাঠ থেকে অবশ্য মাঠের বাইরে মেসির আয় বেশি। ফুটবল খেলে তিনি পারিশ্রমিক পেয়েছেন সাড়ে ৬ কোটি ডলার। আর মাঠের বাইরে থেকে আয় করেছেন ৭ কোটি ডলার।

প্রথমবার খেলতে আসছে আফ্রিকার উগান্ডা

স্পোর্টস ডেস্ক : ২৬ মে থেকে ৪ জুন ১২টি দেশ নিয়ে ঢাকায় হতে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু কাপ আন্তর্জাতিক কাবাডি। টুর্নামেন্টে টানা তিনবারের চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ। এবারের চতুর্থ আসরের শুরুতে শক্তিশালী পাকিস্তানের আসার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে তাদের জায়গায় প্রথমবার আফ্রিকার উগান্ডা খেলতে আসছে। এই আসরে স্বাগতিক বাংলাদেশের সঙ্গে খেলবে ইউরোপের পোল্যান্ড, আফ্রিকার কেনিয়া ও এশিয়ার দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ইরাক, শ্রীলঙ্কা ও নেপাল। প্রথমবারের মতো অংশ নেবে সবশেষ দুই বিশ্বকাপে সেমিফাইনাল খেলা দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও থাইল্যান্ড। ১২ দল চূড়ান্ত করা নিয়ে কাবাডি ফেডারেশনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নেওয়াজ সোহাগবলেছেন, 'মূলত ভিসা জটিলতার কারণে পাকিস্তান দল খেলতে আসতে পারছে না। ওদের বেশিরভাগ খেলোয়াড় সার্ভিসেস দলে খেলে থাকে। তাই এখানে এসে খেলা কঠিন। পাকিস্তানের বদলে আফ্রিকার নতুন শক্তি উগান্ডাকে আসতে যাচ্ছে। যদিও দলটি এখনও বিশ্বকাপে খেলেনি। তবে আফ্রিকার দলগুলোর মধ্যে ভালো করছে বলে নেওয়াজ সোহাগ বলেছেন।

ফ্রান্সের ইউরো দলে জায়গা পেল কান্তে

স্পোর্টস ডেস্ক : ফ্রান্সের ২০১৮ বিশ্বকাপ জিতেছেন এনগোলে কান্তে। এরপর ইনজুরির কারণে মিস করেন ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপ। ক্লাব ক্যারিয়ারে ইউরোপ ছেড়ে সৌদি প্রো লিগে পাড়ি জমিয়েছেন এই ফরাসি মিডফিল্ডার। তবে কান্তেকে নিয়েই আসন্ন ইউরো দল ঘোষণা ফ্রান্স। বৃহস্পতিবার ইউরোকে সামনে রেখে ২৫ সদস্যের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছে ফ্রান্স। এই দলে জায়গা পেয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের লেফট ব্যাক ফেরল্যান্ড মেন্ডি। তিনিও ফ্রান্সের হয়ে দুই বছর কোনো ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি। এছাড়াও দলে আছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে, অ্যান্তোনিও গ্রিজম্যান, উসমান ডেম্বেলে, কোলো মুয়ানিদের মতো নিয়মিত মুখ। কান্তেকে দলে নেওয়ার ব্যাখা দিয়ে ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশম বলেন,ওআমরা তাকে নিয়মিত অনুসরণ করেছি। নিয়মিত প্রচুর ম্যাচ খেলে সে তার সামর্থ্য ফিরে পেয়েছে। মার কাছে তার জায়গাটা পরিষ্কার। তাকে ফেরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আমার বিশ্বাস, তাকে পেয়ে ফ্রান্স ফুটবল দল আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। **ফ্রান্সের ইউরো দল** গোলরক্ষক: আলফনসো আরিওলা (ওয়েস্ট হ্যাম), মাইক মাইগনান (এসি মিলান), লোইস সাম্বা (আরসি লেন্স)। ডিফেন্ডার: জুলেন কুন্দে, জোনাথন ক্লস, বেঞ্জামিন পাভার্ড, ইব্রাহিমা কোনাতে, দায়ত উপামেকানো, উইলিয়াম সা-

লবা, থিও হার্নান্দেজ, ফেরল্যান্ড মেন্ডি। মিডফিল্ডার: এডওয়ার্ড কামাভিঙ্গা, ইউসুফ ফোফানা, এনগোলো কান্তে, আদ্রিয়ান র‍্যাবিয়ট, জাইরি এমেরি, অরেলিন চুঁয়ামেনি, অ্যান্তোনিও গ্রিজম্যান। ফরোয়ার্ড: উসমান ডেম্বেলে, অলিভার জিরু, কোলো মুয়ানি, কিলিয়ান এমবাপ্পে, মার্কাস থুরাম, কিংসলে কোম্যান, ব্রাডলি বারকোলা।

অনির্দিষ্টকালের জন্য মাঠের বাইরে জশ টং

স্পোর্টস ডেস্ক : ঘরের মাঠে গ্রীষ্মের শুরুতেও জশ টংকে পাবে না ইংল্যান্ড। চোটাক্রান্ত জায়গায় নতুন করে ব্যথা পেয়েছেন তিনি। এতে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছিটকে গেছেন এই পেসার। বুকের মাংসপেশির চোটে গত অগাস্ট থেকে মাঠের বাইরে আছেন টং। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ভারত সফরে খেলতে পারেননি তিনি। একই জায়গায় আবার চোট পেয়ে ফেরার অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হলো ২৬ বছর বয়সী এই পেসারের। ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড এক বিবৃতিতে বলেছে, "আগের চোটের জায়গায় নতুন করে ব্যথা পেয়েছে জশ। কবে সে মাঠে ফিরবে, তার কোনো সময়সীমা নেই।" গত বছরের জুনে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেক হয় টংয়ের।

ব্রাজিলে ২০২৭ ফুটবল বিশ্বকাপ

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০২৭ নারী ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজক হতে জোট বেঁধেছিল ইউরোপের তিন জায়ান্ট দেশ নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম ও জার্মানি। তাদের সঙ্গে লড়াই ছিল লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলের। ফিফা কংগ্রেসে ভোটাভুটি শেষে আসন্ন দশম নারী বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছে ব্রাজিল। শুক্রবার ব্যাংককে ফিফা কংগ্রেসে ভোটাভুটিতে ১১৯টি ভোট পায় ব্রাজিল। অন্যদিকে, যৌথভাবে আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া বেলজিয়াম-নেদারল্যান্ডস-জার্মানির ভাগে পড়ে ৭৮টি ভোট। অবশ্য চূড়ান্ত ভোটাভুটির আগে ব্রাজিলের দিকেই পাল্লা ভারী ছিল।

ব্রাজিলে বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে উচ্ছ্বসিত ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। তিনি বলেন, ওব্রাজিলকে অভিনন্দন। আশা করি সর্বকালের সেরা নারী বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে এটি। বিএনজিকে (বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস ও জার্মানি) অনেক ধন্যবাদ চমৎকার একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য। এদিকে দায়িত্ব পেয়ে ভীষণ উচ্ছ্বসিত ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের সভাপতি এদনাল্দো রদ্রিগেজ। তিনি বলেন,ওআমরা জানতাম বিজয় আসবে। অহংকার করে বলছি না, নিশ্চিতভাবেই আমরা সেরা বিশ্বকাপ উপহার দেব।

লাইফস্টাইল

সৌন্দর্যের স্বর্গ লামায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ছোটবেলা থেকে খুব বেশি দূরে কখনো ভ্রমণ করা হয়নি। অষ্টম শ্রেণিতে থাকা অবস্থায় শেখ রাসেল স্মৃতি পার্ক, রাঙ্গুনিয়া যাওয়া হয়েছিলো। ভ্রমণ বলতে শুধু এই স্মৃতিটুকু নিয়েই বড় হচ্ছিলাম। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বদৌলতে বান্দরবানের ভিডিও বা বিভিন্ন ভ্লগ প্রায়ই দেখতাম আর আফসোস করতাম। ইশ্, যদি যেতে পারতাম! তাই যখন বান্দরবান যাওয়ার সুযোগ আসলো কালক্ষেপণ না করেই রাজি হয়ে যাই। সাথে কিছু সদস্য যোগাড় করে নিই (আমার মেজভাবি, ভাই, ভাগ্নে ও আমি)। মূলত আমরা ভাবির বোনের চাকরির স্থল লামায় যাবো বলে ঠিক করেছিলাম। ১১ জানুয়ারি সন্ধ্যায় পরিকল্পনা করি যাওয়ার। যেই ভাবা সেই কাজ। সন্ধ্যায় টিউশন সেরে, রাতে একটি অনলাইন ক্লাস করে ১২ টার দিকে ব্যাগপত্র গুছিয়ে নেই। পরদিন ১২ জানুয়ারি সকাল ৬ টায় ঘুম থেকে উঠে, সকালের নাস্তা করে, ৭টায় বাস স্টেশনের দিকে রওনা দিই, বাস স্টেশনে সাড়ে ৭ টায় পৌছাই। দিনটি শুক্রবার হওয়ায় বাসের টিকিট মোটামুটি শেষ হয়ে যায়। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর সকাল ৮টা ১০ মিনিটের সৌদিয়া বাসের শেষ চারটি টিকিট পেয়ে যাই, বাসটি যথাসময়ে ছেড়ে দেয়। কানে হেডফোন গুঁজে গান শুনতে শুনতে যাওয়ার রাস্তা উপভোগ করতে থাকি। সাড়ে ৯টার দিকে বাসটি লোহাগড়া একটি হোটেলের সামনে ১৫ মিনিটের বিরতি দেয়। ১৫ মিনিট পর আবার বাসটি রওনা দেয় এবং ১১টায় চকরিয়ায় নেমে যায়। চকরিয়া থেকে মাতামুহুরি বাসের টিকিট কেটে (জনপ্রতি ৭০ টাকা) আমরা লামার উদ্দেশ্য রওনা দেই। মূলত মাতামুহুরি ব্রীজের প্রবেশপথ থেকেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে উপভোগ করা শুরু করি। উঁচু নিচু সব পাহাড়; প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য্যে উপভোগ করতে করতে আজিজনগর, পাইতং, হাসির দিঘী, ইয়াংছা, লাইনজিরি স্থানসমূহ অতিক্রম করে দুপুর ১২টায় লামা পৌছালাম। সেদিন জুমার দিন ছিলো বিধায় মেজভাই এবং ভাগ্নে নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে গেলো। ভাবি আর তার বোন মিলে দুপুরের খাবারের আয়োজন করেছিল, সাথে আমি ছিলাম তাদের বিনোদন দানকারী হিসেবে। দুপুরের খাবার শেষে আমাদেরকে (আমি এবং ভাগ্নেকে) বলা হলো কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে, কিন্তু আমরা মানতে নারাজ। আমাদের যুক্তি হচ্ছে, আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি, ঘুমাতে আসিনি। আমি আর আমার ভাগ্নে মিলে চলে গেলাম লামা থানা এবং আশেপাশের জায়গাসমূহ দেখতে। লামা থানার পিছনে চেয়ারম্যান পাড়া ও টিএনটি পাড়া গিয়ে দেখি সেখানে বেশ কয়েক রকমের ফসলি জমি। সেখানে ফুলকপি, বাঁধাকপি, ভুট্টা, মরিচ এবং টমেটোর চাষ করা হয়েছে। একটু সামনের দিকে এগিয়ে টিএনটি পাড়ার কিছু মহিলা বাসিন্দার সাথে কুশল বিনিময় করলাম। তাদের সাথে আলাপের এক পর্যায়ে ২০২৩ সালের আগস্ট মাসে সংগঠিত ৫ দিনব্যাপি বন্যায় তাদের মানবেতর জীবন সম্পর্কে জানতে পারি। ওই এলাকার বাড়িগুলো পাহাড়ের ঢিবির উপরে ছিল। বন্যার প্রথম দিকে তারা মনে করেছিলো পানি একটু পর নেমে যাবে তাই তারা আশ্রয় কেন্দ্রে যায়নি। পরবর্তীতে যখন পানির পরিমাণ বেড়ে যায় তখন তারা আর আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে পারেনি। তাদের পাশেই ছিল একটি খাল যা মাতামুহুরি নদীর সাথে সংযুক্ত। খালটি দিয়ে মাঝে মাঝে নৌকা চলাচল করলেও তারা কোনো সাহায্য পায়নি। যদিও এটি পাহাড়ি এলাকা ছিল, তারা তিনদিন শুকনো খাবার খেয়ে বাচ্চাদের নিয়ে একটি খাটের উপর উঁচু তক্তায় দিন যাপন করেছিলো। এরপর মহিলাদের জীবন ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন গল্পও শুনলাম। টিএনটি পাড়ায় ঘন্টা খানেক ব্যয় করে আবার ফিরে আসলাম। এবার ভ্রমনসঙ্গীদের সাথে বিকাল ৪টায় রওনা দিলাম বীর বাহাদুর কাননে। স্থানীয়রা এটিকে এটিকে পৌরসভা নামে চিনেন। এখানের ৩০০ আসনের এমপি বীর বাহাদুরের নামানুসারে বীর বাহাদুর কানন নাম রাখা হয়েছে। বিকালে নিজের পরিবার নিয়ে সময় কাটানোর উপযুক্ত একটি স্থান। সেখানে বেশ অনেকক্ষণ সময় কাটানো হয়েছিলো। সৌভাগ্যবশত সেখানে কিছু পরিচিত এবং এলাকার মানুষের সাথে দেখা হয়ে যার ফলে আমাদের আড্ডা বেশ জমে উঠে। অবশেষে সাড়ে সাতটায় আমরা স্থানটি ত্যাগ করে ফিরে আসি। বলে রাখি, লামায় অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ছিল। মোটা মোটা সোয়েটার পরেও ঠাণ্ডাকে দমাতে পারছিলাম না। চট্টগ্রামে বিশেষ তেমন ঠাণ্ডা অনুভব হয় না। তাই লামার ঠাণ্ডা আমাদের জন্য একটু কষ্টকর ছিলো বটে। ১৩ জানুযারি সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে ৭টার মধ্যে নাস্তা সেরে আমি, আমার মেজ ভাই ও আমার ভাগ্নে মিলে স্থানীয়দের সাপ্তাহিক বাজার দেখার জন্য বের হই।

দৈনিক কতটুকু ভিটামিন সি খাবেন?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : শরীর ঠিক রাখতে দরকার প্রয়োজনীয় পুষ্টি। শরীরকে ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রস্তুত করতে ভিটামিন সি অত্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভিটামিন সি যুক্ত খাবারে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। ভিটামিন সি দেহের এমন কিছু প্রাণরাসায়নিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত, যার সঙ্গে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার সম্পর্ক রয়েছে। তারপরও ভিটামিন সি খেতে হবে সঠিক পরিমাণে। অতিরিক্ত ভিটামিন সি খেলে গ্যাস্ট্রিক ও ডায়রিয়ার মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে। দৈনিক ভিটামিন সি এর মাত্রা ভিটামিন সির দৈনিক সুপারিশকৃত মাত্রা হচ্ছে ৯০ মিলিগ্রাম। পূর্ণবয়স্ক পুরুষের জন্য দৈনিক ৯০ মিলিগ্রাম ও নারীর জন্য ৮০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি প্রয়োজন। তবে স্তন্যপান করানো মায়েদের জন্য পরিমাণে কিছুটা বেশি (হতে পারে ১০ বা ২০ গ্রাম) ভিটামিন সি খাওয়া দরকার। ভিটামিন সি জাতীয় খাবার লেবু ও লেবুজাতীয় ফল ভিটামিন সি এর চমৎকার উৎস। মালটা, কমলা, আঙুর, আনারস, কাঁচা আম, জাম্বুরা, পেঁপে, কলা জাম ইত্যাদিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি।

অনেক পুষ্টিগুণের আনারস

লাইফস্টাইল ডেস্ক : আনারস একটি পুষ্টিসমৃদ্ধ ফল। পুষ্টিগুণে আনারস অতুলনীয়। আনারসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ এ্যান্টি-অক্সিডেন্ট উপাদান। যেগুলো শরীরের কোষকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। এই ফলে রয়েছে এনজাইম ব্রোমেলেইন। আনারসে আরও আছে ভিটামিন 'সি' ও ম্যাঙ্গানিজ নামক খনিজ উপাদান। এতে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন বি- ১, যা শরীরের জন্য অপরিহার্য। পাশাপাশি এই ফল খেলে শরীরে খুব কম ক্যালরি সঞ্চিত হয়। সুতরাং মুটিয়ে যাওয়ার ভয়ও থাকে না। পুষ্টিবিদরা বলেন, প্রতি ১০০ গ্রাম আনারস থেকে পাওয়া যায় মাত্র ৫০ কিলোক্যালরি। এই ফলে কোলেস্টেরলও নেই। এতে থাকা পেকটিন নামক গুরুত্বপূর্ণ ডায়েটরি ফাইবার। ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্সের নানা উপদান যেমন ফলেট, থায়ামিন, পাইরিওফিন ও রিবোফ্লোবিনও পাওয়া যায় আনারস থেকে। প্রতি ১০০ গ্রামে আনারসে পাওয়া যায় ৫০ কিলোক্যালরি শক্তি। এতে ভিটামিন-এ, বি, সি, ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান রয়েছে। ১০০ গ্রাম আনারসে ০.৬ ভাগ প্রোটিন, ০.১২ গ্রাম সহজপাচ্য ফ্যাট, ০.৫ গ্রাম খনিজ পদার্থ, ১৩.১২ গ্রাম শর্করা, ০.১১ গ্রাম ভিটামিন বি-১, ০.০৪ মি. গ্রাম ভিটামিন-২, ভিটামিন- সি ৪৭.৮ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম ১৮ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ০.০২ গ্রাম, আঁশ ১.৪ গ্রাম এবং ১.২ মিলি গ্রাম লৌহ রয়েছে। আনারস জ্বর ও জন্ডিস রোগের জন্য বেশ উপকারী। এতে রয়েছে প্রচুর ক্যালরি, যা আমাদের শক্তি জোগায়। গবেষণায় দেখা গেছে, আনারস গলা ব্যথা, সাইনোসাইটিসজাতীয় অসুখগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করে। হজমে সাহায্য করে। সঙ্গে শরীরের অন্য অঙ্গগুলোকেও ভালো রাখে। দীর্ঘদিনের কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহয়তা করে আনারস। আবার আনারস ক্ষুধ-াবর্ধক হিসেবে কাজ করে। যে কোনো অসুস্থতার

পরে মুখে রুচির জন্য আনারস খাওয়া যেতে পারে। আনারস খেলে ভালো থাকবে আপনার দাঁতের মাড়ি আর দাঁত দুটোই। আর ভুলে যাবেন না এতে আছে ক্যালসিয়াম। ক্যালসিয়াম দাঁতের জন্য উপকারী। আনারস রক্ত পরিষ্কার করে হৃৎপিণ্ডকে কাজ করতে সাহায্য করে। হৃৎপিণ্ড আমাদের শরীরে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সরবরাহ করে। এছাড়াও হৃৎপিণ্ডের নানা রকম অসুখে থেকে আনারস দেয় সুরক্ষা। আনারসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি। ত্বকের অসুখ, জিহ্বা, তালু, দাঁত, মাড়ির যে কোনো অসুখের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আনারস। দেহের তৈলাক্ত ত্বক, ব্রণসহ সব রূপলাবণ্যে আনারসের যথেষ্ট কদর রয়েছে। এছাড়াও আনারসের প্রোটিন ত্বকের মৃত কোষ দূর করে, ত্বককে কুঁচকে যাওয়া থেকে বাঁচায় দেহে রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয় এই ফল। ফলে শিরা-ধমনির দেয়ালে রক্ত না জমার জন্য সারা শরীরে সঠিকভাবে রক্ত প্রবাহিত হতে পারে। ফলে রক্ত শোধনে এই ফলের ভূমিকা রাখে। আনারস কৃমিনাশক। কৃমি দূর করার জন্য সকালে খালি পেটে আনারস খাওয়া উচিত। তবে অবশ্যই অ্যাসিডিটি থাকলে খালি পেটে আনারস ক্ষতি করতে পারে। প্রচুর পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ রয়েছে আনারসে। যা হাড় ও কানেক্টিভ টিস্যুকে করে শক্তিশালী। এক কাপ আনারসের জুস আমাদের দৈনিক প্রয়োজনীয় ম্যাঙ্গানিজের ৭৩ ভাগ পূরণ করতে সক্ষম। আনারস মানবদেহের গ্ল্যান্ড বা গ্রন্থিগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রভাব রাখে। গয়টার অর্থাৎ থাইরয়েড গ্রন্থির স্ফীত হওয়া প্রতিরোধ করে। নিয়ন্ত্রণ করে উচ্চ রক্তচাপ। এটি আর্থরাইটিস উপশমে সহায়তা করে। আনারস কৃমিনাশক হিসেবে কাজ করে। ক্ষুদ্রান্ত্রের জীবাণু ধ্বংসে উপকারী। পাশাপাশি কোষ্ঠকাঠিন্য কমায়। মর্নিং সিকনেস কাটাতেও আনারসের জুড়ি নেই। এটি জরায়ু, স্তন, ফুসফুস, অন্ত্র ও ত্বকের ক্যান্সার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বার্ধক্যজনিত চোখের ত্রুটি প্রতিরোধে সাহায্য করে। আনারস জ্বর ও জন্ডিস রোগের জন্য বেশ উপকারী।

কোন ফল কখন খাবেন?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ১. ফল কখন খাওয়া উচিত- খালিপেটে না ভরাপেটে? ২. রাতে ঘুমানোর আগে ফল খেলে কী হজমে সমস্যা হয়? ৩. দিনে কয়টি ফল খেতে হয়? ফল খেতে গেলে এমন অনেক প্রশ্নই মনে আসতে পারে। ফল কখন খাবেন এ নিয়ে নানা জনের নানা মত। কেউ বলছেন, খালি পেটে পানি আর ভরা পেটে ফল খেতে হয়। আবার কেউ বলেন, সন্ধ্যার আগে ফল খেয়ে নেওয়া উচিত। ফল খাওয়ার উপযুক্ত সময় নিয়ে একেকজনের ধারণা একেকরকম। আবার কোন ধরনের ফল ভরাপেটে খেতে হবে, আর কোনগুলো যেকোন সময়ই খাওয়া যাবে- এ নিয়ে থাকে বিভ্রান্তি। গবেষণা বলছে, মানে যতই ভাল হোক না কেন, ফলের পুষ্টিগুণ বজায় রাখতে গেলে এবং ফল খেতে হবে দিনের নির্দিষ্ট সময়ে। তবেই ফলে থাকা ভিটামিন, প্রোটিন এবং খনিজ শরীরের উপকারে আসবে। আসুন জেনে নেই, ফল খাওয়ার উপযুক্ত সময় সম্পর্কেড় ফল খাওয়ার উপযুক্ত সময় সকাল বেলা খালি পেটে স্বাস্থ্যের জন্য সব চাইতে উপকারী যে কাজটি করতে পারেন তা হল একটি ফল খাওয়া। যেহেতু পেট খালি, তাই এই অভ্যাস ফলটির পুষ্টি শরীরে গ্রহণে সহায়তা করবে। এছাড়া ফলটি হজম করতে পাকস্থলিও তেমন বেগ পেতে হয় না। তবে যাদের পাকস্থলিতে আলসার কিংবা বুক জ্বালাপোড়ার সমস্যা আছে তাদের সকালে খালি পেটে ফল খাওয়া উচিত নয়। আবার শিশু, বৃদ্ধ বা যাদের পাকস্থলি দুর্বল তাদের এই অভ্যাস এড়াতে হবে। কারণ কমলাজাতীয় ফল, আনারস, আঙুর ইত্যাদিতে থাকে অ্যাসিডিক অ্যাসিড, যা গ্যাস্ট্রিক

অ্যাসিডের উৎপাদন বাড়ায় এবং আলসার ও বুক জ্বালাপোড়ার সমস্যা বাড়তে পারে। দুই বেলা খাওয়ার মাঝে ফল খাওয়া স্ন্যাকস বা নাস্তা হিসেবে ফল খাওয়া বিপাকক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। তাই যে কোনও দুই বেলার খাওয়ার মাঝে ফল খাওয়া খুবই ভালো। তাছাড়া ফল নিয়ন্ত্রণ করে রক্তে শর্করার পরিমাণ। আর স্বাস্থ্যকর স্ন্যাকস খেলে শরীরে যেমন চর্বি জমবে না তেমনি ক্ষুধাবোধও কম হবে। ফল খাওয়ার ভুল সময় খাওয়ার পর ফল খাওয়া কখনও উচিত নয়। ধারণা রয়েছে- খাওয়ার পর ফল খাওয়া হজমে এবং ক্যালরি ভাঙতে সাহায্য করে, যা ঠিক নয়। কারণ ফলে রয়েছে নিজস্ব মিষ্টিজাতীয় উপাদান ও ক্যালরি। যা শুধুই ক্যালরির পরিমাণ বাড়ায়। যে ফল খেতে হবে অল্প মিষ্টিজাতীয় উপাদান আছে এমন ফল যেমন- বেদানা, আম, আঙুর, লিচু, তরমুজ ইত্যাদি পরিমাণ মতো খেতে হবে। বিশেষ করে যাদের রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশি হওয়ার সমস্যা রয়েছে তাদের। এ সমস্যায় আক্রান্তদের জন্য আদর্শ ফলগুলো হলো পেঁপে, আনারস, পাম, রাসবেরি, নাসপাতি, স্ট্রবেরি, পিচ ও আপেল। ঘুমানোর আগে যে ফল খেতে হবে ঘুমানোর আগে আপেল, কলা, কিউই, চেরি খেতে পারেন। কারণ এতে থাকে প্রা